CONTENTS

Wednesday, the 21st July, 1993.

Thursday the 22nd July, 1993.

Friday, the 23rd July, 1993

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Wednesday, the 21st July, 1993. at 11-00 A.M.

P R E S E N T

Shri Bimal Sinha, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, nine Ministers and three Ministers of state and 35 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে-কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় তার জবাব প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ১৮।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —১৮।

প্রশ্ন

১) বিগত ৫টি আর্থিক বছরে রাজ্যের হাসপাতাল সমূহ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

রোগীদের ঔষধপত্র আমিষ খাদ্য প্রভৃতি সরবরাহ বিভিন্ন পর্য্যায়ে বন্ধ হয়ে যাবার পেছনে কি কারণ ছিল,

২) ইহা কি সত্য যে খোয়াই কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি গ্রামীণ হাসপাতালে রূপান্তরিত হওয়ার পরও প্রয়োজনীয় কর্মী ও শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি,

৩) সত্য হলে, এই সব চাহিদা পূরণে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?

উত্তর

১) বিগত ৫টি আর্থিক বৎসরে রাজ্যের হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে রোগীদের ঔষধপত্র সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথাটি সত্য নহে। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র যথাসম্ভব সরবরাহ করা হয়েছে। হাসপাতাল এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ভারত সরকারের এনিমেল ওয়েলফেয়ার বোর্ড অফ্ ইণ্ডিয়া, মিনিষ্টি অফ্ ইন্ভাইঅ্যারনমেন্ট অ্যাণ্ড ফরেষ্টের অনুমোদনক্রমে ১-৯-১৯৯৩ ইং তারিখ থেকে আমিষ খাদ্যের পরিবর্তে উপযুক্ত পুষ্টি এবং খাদ্যগুণ সম্বলিত নিরামিষ খাদ্য প্রবর্তন করা হয়। তবে টি. বি. এবং ক্যান্সার রোগীদের জন্য ১টি ডিম এবং অতিরিক্ত ২৫০ মিলি লিটার দুধ সরবরাহ করা হয়।

২. ৩) খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি প্রথমে ১০ শয্যা বিশিষ্ট ছিল। ১৯৮২ সালের ২৫শে আগষ্ট আরও ১০টি শয্যা সংযোজন ক্রমে উহাকে গ্রামীণ হাসপাতাল পর্য্যায়ে উন্নীত করা হয় ইহা সত্য যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবিকা এবং এক্স-রে এর ব্যবস্থা ঐ প্রতিষ্ঠানে করা সম্ভব হয় নি আর্থিক অসংগতি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেবিকার অভাবহেতু। উক্ত অভাবগুলি পরিপূরণের চেষ্টা নেওয়া হবে। রোগীর চাপ অনুসারে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় কিনা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন যে ঔষধপত্র বন্ধ হয়নি বলে। আমরা গত পাঁচটা বছর এই বিধানসভায় অনেক তথ্য সরবরাহ করেছি এবং এমন কি সবচেয়ে বড় যে দুইটা হাসপাতাল জি, বি এবং ভি, এম সেখানে পর্যন্ত রোগীরা একটা ইনজেকশন দিতে গেলে তাকে সুইচটা কিনে আনতে হয়। একটা সেলাইন দিতে গেলে তাকে বাইরে থেকে সেলাইনের নলটা পর্যন্ত কিনে আনতে হয়;

আমি নিজে অসুস্থ হয়ে ১২-১৩ দিন জি. বি হাসপাতালে ছিলাম — তখন রোগীরা আমাকে বলল যে, তাদের সেলাইনের সূঁচ, নল ইত্যাদি সব কিছুই এমনকি ব্যাণ্ডেজের যে কাপড় সেটা বাইরে থেকে রোগীদের কিনে আনতে হয়। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা তদন্ত করে দেখবেন কি না, যে কেন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল আর্থিক কোন অভাব ছিল কি না?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী): — মি: স্পীকার স্যার আমি মাননীয় সদস্যকে আপনার মাধ্যমে জানাতে চাই যে — এইটাতো সারা ভারতবর্ষের যেমনি অর্থ-নৈতিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি ভারতবর্ষে যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন তারা তাদের আক্রমণের ক্ষেত্র হিসেবে তিনটে জায়গাকে বেছে নিয়েছেন — ১) খাদ্য, ২ স্বাস্থ্য ৩) বাসস্থান — সাধারণ মানুষের যা অতি প্রয়োজন তার উপর। তারা এই নীতি নিয়ে চলছে। তারজন্য প্রতি বছর দেখা যায় স্বাস্থ্য দপ্তরের বাজেট ক্রমশ: কমে কমে আসছে। এটা শুধু ত্রিপুরার ব্যাপার নয়। ত্রিপুরাতে যারা গত পাঁচ বছর ছিলেন তারাও কেন্দ্রের এই নীতি গ্রহণ করেছিল। এখানে সব কিছু যে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা নয়, তবে প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। আমি এই অর্থনৈতিক দিক থেকে লক্ষ করেছি গত পাঁচ বছর এই ব্যাপারে ডায়েট এবং মেডিসিনের জন্য কিভাবে আস্তে আস্তে বাজেট বরাদ্দ কমা ধরা হয়েছিল সেটা আপনাদের জানাচ্ছি —

১৯৮৮-৮৯ বছরে ডায়েটে বাজেট বরাদ্দ ছিল —	১ কোটি ১৮ হাজার টাকা
বছরে মেডিসিনের জন্য বরাদ্দ ছিল —	১,৯১,৫৭,০০০ টাকা।
১৯৮৯-৯০ বছরে ডায়েটে বরাদ্দ ছিল —	৮০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা।
মেডিসিনের জন্য বরাদ্দ ছিল —	১,৪২,৩০,০০০ টাকা।
১৯৯০-৯১ বছরে ডায়েট বরাদ্দ -	১ ২৯,২২ ০০০ টাকা।
মেডিসিনের জন্য বরাদ্দ -	১,৯২ ১১ ০০০ টাকা।
১৯৯১-৯২ বছরে ডায়েট বরাদ্দ —	৭৭ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা।
মেডিসিনের জন্য বরাদ্দ —	১,৫০,৯৫,০০০ টাকা।
তারপর ১৯৯২-৯৩ ডায়েটের জন্য বরাদ্দ —	৮৫,৮০,০০০ টাকা।
মেডিসিন	৮০,৬৫,০০০ টাকা।

এই বছরেই মাননীয় সদস্য হাসপাতালে ছিলেন।

এইভাবে যখন বাজেট কাবটেইলড হয় তখনতো এছাড়া অন্য কোন রাস্তা দেখিনা। হাসপাতালের অবস্থা তাই—কোন ঔষুধ থাকবে না, রোগীদের থাকার কোন ব্যবস্থা থাকবেনা, অন্যান্য কোন জিনিসপত্র থাকবে না। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত পাঁচ বছরে সারা ভারতবর্ষে যে নিয়ম নীতি গ্রহন করা হয়েছে – ভারত সরকারের বাজেট প্রতি বছরেই টাকা কমছে এই ব্যাপারে। সাধারণ মানুষের ঔষধের দরকার—অথচ সেখানে টাকা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই রাজ্যেও সেই নীতি ওরা অনুসরন করেছে। কাজেই এখন এই অবস্থার পরিবর্তন কি করে করা যায় সেটা আমরা দেখছি।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খুব দুঃখজনক ঘটনা যা এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। দেখা গেল ১৯৯১-৯২ এবং ৯২-৯৩ এই দুইটি বছরে রাজ্যে আন্ত্রিক এবং কলেরায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন রোগ, অনাহারে মানুষ মারা যাচ্ছে সেখানে দেখা গেল বাজেট ক্রমশ: কমানো হয়েছে। একদিকে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে আবার অন্য দিকে উনাদের নিজেদের স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি করে নিয়েছেন, নিজেরা গত পাঁচ বছরে অনেক সম্পদ সৃষ্টি করে নিয়েছেন এইভাবে ওদের জনবিরোধী কাজকর্মের কারণে এবং অর্থের নয়ছয় করার কারনে ত্রিপুরা রাজ্যকে এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার কারণ খতিয়ে দেখে এবং কেন বরাদ্দ কমিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেটা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা? অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতামত হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ বিশেষ করে রোগীদের আমিস খাদ্যের প্রয়োজন আছে বলে জানতে পেরেছি। সেটা একটা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। সেখানে পূর্বতন সরকার আমিস খাওয়ার বন্ধ করে দিয়ে হাস-পাতালের রোগীদের বরাদ্দ যে টাকাটা আগে থাকত সেটার লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা – বিশেষ করে আমরা জানি প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী এই সমস্ত টাকা পয়সা লুটপাট করে নিজের বাড়ীতে টি, ভি, সেট ইত্যাদি করেছেন। মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কি তথ্য রয়েছে?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : – স্যার, আমি আগেই বলেছি, কেন এই রকম

করল সেটা আমি আমার উত্তরে আগেই বলেছি। সর্বভারতীয় দল হিসাবে যে নিয়ম-নীতি সেই হিসাবেই তারা এটা করেছেন-এটাই চলবে। অর্থ বরাদ্দ কম করেছে। আমরা হিসেব পত্র দেখেছি, তাতে খাদ্য এবং ঔষধের ক্ষেত্রে বরাদ্দ কমিয়ে মন্ত্রীদের বিলাস এবং অন্য দিকে নজরটা যে বেশী দিয়েছিল, কোয়ার্টারগুলিতে তাদের নিত্যদিন চলায় যে কায়দা সেটাও ত্রিপুরার মানুষ দেখেছেন। সেই হিসাবেই এই ধারণটা এসেছে। সেটা অমূলক নয়। সেটা ঠিকই ধারণা হয়েছিল। তবে খাদ্যের প্রসংগে মাননীয় সদস্য যেটা বললেন, এই প্রসঙ্গে আমি বলতে পারি যে সমগ্র ভারতবর্ষে ফুড হেবিট সর্বত্র এক না। সুতরাং দিল্লী থেকে একটা ফরমান এলেই আমাদের এখানে এটা চলতে থাকবে এটা ঠিক নয়। আমাদের এখানকার ফুড হেবিট একরকম, দিল্লীতে যান সেখানকার ফুড্ হেবিট আর এক রকম, দক্ষিণ ভারতে যান-সেখানকার ফুড্ হেবিট আর এক রকম। সুতরাং সারা ভারতবর্ষে এক রকম ফুড, চালিয়ে দেওয়ার যে চিন্তাটা নেওয়া হয়েছিল সেটাতে গলতি ছিল বলে মনে করি। আর তখন এখানকার যারা শাসক ছিলেন তাঁরা সেটাকেই মানুষের দুঃখ-দুর্দশার পদ্ধতি হিসাবে বেছে নিয়ে চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এনিমেল ওয়েলফেয়ার, এনভার্মেন্ট এবং ফরেষ্ট দপ্তর যা বলেছেন সেভাবে নিরামিস খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এই সব কাণ্ড কারখানা করেছেন কিন্তু একবারও ভাবেন নি আমাদের এখানকার ফুড্ হেবিট অন্য জায়গার ফুড্ হেবিট যে এক নয়। এখানকার রোগীদের যে ফুড্ হেবিট-মাছ, মাংস ইত্যাদি না দেওয়ার ফলে সমস্যার সন্মুখীন হয়েছিলেন। আর টাকা পয়সার দুর্নীতির যদি কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থেকে থাকে মাননীয় সদস্যের কাছে যদি থাকে, তাহলে তদন্ত হবে। তারপর দোষ প্রমানিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমি দপ্তরকে বলেছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা পৌঁছে দিতে। আরম্ভ হয়েছে যখন সেখানে হয়ত একদিন বন্ধ হয়েছে। এটার কারণ হচ্ছে আমরা মূলত চেয়েছিলাম এনিমাল হাজবেণ্ডারী ডিম সরবরাহ করেছে, দুধ সরবরাহ যেমন করেছে তেমনিভাবে ফিসারী দপ্তরকে আমরা বলেছিলাম তারা মাছ সরবরাহ করার জন্য। ওদের একটা অসুবিধা হচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সব জায়গাতে ফিসারী দপ্তর মাছ সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেই। এটা ওদের দোষ না। প্রায় প্রতিদিন সমভাবে যে যে তারিখ আছে সেই তারিখ অনুযায়ী মাছ ধরবার কোন

ব্যবস্থা এখন পর্যাপ্ত নেই, সেই রকম স্টকও নেই। তাতে ডিসলোকেশান কিছু কিছু হচ্ছে। এগুলিকে দূর করবার জন্য আমি মাননীয় মৎস্য মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে যাতে সব জায়গাতে সরবরাহ করা যায়, আমাদের বিভিন্ন কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, মৎস্যজীবি কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে সেগুলির মারফৎ হাসপাতালে সরবরাহ নিয়মিত করা যায় কিনা, চালু রাখা যায় কিনা সেই ব্যাপারে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। ওরা ফিসারী, মৎস্যজীবি ইউনিটকে সেই ভাবে নির্দেশ দেবেন যাতে করে সব জায়গায় আমরা সব হাসপাতালে দিতে পারি। এইটুকু সময়তো লাগবে, অনেক দিনের অনভ্যাস, ওরা বন্ধ করে ফেলেছিল। মাননীয় সদস্য জানেন সুতরাং আবার সেটা ডিসলিমট হয়ে গেছে সেটাকে পুনস্থাপন করতে একটু সময় লাগবে। সময়টা আপনাদের একটু দিতে হবে। আমি রোগীদের কাছে অনুরোধ করব, মানুষের কাছে অনুরোধ করব যে অনভ্যাস হয়ে গিয়েছিল সেটাকে আবার পুরোপুরি চালু করতে যে সময়টুকু লাগবে সেটা আমাদের দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করার জন্য মাননীয় সদস্যকে বলব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) : সাপ্লিমেন্টারী স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, জোট আমলে হাসপাতালগুলিতে যে অবস্থা চলছিল গত ৫ বছর হাসপাতালে সীট আছে বেড নেই, ডাক্তার আছে ঔষধ নেই সেই যে অবস্থা চলছিল সেই অবস্থা থেকে যাতে রোগীরা পরিত্রান পায় রীতিমত চিকিৎসা পায়, রীতিমত বেড পায় তার ব্যবস্থা করেছে কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, আমি বলেছি সব ক্ষেত্রে কি বেড, কি খাট, কি লকার এমন কি হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে একটা হাসপাতালের মধ্যে মেট্রেস নেই আমি আগে বলেছি মেট্রেসগুলি ছিঁড়ে গেছে তার উপর বস্তা চেপে রেখেছে। এই রকম দৃশ্য আমাকে দেখতে হয়েছে। তাছাড়া সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে একটা হাসপাতাল চলছিল যার মধ্যে কোন বেডপেন, ইউরিনপট এগুলি নেই কিভাবে চলছিল আমি জানি না। এগুলি বাস্তব ঘটনা আমি স্টোরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি এগুলি কেনা না হলে আর কোন পরিকল্পনা যদি

গ্রহণ না করা,তয় তাহলে সব শেষ হয়ে যাবে কোন হাসপাতালে লকার বলে কিছু নেই পেলেও অল্প পাবেন দু-চারটে এই রকম অবস্থা ছিল। অথচ প্রতি বেডের সাথে লকার থাকার কথা। সেই জন্য যেসব অসুবিধাগুলি আছে সেগুলি দূর করবার জন্য আমরা প্রয়োজন ভিত্তিতে বলেছি। সারা রাজ্যে যত সংখ্যক বেড আমাদের আছে তত সংখ্যক কট, মেট্রেস, লকার যাতে হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বেডপেন, ইউরিন পট এগুলো পাওয়া যায় তার অর্ডার প্লেস করার জন্য এবং আমি দপ্তর থেকে যতটুকু খোঁজ নিয়েছি তাতে এই সবের অর্ডার চলে গেছে। সুতরাং সেইগুলি এলেই আমরা প্রতিটি হাসপাতালে আবার সেটা দেওয়া যাবে। কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখতে হবে ফিনানসিয়াল যে ক্রাইসিস এই রকম একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা থেকে যদি কিছু সুযোগ সুবিধা করতে হয় তাহলে যে টাকার ব্যবস্থা যা দরকার তা পাওয়া যায় না। এই অভাব অনটনের মধ্যেও চেষ্টা করছি কি করে সেগুলি উন্নত করা যায়।

যদিও কিছু কিছু করা হয়েছে বিভিন্ন হাসপাতালে, প্রয়োজন ভিত্তিতে বাকীগুলি আমরা খুব কম সময়ের মধ্যে করতে পারব বলে আশা রাখি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া): সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে সারা রাজ্যের মধ্যে আবারও ম্যালেরিয়ার কিছু কিছু প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় আক্রান্ত হচ্ছে রোগীরা, এবং সেই রোগীরা যখন হাসপাতালে যাচ্ছেন তখন ডাক্তার বাবুরা ব্যবস্থা পত্র দিচ্ছেন কুইনাইন ইনজেকশান। সেই কুইনাইন ইনজেকশান বাজার থেকে কিনতে হচ্ছে। আমার জানা মত এখানের জি, বি, হাসপাতালের রোগী কুইনাইন ইনজেকশান তিনটা কিনেছেন ১৫০ টাকা দিয়ে কিন্তু লেবেলে লেখা আছে ৫ টাকা ৫০ পয়সা। এই ভাবে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি-তেও এবং গণ্ডাছড়া অঞ্চলেও যেটার গায়ে লেখা আছে ৫ টাকা ৫০ পয়সা সেটা কিনতে হচ্ছে ৭০ টাকা ৮০ টাকা করে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী): - মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই অভিযোগ বিভিন্ন জনের কাছ থেকে শুনেছি। তা যা একটা কারণ আছে। অর্থনৈতিক যা চলছে সেই

অনুযায়ী এগুলি চলবে। আমাদের রাজ্যটা তো ভারতবর্ষের বাইরে নয়। সেই জন্যই এইগুলি হবে। সেটাকে বন্ধ করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু সেটা হত যদি আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে সেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কুইনাইন ইত্যাদি থাকত। এটা তো আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। আমাদের এখানে যখন ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হচ্ছে আমি আগে একটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছি অনেক স্লাইড নেওয়া হয়েছে, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ইনজেকশানটি বাজারে পাওয়া যায়না স্বাভাবিক অবস্থাতে। তা ত্রিপুরার মার্কেট পাওয়া যায়না আমাদের কেনার জন্য। তা ভিন্ন পথে পাওয়া যায় তা সমীরবাবুরা জানবেন তারা সেই সব খবর রাখেন। আমরা তা পশ্চিম বাংলায় চেয়েছি, আসামে চেয়েছি কিন্তু তা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। এটা কেনার তো কিছু জায়গা আছে। দিল্লী থেকে আমাদের যে ম্যালেরিয়া অফিসার এসেছেন আমাদের এখানে তার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছে এবং তিনিও বলেছেন এই যে ইনজেকশান শুধু এ্যাম্পলট তার ম্যাটেরিয়ালস্ যা আছে তা দিল্লীতেও পাওয়া অ্যাভেলএবল নয় আমাদের হেলথের সেক্রেটারী, হেলথের ডাইরেক্টার দিল্লিতে গিয়েছিলেন আমি তাদেরকেও বলেছি এ্যাম্পলটা যদি না পাওয়া যায় তা হলে তার ম্যাটেরিয়ালস্ নিয়ে আসতে। এখানে টি. এস, আই সি এর সঙ্গে আমরা একটা ব্যবস্থা করেছি। আমরা ওদেরকে বলেছি যে তোমরা আমাদেরকে এ্যাম্পলটা তৈরী করে দাও, তাতে ওরা রাজি হয়েছে। ওরা তা তৈরী করছে। বাজারে পাওয়া যাচ্ছেনা তার জন্য অসুবিধা কিন্তু তার পরিপূরক ট্যাবলেট আমাদের কাছে আছে। তার পরিপূরক অন্য ঔষধও আমাদের কাছে আছে। সেইগুলি আমরা দিচ্ছি, ব্যবহার করছি এবং চিকিৎসা চলছে। সুতরাং এই ইনজেকশানটা না হলে পরে চিকিৎসা চলবে না তা ঠিক নয়। তবে এটা দরকার। কিন্তু ইনজেকশান হল শেষ পর্যায়ের চিকিৎসা এই সম্পর্কে বিস্তারিত আমি এখানে বলেছি তা মাননীয় সদস্যরা জানেন।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রশ্নের উত্তরটা বোধ হয় ক্লিয়ার হয়নি। মাননীয় সদস্য জানতে চেয়েছিলেন এই যে গায়ে যা দাম লেখা আছে তার থেকে যে বেশী দাম নেওয়া হচ্ছে তার কন্ট্রোলের ব্যবস্থা করা। ঔষধ পাওয়া যাচ্ছেনা বা সাপ্লাই কম বেশী সেই কথা নয়

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, দপ্তরের কাছে এই রকম কোন অভিযোগ নেই। তা মানুষের কাছে শুনা যায়। তা মানুষ বলে। কিন্তু যে অমুক দোকান থেকে এত দাম দিয়ে কিনেছি এই রকম কোন অভিযোগ না এলে তা আমরা কন্ট্রোল করতে পারব না। অভিযোগ করতে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে। তার মেমো আনতে হবে। তাও যদি না হয় তা হলে শুধু অভিযোগও যদি দপ্তরের কাছে করা হয় তা হলে নিশ্চই ড্রাগ কন্টোলার আছেন তাদের দিয়ে আমরা তার ব্যবস্থা করব। মাননীয় সদস্য সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ দিন।

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) : — মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ৫ গত বৎসর হাসপাতাল সমূহের জন্য যে সমস্ত ঔষধ পত্র কিনা হয়েছে এই সমস্ত ঔষধ পত্র কারা কিনেছেন, এবং এই সব ঔষধপত্র কিনার পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকার দূর্নীতি আছে কিনা, দ্বিতীয় হলো যে, সমস্ত হাসপাতালগুলির মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে বা হয়েছিল সেই খাদ্য সরবরাহ কারা করছেন এবং সেই খাদ্য সরবরাহের মধ্যে কোন রকম কারচুপী ছিল কিনা, এবং বর্ত্তমানে কি সিস্টেমে খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরের ঔষধ-পত্র কেনার জন্য একটা পার্সেজিং কমিটি আছে এবং সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র কেনা হয়ে থাকে। তবে এই ঔষধ কেনার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ আছে কিনা, সেটা আমার জানা নেই। আগে যে দুই একটা অভিযোগ এসেছিল, সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে, এটা মাননীয় সদস্যরাও জানেন। আর, হাসপাতালগুলিতে ডায়েট সরবরাহের ক্ষেত্রে কো-অপারেটিভগুলিকে আমরা এই কাজের ভার দিয়েছি। তবে এটা শুনা যাচ্ছে যে কো-অপারেটিভগুলি সরাসরি ডায়েট সরবরাহ করছে না; তারা এর জন্য সাব-কন্ট্রাক্টার নিয়োগ করে থাকেন। কাজেই, আমরা ঠিক করেছি যে কো-অপারেটিভগুলিকেই সরাসরি ডায়েট সরবরাহ করতে বলা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয় অবগত আছেন যে কল্যাণপুরে ২০ শয্যা বিশিষ্ট একটি গ্রামীণ হাসপাতাল করা হয়েছে, যেটার কথা তিনি

এখানেও উল্লেখ করেছেন কিন্তু জোট সরকারের গত ৫ বছরে সেই হাসপাতালের জন্য কোন কিছুই করা হয় নি, সেখানে রোগীদের জন্য যে খাটিয়াগুলি ছিল, সেগুলি ভেঙেচুরে গিয়েছে, রোগীরা সীট না পেয়ে বাধ্য হয়ে ফ্লোরেই থাকতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই এই রকম অবস্থায় রোগীদের চিকিৎসা হওয়া তো দূরের কথা আরও বেশী করে অসুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে যেতে হয়। কাজেই, এবার আবার আমাদের তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে, আমরা সঙ্গত কারণেই এটা আশা করতে পারি যে এই হাসপাতালটিকে ৩০ শয্যায় পরিণত করে যে সমস্ত সামগ্রীর প্রয়োজন সেগুলি অনতিবিলম্বে সরবরাহ করে রোগীদের রোগ চিকিৎসার পরিবেশ যাতে ফিরে আসে, তার উদ্যোগ নেবেন কিনা, জানাবেন কি?

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা যাতে রাজ্যের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, তার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট রয়েছে। তবে, গ্রামীণ হাসপাতাল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটা নর্মস আছে, সেটা হচ্ছে যেসব এলাকাতে লোক সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার, সেইসব এলাকাতে একটা করে গ্রামীণ হাসপাতাল করা যেতে পারে। বর্তমানে কল্যাণপুরে একটি গ্রামীণ হাসপাতাল আছে এবং তেলিয়ামুড়া ব্লক যার লোক সংখ্যা ১ লক্ষ ৬২ হাজার, সেখানেও একটা গ্রামীণ হাসপাতাল রয়েছে। কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষার যে সুযোগ, সেটা সেখানে রয়েছে। বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে আর্থিক সঙ্গতি রয়েছে, তার সাহায্যে আমরা স্বাস্থ্য রক্ষার সব রকম সুযোগ সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আমাদের আর্থিক অবস্থা কিছুটা সবল হলে পরে, সেখানে নর্মসের বাইরে গিয়েও কিছু করা যায় কিনা সেটা আমরা পরে ভেবে দেখব।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) : — স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৩।

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮-৯৩ আর্থিক সময়ে খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যানের ভ্রমণ ভাতা টিফিন প্রভৃতি খরচ বাবদ মোট কতটা পর্ষদকে খরচ করতে হয়েছে?

১) ১৯৮৮ ইং সন হইতে ১৯৯৩ ইং সন পর্যান্ত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান ভ্রমণ ভাতা বাবদ মোট ৭৯,৭৩৫ টাকা নিয়েছিলেন। এছাড়া যাতায়াতের জন্য ১৭,৭৪২ টাকা এবং টিফিন বাবদ ৪৯,২৩৪ টাকা খরচ করেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রথমতঃ খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের ঐ সময়ে চেয়ারম্যান কে ছিলেন, তা সবাইকে জানালে খুশী হব। দ্বিতীয়তঃ উনি যে টিফিন খরচ বাবদ যে টাকা নিয়েছেন, তার পরিমাণ তো কম নয় সর্ব সাকুল্যে প্রায় ৫০ হাজার টাকার মত। এছাড়া গত ৫ বছরে উনি আর যা করেছেন, তার তথ্য আমার কাছে আছে, তাতে দেখা যাচ্ছে তার বাড়ী মোহনপুরের গ্যারেজ করার জন্য পর্ষদ থেকে টাকা নিয়েছেন, তার পরিমাণও কম নয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— তিনি মোহনপুরে খাদি বোর্ডের যে সেলস কাউন্টার আছে সেখান থেকে নিজের জন্য প্রচুর সামগ্রী নিয়েছেন যার দাম লক্ষাধিক টাকা হবে। তিনি তার বাড়ীতে রঙীন টিভি ইত্যাদি নিয়েছেন তার দাম তিন লক্ষ টাকার উপর হবে সেগুলি তাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও ফেরত দিচ্ছেন না। এগুলিকে তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণতঃ করেছেন। গত ৫ বছর তার দপ্তরে তিনি প্রচুর ডি আর, ডব্লিউ নিয়োগ করেছেন। তার এই সমস্ত কার্য্যকলাপে রাজ্যবাসীর ভীষণ ক্ষোভ সেটা সম্পর্কে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সমস্ত তথ্য এখানে মাননীয় সদস্য দিয়েছেন সেগুলির সব তথ্য শিল্প দপ্তরের হাতে নেই, তবে একটা হিসাবে দেখা গেছে যে ৭৯ হাজার টাকার মধ্যে ৩৫ হাজার টাকার হিসাব পাওয়া যায় নি। উক্ত ৩৫ হাজারের হিসাব নেওয়ার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। চেয়ারম্যান মহোদয় ভাতা পেতেন

২৫০০ টাকা। এই সম্পর্কে খোঁজখবর করতে গিয়ে দেখা গেছে কোন পোস্ট ক্রিয়েট না করে, সরকারীভাবে কোন অনুমোদন না নিয়ে খাদি দপ্তরে কিছু ডি, আর, ডব্লিউ নিয়োগ করা হয়েছে এবং এর ফলে খাদা দপ্তরে প্রশাসনিক ইনডিসিপ্লিন একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটা সম্পর্কে ষ্টাডি করে খাদি পরিষদে যাতে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায় তার চেষ্টা চলছে মাননীয় সদস্য নাম জানতে চেয়েছেন উনার নাম হলো শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, কংগ্রেসের নেতা ও, বি, সির নেতা।

শ্রীহরিচরণ সরকার (বামুড়িয়া):- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, চেয়ারম্যান সম্পর্কে আমরা বিভিন্ন অভিযোগ জানতে পেরেছি তিনি খাদি বোর্ডের যে অনুদান বাঁশ, বেতের কাজ যারা করে, কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার কে যে অনুদান সরকার থেকে দিয়েছিল সেগুলি তিনি নয়ছয় করেছেন।

এবং বিশেষ করে উনার আত্মীয় স্বজনকে কর্মকারদের নামে যে লোন বা অন্যান্য অনুদান সরকার থেকে দেওয়া হয়েছিল সেই অনুদান উনার আত্মীয় স্বজনকে দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেবনাথ পাল্টিয়ে কর্মকার করে কর্মকারের সুযোগ সুবিধা তার আত্মীয়-স্বজনকে দিয়েছেন। এই রকম বহু অভিযোগ আছে। বেনামে লোন নিয়েছেন এবং সত্যিকারের যারা দাবিদার তাদের কোন পাত্তা নেই। এই ভাবে ভুতুরে অনেক টাকা মেরেছেন, এই সব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য এই ভাবে টাইটেল দেবনাথ এই ভাবে বলা ঠিক নয়।

কোন্ সম্প্রদায় সম্পর্কে এ ভাবে বলা ঠিক নয়। অমুক, অমুক বলতে পারেন। এ ভাবে দেবনাথ, দেবনাথ বলা উচিত হয় নি।

শ্রীঅনিল সরকার মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন সেটা নয়। মাননীয় সদস্য বলেছেন, উনার আত্মীয় দেবনাথ টাইটেল পাল্টে কর্মকার হয়ে মুড়ির লোন নিয়েছিলেন এটা ঠিক কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):-- এই তথ্য সরকারের কাছে নেই।

শ্রীতপন চক্রবর্তী : — স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান থাকাকালীন শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ, ২৫০০ টাকা ভাতা নিতেন। তিনি ত বিধায়কের ভাতাও ড্র করতেন। একই সঙ্গে দু'টি বেতন ড্র করা আইনানুগ হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— নতুন খাদি বোর্ড গঠন হয়েছে। তারা সমস্ত বিষয় তদন্ত করে দেখবেন। শিল্প দপ্তর থেকে এই তদন্ত কার্যো সব রকম সহযোগিতা দেওয়া হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, যদি সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ থাকে, তবে তা শিল্প দপ্তরকে জানাতে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় শিল্প মন্ত্রীই আবার রেভেনিউ মন্ত্রী। কাজেই উনার কাছে এই বিধানসভার জানতে চাই, এই ধীরেন্দ্র দেবনাথ, মোহনপুরে সাম্ ঘোষের জমির দলিল, পড়চা সব নকল করে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছেন এ খবর সত্য কিনা ?

মিঃ স্পীকার : — যেহেতু এই প্রশ্ন রিলেটেড নয়, কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে উত্তর দিতে হবে না। মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতারবাড়ী) : — এড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৩।

মিঃ স্পীকার : - এড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৩।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৩

প্রশ্ন

১) ক] ত্রিপুরার তিন জেলায় তিনটি হাসপাতাল স্থাপনের সরকারী পরিকল্পনা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে;

২) খ] উক্ত জেলা হাসপাতালগুলি এখনও চালু না হয়ে থাকলে কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ক] ত্রিপুরা রাজ্যের ৩টি জেলার মধ্যে উদয়পুর এবং কৈলাশহরে জেলা হাসপাতাল পূর্ব থেকেই চালু আছে। হাপানিয়াতে পশ্চিম জেলা হাসপাতালটির গত ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে বহির্বিভাগ চালু হয়েছে এবং অন্তর্বিভাগ চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

২) খ] ১নং প্রশ্নের ক) এর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— উদয়পুর জেলা হাসপাতালের জায়গা নির্ধারন করা হয়েছে চন্দ্রপুরের কাছে। কিছু জায়গাও নেওয়া হয়েছে। এখনও কাজ আরম্ভ হয় নি। ইন্দিরা গান্ধীর মেমোরিয়াল হাসপাতালের নামে হবে। কাজেই সেখানে ইন্দিরা গান্ধী একটি মূর্ত্তি স্থাপন করার জন্য এলাকা থেকে তৎকালীন মন্ত্রী মহোদয় এবং তার সি, এ হাজার হাজার টাকা কালেকশান করেছেন এ তথ্য সরকারের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, কে কোথায় মূর্ত্তি স্থাপন করবেন তা আমাদের জিজ্ঞেস করে করবেন না। তবে হাসপাতালের জন্য সেখানে কিছু জায়গাও নেওয়া হয়েছে। কিছু খাসের জায়গা আছে, কিছু জোতের জায়গা আছে। আ্য কুইজিশানের প্রশ্ন আছে। আমি যেহেতু উদয়পুরের মানুষ, সে হিসাবে সবই জানি। তবে সরকারের কাছে কোন রেকর্ড নেই

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল স্থাপনের নামে যে জমিন নেওয়া হয়েছে, তৎকালীন মন্ত্রী সাধারণ মানুষকে জোতের জায়গা দান করার জন্য বলেছেন এবং উক্ত মন্ত্রীর তৎকালীন সি, এ, অনিল সরকার মহোদয়ের কথায় এলাকার মানুষ নিজের জোতের জায়গা দান করেছে এবং তাদেরকে প্রলোভন দেওয়া হয়েছিল যে তাদের পরিবারে চাকুরী দেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তাদের কাউকেই চাকুরী দেওয়া হয় নি। তাদের মধ্যে আমি একজনের নাম বলতে পারি—সত্য দে এবং তার ভাই। তারা তাদের সাড়ে তিন কানি জমি এই হাসপাতাল স্থাপনের জন্য দান করেছেন। কিন্তু তাদেরকে একটা পয়সাও সরকার

সাহায্য দেওয়া হয় নি এবং আমি এটা সরকারের পক্ষে জনগণের সাথে প্রতারনা করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে নাম উল্লেখ করেছেন, সে ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছিলেন। উনি আমাকে বলেছেন যে উনার সাড়ে তিন কানি জমি ছিল তিনি কাউলা করে দিয়ে দিয়েছেন। তাকে এ রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে তার ছেলে এবং মেয়ে দুইজনকেই চাকুরী দেওয়া হবে। সেই ভদ্রলোক এসে এখন কান্নাকাটি করছেন। আমি বললাম জমি কার নামে কাউলা করে দিয়েছেন। উনি বললেন সেটাতো আমি জানিনা আমাকে বলা বল এখানে সই করতে আমি সই করে দিয়েছি। স্যার, ওখান থেকে ৩১ একর জমি নেওয়া হয়েছিল। তারমধ্যে খাস জমি ১২'৬২ একর এবং জোত জমি ১৮'৭৬ একর। এই ১৮'৭৬ একর জমির মধ্যে দানের মাধ্যমে পাওয়া ১৩'৫ একর, আর বাকীটা একুইজিশান করতে হবে বলে চেষ্টা করা হয়েছে। ওখানে যে শিলান্যাস হয়েছে— আগে উনাদের অভ্যাস ছিল পাথর পোঁতা। ফলে সব জায়গাতেই একটা করে পাথর পুঁতে দিয়ে এসেছেন এবং ওখানেও দিয়ে এসেছেন। আমি যতটুকু খবর দিয়েছি ওখানে যে পাথর পোঁতা হয়েছে, সেই পাথর পোঁতার জায়গাটা হচ্ছে মন্ত্রী বাহাদুরের সি, এ, র জায়গা, যে জায়গাটা উনি দান করেন নি, একুইজিশানের প্রপোজাল ছিল। এরকম ক্রিমিনাল মাইণ্ড এই সব দপ্তরের মধ্যে কি করে ছিল? উনার জায়গাটা একুইজিশান করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন, অনেক দরবার করেছেন, এই সব অভিযোগ আছে। সেই জায়গা অনেক টাকার ব্যাপার, সুতরাং এটা সম্পর্কে কি করা হবে না হবে পরে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। বর্তমানে উদয়পুরে যে জেলা হাসপাতাল আছে সেখানেই আমরা সুযোগ বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি। বিল্ডিং কনস্ট্রাকশানের জন্য এত টাকা যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে না পাওয়া যায়, তাহলে আমাদের পক্ষে এত টাকার প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া খুবই অসুবিধা। এপ্রোচ রোড করবার জন্য পূর্ত দপ্তরকে ১.৬৭ লক্ষ টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য ২ কোটি ৩৪ লক্ষ ২ হাজার টাকা, হাসপাতাল নির্মাণের জন্য ৪'৪০ কোটি টাকার প্রশাসনিক অনুমোদন পূর্ত দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং

টাকার বন্দোবস্ত না করা গেলে কাজ করা যাবে না। মানুষের সামান্যতম স্বাস্থ্যের সুযোগ দেওয়ার জন্য টাকার সংকুলানের ব্যবস্থা করতে দপ্তর চিন্তা ভাবনা করছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :—এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৬ স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৬।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বছরে চা উন্নয়ন নিগম ফটিকছড়া চা বাগানটি বিক্রি করিয়া দিয়েছেন,

২) সত্য হলে কত টাকায় বিক্রি করা হয়েছে,

৩) খোয়াই এবং কল্যাণপুর চা বাগান দুটি বর্তমানে কে বা কারা পরিচালনা করছেন ?

উত্তর

১) বিক্রির খবর সঠিক নয়।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) খোয়াই এবং কল্যাণপুর চা বাগান শ্রমিক সমবায় কর্তৃক পরিচালিত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য নিউ বম্বেতে এক প্লট জমি মহারাষ্ট্র সরকারের তরফ থেকে ত্রিপুরা

সরকারের জন্য সংরক্ষণ করা আছে ;

২। সত্য হলে ঐ জমি খরিদ করে ব্যবহারের ইচ্ছা ত্রিপুরা সরকারের আছে কিনা ;

৩। ঐ জমি খরিদ করে তাহাতে এস টি, এস, সি ও, বি, সি ছাত্রছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা, কারিগরী ট্রেনিং-এর আবাস হোষ্টেল করা যায় কিনা সরকার বিবেচনা করবেন কি ?

উত্তর

১। না, মহাশয়। তবে মহারাষ্ট্র সরকারের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারকে ৩০-১২-১৯৯১ ইং তারিখে একটি চিঠিতে নিউ বোম্বায়ে সব রাজ্য সরকারের গেষ্ট হাউসে বা এম্পোরিয়াম স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত কমপ্লেক্স-এ ঐ একই উদ্দেশ্যে জায়গা চান কিনা জানতে চেয়েছিলেন।

২। এবং ৩। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাছে তাদের আগ্রহের কথা জানতে চাওয়া হয় কিন্তু প্রায় সব দপ্তরই এ সম্বন্ধে অনীহা প্রকাশ করায় এ ব্যাপারটি আর বেশী দূর অগ্রসর হয়নি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা স্বীকার করেছেন যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মহারাষ্ট্রের সরকার একটা চিঠি দিয়েছেন। এখন আমি জানতে চাই বর্ত্তমান সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের স্বার্থে এই রকম একটা বড় শহর যে শহর থেকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা যায়। সেই সমস্ত জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া উপজাতি, তফশীলি জাতি এবং ও,বি, সির ছাত্রছাত্রীরা তাদের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার ইচ্ছা থাকলেও সেই সমস্ত জায়গায় গিয়ে পড়াশুনা করা সম্ভব হয়না। এই সমস্ত কারণেই মহারাষ্ট্রের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেটা রাখার ব্যবস্থা করবেন কিনা যেহেতু মহারাষ্ট্রের সরকার এই রাজ্যের সরকারকে চিঠি দিয়েছেন এবং উনি স্বীকার করেছেন। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে ডাঃ আম্বেদকরের ১০১ তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে তৎকালীন কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং এবং যোজনা পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা মহারাষ্ট্রে সফরে গিয়েছিলেন।

এবং নিউ বোম্বে পরিদর্শনকালে, সফরকালে ঐ সরকারীভাবে ঐ প্লটের কথা জানানো হয় এবং তৎকালীন উপজাতি কল্যান মন্ত্রী শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং এবং পর্ষদের

ভাইস চেয়ারম্যান শ্রীশ্যামাচরণ বাবুও ঐ প্লটটি দেখে এসেছেন. এটা আমার নজরে আছে এবং আমি যতটুকু জানি বা শুনেছি তাতে একটা মানচিত্র, ম্যাপও নাকি দেওয়া হয়েছে। সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করে ত্রিপুরার স্বার্থে তার ব্যবস্থা করার জন্য যোগাযোগ করবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী যে চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠির বক্তব্য হলো সেখানে মহারাষ্ট্র সরকার নিউ বোম্বাইতে একটি এলাকায় সুনির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র গেষ্ট হাউস এবং এম্পোরিয়ামের জন্য সবগুলো সারা ভারতবর্ষে যত রাজ্য আছে সব রাজ্যে এইরকম গেস্টহাউস এবং এম্পোরিয়ামের জন্য তিনি জায়গা সংরক্ষিত রাখবেন সরকার এগুলো কিনে নেবে এবং সেখানে গেষ্ট হাউস এবং এম্পোরিয়াম তৈরী করে একটা কমপ্লেক্স তৈরী হবে : এই ধরনের প্রস্তাব হবে। কাজেই সেই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার যেহেতু গেষ্ট হাউস, এম্পোরিয়ামের জন্য বোম্বেতে এইরকম কোন প্রয়োজন নেই। সেইজন্য আর অগ্রসর হওয়া হয়নি। মাননীয় সদস্য যে প্রশ্নটা তুলেছেন যে শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রী যিনি তখন ছিলেন এবং শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদের তিনি ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন তারা ওখানে গিয়ে কি আলোচনা করেছেন বা কি কথাবার্তা বলেছেন অথবা তাদের মধ্যে কি আলোচনা হয়েছে সরকারের তা কিছুই জানা নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার আমার বক্তব্য হচ্ছে স্যার, যেখানে ত্রিপুরার না হোক, এস, টি, এস, সি ও বি সিদের জন্য সেখানে থাকার একটা হোষ্টেল করে উচ্চ শিক্ষার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হোক ত্রিপুরার মানুষের জন্য এখানে এম্পোরিয়ামের ব্যাপারে বলা হচ্ছে সেই সমস্ত যোগাযোগ করে ঐ চিঠিকে কেন্দ্র করেই সেটা যোগাযোগ করে সেখানে একটা এম্পোরিয়াম করার জন্য ব্যবস্থা করা হবে কিনা বা বর্তমান সরকারের এই মানসিকতা আছে কিনা বা কোন পরিকল্পনা আছে কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— না স্যার, এম্পোরিয়ামের সেইরকম ওখানে তৈরী করার কোনো পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের বর্তমানে নেই : তবে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের ও, বি, সি, ছাত্রছাত্রীদের তাদের যে পড়াশুনার ব্যবস্থা বিশেষ করে উপজাতি ছাত্রছাত্রী,

সিডুল্ডকাষ্ট ছাত্রীছাত্রী তাদের জন্য সরকারের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে সরকার নিয়মিত ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া বাইরে তাদের কোটা ঠিক করা, কোথায় কোথায় পড়াশুনা করবে তার ব্যবস্থা করা সবগুলি করে যাচ্ছে। সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে তার যতটুকু সম্ভব তা সরকার নিশ্চয়ই করতে চেষ্টা করবেন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমরা রাজস্থানে যদি যাই, গুজরাট যদি কিংবা বড় বড় রাজ্য যেখানে আছে সেখানেও যদি যাই সেই সমস্ত জায়গায় বিভিন্ন এম্পোরিয়াম বা সেই সমস্ত জায়গায় থাকার জন্য তাদের ব্যবস্থাপনা আছে। কিন্তু ত্রিপুরার আপনি রাজস্থানে যান, গুজরাটে যান, মহারাষ্ট্রেই যান তাদের কোন থাকার ব্যবস্থা নেই। এইদিকে লক্ষ রেখেই সেখানে জায়গা সংরক্ষন রয়েছে, সেখানে সেটার ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা নিচ্ছে কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার মাননীয় সদস্য, যেভাবে আকাঙ্ক্ষা করছেন, মনে হচ্ছে সেটা খুবই ভাল। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য একটা সবচাইতে পিছিয়ে পড়া, পেছনে পড়া, শুধু নয় একটা ভুভিক্ষগ্রস্ত রাজ্য ঐ রাজ্যের সরকার তার প্রায়রিটি দিয়ে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের যতখানি সম্ভব, তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে এখানে তাদের কি করে অগ্রসর করা যাবে। হ্যাঁ, যদি কখনও এই রকম সম্ভাবনা হয়, সৃষ্টি হয়, যাতে রাজ্য সরকারের এই ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি হয়েছে, আর্থিক সচ্ছলতা আরও বেড়েছে, নিশ্চয়ই রাজ্যে রাজ্যে তার সমস্ত কিছুই করার জন্য ব্যবস্থা সরকার তখন নিতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ।

শ্রীরতনলাল নাথ (মোহনপুর) :— মি স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৩।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ১৪২।

প্রশ্ন

১। অমরপুর মহকুমার ছৈছু এবং ছেছুয়া বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে কবে নাগাদ তার কাজ শুরু করা হইবে বলিয়া আশা করা যায় ?

উত্তর

১। সরকারের বিবেচনাধীন আছে। ২। আর্থিক সংগতি অনুযায়ী প্রাথমিক দেওয়ার বিবেচনা করা হইবে।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :—স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ যে প্রশ্ন করেছেন, আমি তার উপর একটা সাপ্লিমেন্টারী করছি। আমার প্রশ্নটা হলো. অমরপুর মহকুমার ছৈছু এবং ছেছুয়া বাজারে বিগত সরকারের আমলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার নামে কোন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি তো আগেই বলেছি যে, তাদের যেখানে সেখানে পাথরপোঁতা একটা রোগ ছিল এবং এই ব্যাপারেও তারা তাই করেছে। ১৯৯২ ইং সালের ১৮ই নভেম্বর সেখানে তারা দুইটা পাথর পুঁতে দিয়ে এসেছিলেন কিন্তু তার পরে আর সেখানে কিছু হয়নি।

শ্রীদেবব্রত কলই :— স্যার, সেই পাথরে কার নাম লেখা ছিল ?

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— এই তথ্য আমার কাছে নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) : — মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৭।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে নূতন কোন বড় রকমের শিল্প গড়ার পরিকল্পনা আছে কি ?
২। যদি থাকে, তাহা হইলে কি কি এবং কখন কার্যকরী হবে ?

উত্তর

১ রাজ্যে শিল্প স্থাপনের জন্য বার্ষিক যোজনায় যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন কোন বৃহৎ আধা সরকারী শিল্প স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় অনুমোদন বা প্রতিশ্রুতি এখনো পাওয়া যায় নি।

বিগত দুইদশকে প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন রাজ্যে বিপুল পরিমাণে গ্যাসের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছে, যাহা প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন বহু শিল্পোদ্যোগীকে আকর্ষণ সমর্থ হইয়াছে। চারটি শিল্পোদ্যোগী সংস্থা যথা : - মেসার্স আর, পি, জি, ইণ্ডাষ্ট্রিজ। ২) মেসার্স ক্রিভকো এবং মেসার্স অস্ওয়াল এগ্রো গ্রোপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ রাজ্য সরকারের সহিত গ্যাস ভিত্তিক শিল্প সংস্থা স্থাপনের নিমিত্ত যোগাযোগ বজায় রেখে ফলশ্রুতি হিসাবে বৃহৎ ও মাঝারী আকারে সার ও মিথানল কারখানা গড়িয়া উঠতে পারে। পাশাপাশি মেসার্স বিড়লা টেক্নিক্যাল সার্ভিসেস ক্ষুদ্র আকারের একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য ও রাজ্য সরকারের নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

২) যেহেতু বৃহৎ বা মাঝারী আকারের শিল্পস্থাপন করতে হলে বহুবিধ বিধি নিয়ম সম্পন্ন করতে হয় সেহেতু কবে পর্যন্ত সেইগুলি স্থাপন করা যাইতে পারে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। যাহা হউক, প্রকল্পগুলির কেন্দ্রীয় অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ হইতে দ্রুত প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে। রাজ্য সরকার বে-সরকারী সংস্থাকে শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ও সাধ্যমত সাহায্য করিতেছে।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নগুলির মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলির লিখিত উত্তর-পত্র সমূহ সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A" & "B")

DISCUSSION ON THE FLOOD SITUATION CONCENSUS OF THE HOUSE

শ্রীতপন চক্রবর্তী (বিধায়ক) : – মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই জিরো আওয়ারে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য আনতে চাই। মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ মহোদয় বিষয়টি উৎথাপন করতে চান আপনার অনুমতি নিয়ে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ : – মিঃ স্পীকার স্যার, এইমাত্র খবর পাওয়া গেল যে ২০শে জুলাই বিকেল থেকে ধর্মনগরের জুড়ী, কাকড়ী নদীর জল বিপদ সীমা অতিক্রম করে চলছে। বন্যা কবলিত হাজার হাজার ছিন্নমূল নরনারী নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ঘরবাড়ী ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। পরিস্থিতির দারুন অবনতি ঘটেছে ধর্মনগর শহরের পশ্চিম বটরশী, কাকড়ীরপার, কামেশ্বর, পশ্চিম টংগীর ভূী, কৃষ্ণপুর, রাধাপুর, দেওয়ানপাশা, ভাগ্যপুর, ইছাই লালছড়া, কুর্তি বাগিনরবাড়ী, রাজেন্দ্রনগর, বাবনিয়া, বিষ্ণুপুর, এই এলাকাগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এছাড়া রাজ্যের অন্যান্য যে সমস্ত সাবডিভিসন আছে – যেমন সদরের সংবাদ পাওয়া গেছে- আগরতলা, সোনামুড়া, বিশোলগড়, সাব্রুম, উদয়পুর, অমরপুর, খোয়াই, গণ্ডাছড়া, কাঞ্চনপুর, লংতরাই ভেলি সহ ১৩টি সাবডিভিসন-এর সর্বত্র কিছু না কিছু অংশের মানুষ আজকে বিপদপন্ন হয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে বর্তমানে রিফিউজির মত হয়ে গেছেন। এই ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন- হাউসকে তা জানানোর প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী : – স্যার, আমি একটু বলব। আজকে আমরা দেখেছি আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন। এই হাউসে আসার আগে আমরা খবর পেয়েছি- আসাম-আগরতলা রাস্তার বিভিন্ন অংশ জলের তলায় চলে যাবার ফলে রাজ্যের অন্যান্য অংশ থেকে রাজধানী আগরতলা বর্তমানে সম্পূর্ণ কাট আপ হয়ে পড়েছে। এবং উত্তর ত্রিপুরার যে খবর আমরা পেয়েছি- তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কৈলাশহরে মনু নদীর জল এবং দেও নদীর জল বিপদসীমা অতিক্রম করে চলছে। এবং অন্যান্য স্থানের কথাও মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ বলেছেন যে গত ৪৮ ঘন্টা প্রবল বর্ষনের ফলে সারা রাজ্যে প্লাবনের মুখে এসে পড়েছে। এই পরিস্থিতির

মোকাবিলায় রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সে সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে একটি বিবৃতি দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, গত দুই দিন থেকেই বলা যায় আবার প্রবল বর্ষন শুরু হয়েছে সারা রাজ্যে। এবং গতকালকে উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরার সর্বত্র একই সাথে সমস্ত নদীগুলির জল বিপদ সীমার উপর দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সামনে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি গতকালকে আমার বিবৃতিতে বলেছিলাম যে গত মে এবং জুন মাসে পর পর চার বার বন্যার আক্রমণ হয়েছে — বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরায়। এই রকম পরিস্থিতিতে আমি গতকালকেও বলেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোন সহায়তা আসেনি। এই মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত রাজ্যের যে খবরাখবর এসেছে — তাতে দেখা যাচ্ছে উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহরে ২৪ সে. মি,- গতকালকেই ২৩.৯০ সে. মি, বৃষ্টিপাত হয়েছে। গতকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত অবিরাম বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আজ সকাল আটটা পর্য্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণে-যেটা ডি, এম, অফিস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে ১৬৩ মি, মি,। এই পরিস্থিতিতে কৈলাশহরের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে শুরু করেছেন দক্ষিণ ত্রিপুরায় এখন পর্য্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে — কাকড়াবনের ১৮৩টি পরিবার আশ্রয় কেন্দ্রে এসেছেন। আমতলীতে ৬০টি পরিবার, পিত্রাতে ৩০টি পরিবার, রাজনগরে ২০০টি পরিবার, মহারানী, কোটামাটিতে মোট ১৭০০টি পরিবার বিভিন্ন জায়গায় এসে উঠেছেন। আমার কাছে এখন পর্য্যন্ত বিস্তৃত তথ্য নেই। আমরা অবিলম্বে ত্রানের ব্যবস্থা করার জন্য প্রত্যেক জেলার ডি, এমকে দায়িত্ব দিয়ে নির্দেশ দিয়েছি যে কোন প্রশ্ন নয় সমস্ত রকম ভাবে এমনকি বাজেটের অন্য অংশ থেকেও টাকা নিয়ে এই বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন। পরে আমরা সে সব খাতে টাকা বরাদ্দ করব। ত্রান কার্য ঠিকমত চলতে হবে। কৈলাশহরের ডি, এম, ২০টি বোট এবং কুমারঘাটে ১০টি বোটের ব্যবস্থা করেছেন এবং তা দিয়ে উদ্ধার কার্য্য চলছে। গতকালকে রাতে আগরতলার রানিবাজার এবং খয়েরপুরের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন হয়েছে। প্রায় ২০০০ এর উপরে মানুষ রানীর বাজার আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— খয়েরপুর থেকে কোন গাড়ী যেতে পারছে না। মানুষও হেঁটে যেতে পারছে না। কাশিপুরে টাচ্ করেছে। জল কেবল বেড়েই চলছে। স্যার, সব জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। সরকার সব রকম প্রচেষ্টা নিচ্ছেন। দক্ষিণ, উত্তর এবং পশ্চিম ত্রিপুরার সব জায়গাতেই ব্যবস্থা নিচ্ছেন। কাজেই স্যার, আমরা এই মুহূর্তে সকলের সহযোগীতা চাই। আজ দল-মত নির্বিশেষে আসুন আমরা বন্যার্তদের সাহায্য করি। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। তাদেরকে বন্যার জল থেকে উদ্ধার করে তাদের ঘরের জিনিস-পত্রগুলিকেও রক্ষা করি।

ইতিমধ্যে আরোও কয়েকটা খবর এসেছে স্যার, নদীর পাড়ে যে সমস্ত ঘর-বাড়ী ছিল সেগুলি নদীর পার ভেঙ্গে জলের নীচে চলে যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে বাড়ী-ঘরও ধ্বংস হচ্ছে। আগামী কাল-পরশু প্রভিদিনের যে ডেভলাপ্মেন্ট সেটা আমরা এই হাউসকে তথ্য সংগ্রহ করে নিশ্চয়ই আমরা জানাব।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর):— স্যার, আমি এইমাত্র আমার এলাকা থেকে ঘুরে আসলাম। আমি ভোরবেলায় গিয়েছিলাম সিরিয়াস অবস্থা। তিন বার গাড়ী বদল করে, আরোও দুইটি জায়গাতে কোমড় জল ভেঙ্গে আমি গিয়েছিলাম আমি এখন এসেছি এই জন্য যে, সেখান থেকে কোন ভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বিবৃতি দিয়েছেন। আমি শুনেছি। তাও বোধহয় যথেষ্ট না। আমি যে দেখে আসলাম সেখানে। তাই আমি এই সভার মধ্য দিয়ে অনুরোধ করব, এখনোও বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে আসাম আগরতলা রোডের লিংক নেই এবং তার সাইডের সমস্ত লিংক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এবং তাতে গাড়িতে কোন জায়গায় যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এই বৃষ্টিতে নৌকার যে প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন তা ঠিকই আছে। কিন্তু আমার মনে হয়, পুলিশরা প্যারা মিলিটারী এক্ষুনি পাঠিয়ে রেসকিউর কাজে লাগানো দরকার এবং ওয়ারলেস সেট-এর মাধ্যমে যাতে যোগা-যোগটা যাতে করা যায় কারণ সমস্ত পূর্ব অঞ্চলের টেলিফোন লিংক-আপ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। টেলিফোন দপ্তরের সংগে যোগাযোগ করেছিলাম। তারাই আমাকে এই ব্যাপারটি জানিয়েছেন। এখন থানা থেকে সেই যোগাযোগটা করিয়েছি তাই পুলিশের যন্ত্র এবং প্যারা মিলিটারী নিয়োগ করা দরকার এক্ষুনি। এবং স্যার

ইমিডিয়েটলি চিড়া-গুড় ইত্যাদি যা ড্রাই ফুড আছে তা সেসকল জায়গাতে কি ভাবে পৌছানো যায়। কলা গাছের ভেলা ইত্যাদি বানিয়ে আমরা সেখানে গিয়েছি। নৌকা যেহেতু কম। সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছে জানতে চাইছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যা পরামর্শ দিয়েছেন, সবগুলিকেই মনে রেখেই প্রশাসনের সঙ্গে বসে, আলোচনা করে এই ব্যাপারে প্রশাসনকে আরোও বেশী কি করে সক্রিয় করা যায়, আরো ও বেশী ভূমিকা সৃষ্টি করা যায় তা সবটাই দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্র,।

শ্রীসুবল রুদ্র :— স্যার, এই মাত্র ট্রাংকল এসেছে। আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি এখানে বন্যা দুর্গত মানুষেরা- বিশেষ করে মেলা-ঘর, সোনামুড়া আমতলী এই সমস্ত জায়গাগুলি জলমগ্ন অবস্থায় রয়েছে। মানুষ বাড়ী ঘর ছাড়া। সেখান থেকে জনগণ রিকোয়েস্ট করেছেন যে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি-তাদেরকে এই মুহূর্তে এলাকায় যাওয়ার জন্য। এই সম্পর্কে আমাদের একটু চিন্তা ভাবনা করা উচিত।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) : স্যার, আজকে সকাল যখন পত্রিকা খুললাম খোয়াই নদীতেও প্রচণ্ড জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। তেলিয়ামুড়া এলাকায় জল বিপদ-সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সম্ভবত: খোয়াই শহর এবং তার আশ-পাশ এলাকায় জল-স্ফীতি দেখা দিয়েছে। মানুষ বন্যা দুর্গত হয়েছে। এই অবস্থায় মধ্যে খুব উদ্বেগের সঙ্গে বিধানসভায় সময়টা কাটাচ্ছি স্যার, অনুরোধ করছি যদি কোন উপায় বা পদ্ধতি থাকে তাহলে অন্তত নিজের এলাকায় জনগণের পাশে দাঁড়ানোর কি ভাবে আমাদের সুযোগ করে দিতে পারেন সেই ব্যাপারটা বিবেচনা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীসহিদ চৌধুরী (বক্সনগর) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই এই যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে অবস্থা যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি। এই হাউস

একমত হয়ে এমন পরিস্থিতির কথা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো উচিত বলে মনে করছি। সুতরাং সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে এই পরিস্থিতিটা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীঅরুণ ভৌমিক (বড়জলা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এই মাত্র হাউসে এসেছি। রামনগর এলাকার পেছনের দিকটা যেটা কালিকাপুর এবং রাজনগর সেখান থেকে বহু লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে, জল উঠার কারণে তারা এসে রামনগর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে আশ্রয় নিয়েছে। আরও শুনলাম যে রাজনগরে যে নদীর পাড় সেটার মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে। এটা আগরতলা শহরের জন্য খুব বিপদের কারণ। যদি নদীর পার ভেঙ্গে এই রকম কিছু হয়, আবার এই দিকে যে নদী আছে দূর্গাচৌমুহনীর সেটাতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। সুতরাং এই সম্পর্কে জরুরী ভিত্তিতে প্রিভেনটিভ মেজর নেওয়ার দরকার। আর আমার বড়জলা কেন্দ্রে ইন্দ্রনগর যে গাঁও-সভা আছে, সেখানে চন্দ্রপুর, ইচামুড়া এই সমস্ত এলাকায় এবং ইন্দ্রনগরের দক্ষিন পাশে যেটা কবর থানা সেখান থেকে বহু লোক ইন্দ্রনগর হাইস্কুলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এবং অনেকে জলবন্দী হয়ে বাড়ীতে আছে। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য লোক পাঠানো দরকার। আমরা সদর এস. ডি. ও র কাছে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে জানতে পারলাম নৌকা পাঠানো হচ্ছে। সারা রাজ্যে বিশেষ করে পশ্চিম জেলায় রাণীর বাজার যে মেইন রোড আছে সেটাও জলমগ্ন অবস্থায় আছে এটা সবাই জানেন। এই অবস্থায় যে প্রশ্ন আসছে বিভিন্ন বিধায়কদের এলাকায় যাওয়ার জন্য যে প্রশ্ন সেটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার আমি নিজে হাউসের কাছে লিভ চাইব। কারণ আমাকে এখন এলাকায় যেতে হবে লোকজন সঙ্গে নিয়ে এসেছি আর যে সমস্ত রিলিফ দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে প্রতি পরিবারে যারা ক্যাম্পে থাকবে তাদের জন্য প্রতি পরিবারে পারডে ২০ টাকা, এই টাকা অত্যন্ত কম। এবং প্রতি প্রতিবারে সেখানে দশ জন লোক থাকলেও ২০ টাকা পাঁচজন থাকলেও ২০ টাকা আর যারা বাড়ীতে জল মগ্ন অবস্থায় আছে হয়ত উদ্ধার করতে হবে, ওখান থেকে আনাই যাচ্ছে না, সেখানে ওদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। শুধু ক্যাম্পে আসলে পাওয়া যাবে। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আরও সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য যেটা বাস্তব এই ২০ টাকা আগে ছিল, এখনো সেই ২০ টাকা দেওয়া হচ্ছে।

মনে হয় আরো বেশী টাকা দেওয়া দরকার। চিড়া, গুড় এবং বিশেষ করে যারা শিশু তাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করা দরকার। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং উনি এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন কিনা জানতে চাইছি।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে সকাল বেলায় আট টাউন বড়দোয়ালী এলাকায় বন্যা দুর্গতদের দেখবার জন্য বেরিয়েছিলাম। তারও আগে ভোর বেলায় আমি সরমা লুঙ্গা থেকে খবর পেলাম সেখানকার লোকজন জলবন্দী, নৌকা পাঠাবার আবেদন করেছেন। সরমা লুঙ্গা, রামপাড়া এলাকায় মারাত্মকভাবে জলমগ্ন হয়েছে। এবং আমার কাছে যে খবর বাংলাদেশ থেকে বেক পুশ করছে, জলটা ভেতর দিক থেকে ঢুকে যাচ্ছে তাতে অনেক বাড়ীঘর প্লাবিত হচ্ছে। আমি ডি, এম, সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে সেখানে নৌকা পাঠাবার জন্য বলেছি। তারপর ৮ টাউন বড়দোয়ালী এলাকায় বাধারঘাটে হাওড়া নদীর জল রাস্তা ছাপিয়ে ভেতর-এ ঢুকে যাচ্ছে এবং অবস্থা এখন মারাত্মক। সেখানে আমি গিয়েছিলাম দেখে এসেছি এবং সেখানে নৌকা পাঠানো হয়েছে। তাছাড়া জহর ব্রিজ থেকে পশ্চিম প্রতাপগড়ের কিছু অংশ এবং রামঠাকুর সংঘের মধ্য হতে বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। বিশেষ করে নদীর পাড়ে যাদের বাড়ী তাদের ঘরের চালগুলি ভেসে আছে এই অবস্থায় মানুষজন তাদের মালামাল পর্য্যন্ত উদ্ধার করতে পারে না। তাছাড়া বাপুজী বিদ্যামন্দির বিবেকানন্দ স্কুল, রামঠাকুর গার্লস, এম, আই, এফ, সি, অফিস এবং ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিস এগুলিতে কিছু কিছু লোক এসে আশ্রয় নিয়েছে। আর অনেকে আসতে পারেনি এখন পর্য্যন্ত। শহরের উপর এই যে তুলসীবাতীর পেছনের দিকের এলাকা থেকে আরম্ভ করে মূল শহরের বিরাট অংশ এমন কি এই শহরের উপর কামান চৌমুহনীর এই দিকটা সমস্ত দিক জলমগ্ন, দোকানগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শহরের উপরে তুলসীবতী স্কুলের পেছনের দিকের এলাকা থেকে আরম্ভ করে মূল শহরের বিরাট অংশ, এমনকি কামান চৌমুহনীর এই দিকটা এই সমস্ত রাস্তা জলমগ্ন। এই সমস্ত জায়গায় দোকানগুলি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরজন্য এস, ডি, ও, এবং ডি এম এদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে ড্রাই ফুড ইত্যাদির

ব্যবস্থা করা হয়েছে আমার কাছে যে খবর আছে কালকে বিকাল ৩টা থেকে অনেক বাড়ীতে রান্না বান্নার সুযোগ হয়নি, এদের খাওয়া দাওয়া হয়নি। এই যে অবস্থা এটা অত্যন্ত সূচনীয়। বিশেষ করে আগরতলা শহরের যে অবস্থা জল নিস্কাসনের ব্যবস্থা নেই। ড্রেইনগুলি ভরে আছে। এই ড্রেইনগুলির আরো খনন করা দরকার। তাই বিরাট কাজ সামনে। এই সম্পর্কে আমার মনে হয় একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দেওয়া প্রয়োজন। কারণ গোটা শহরটা জলমগ্ন হয়ে আছে।

মিঃ স্পীকার :— বিরোধী সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি, আপনাদের যদি এই হাউজকে উদ্বেগ পূর্ণ পরিস্থিতিতে কোন কিছু জানাবার প্রয়োজন মনে করেন তা হলে আপনারা তা জানাতে পারেন।

শ্রীরতনলাল নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে বিভিন্ন বিধায়ক এবং মন্ত্রী-সভার সদস্যগণ বক্তব্য রেখেছেন এবং বিভিন্ন এলাকার খবরগুলি বলেছেন এবং বন্যার ব্যাপারে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন সেটা সত্যি উদ্বেগজনক আমার মনে হয় ত্রান কার্যে সরকার কর্তৃত পাক্ষিপাতি হচ্ছে প্রপারলি হচ্ছে না আমরা যা অতীতে দেখেছি এবং অন্যান্য সময়ও দেখিছি। এই পর পর দুইবার উত্তর ত্রিপুরায় এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার বন্যার যারা সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা রেম পাচ্ছে না। এবং টাকা নয় ছয় হচ্ছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইভাবে কথা বলা ঠিক না। মাননীয় সদস্য আগের ঘটনা নয়। এখন বর্তমানে বৃষ্টির ফলে যে রকম বন্যা বাড়ছে সেই ব্যাপারে কিছু বলার থাকলে বলতে পারেন। আগে কি হয়েছে তা পরে বলার অনেক সময় পাবেন। এখন যদি কিছু তথ্য থাকে তা জানান।

শ্রীরতনলাল নাথ :— স্যার, ইমিডিয়েট এ্যাফেক্টিভ এ্যাকশান নেওয়া উচিত। যারা সত্যিকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের প্রপারলি সাহায্য দেওয়া উচিত। সেখানে যেন দলবাজী না হয়। কারণ দেখা গেছে অতীতে লক্ষ লক্ষ টাকা নয় ছয় হয়েছে।

চাঁদা তোলা হয়েছে বন্যার নামে। বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে তা যেন সত্যিকারের অর্থে ব্যয়িত হয়।

মিঃ স্পীকার: - মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আজকে ভোর বেলায় যা খবর পেলাম যে খোয়াই নদীর জল বিপদ সীমার ওপর দিয়ে বইছে। চাকমা ঘাট থেকে বিশেষ করে যার উৎস স্থল সেখানে নদীর দুই ধারের বাড়ীঘর ভেঙেছে। নেতাজী নগরে কয়েকটি বাড়ী ইতিমধ্যেই ধ্বসে গেছে। কল্যাণপুর গ্রামের পূর্ব দিকটার প্রায় ২৫টা বাড়ী ইতিমধ্যেই নদীগর্ভে চলে গেছে। তুইসিন্দ্রাই এলাকায়ও আসাম আগরতলা রোডে যে বেলিং ব্রিজটা আছে সেটাও কখন চলে যাবে সেটার ঠিক নেই। কমলনগর গ্রাম জলমগ্ন। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫ শতাধিক শরনার্থী হয়েছে বিভিন্ন জায়গার ক্যাম্পে। আরো হাজার হাজার মানুষ জলমগ্ন এবং তারাও শিবিরে আসবে এই রকম একটা পরিস্থিতি। কাজেই, বন্যার ফলে আরো রাজ্যের বিভিন্ন এলাকাতে বিশেষ করে সমতল এলাকাতে লোকজন দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে. তাদের উদ্ধার করার জন্য এবং তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য যোগানের জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতা চালানোর জন্য দলমত নির্বিশেষে এক্ষুনি সর্বশক্তি দিয়ে নেমে পড়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাদের কিভাবে সাহায্য করা যায়, তা স্থির করার জন্য দলমত নির্বিশেষে এক জায়গায় বসে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার, এমন কি এই বিধানসভার মধ্য থেকে এই দুর্যোগের মোকাবিলা করার জন্য সর্ব সম্মত একটা প্রস্তাব নিয়ে, তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক্ষুনি পাঠানো দরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কি সাহায্য পাওয়া যাবে এবং রাজ্য সরকার কি সাহায্য দেবেন, তার সব কিছু মিলিয়ে একসঙ্গে বন্যা দুর্গতদের পাশে এসে দাঁড়ানো যায়, তার ব্যবস্থা আমাদের এক্ষুনি করতে হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— স্যার, মাননীয় সদস্য যে বিষয়ে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কেন না, গতকাল রাত্রি থেকে আকাশ থেকে বৃষ্টি নেমে এসেছে, তাতে রাজ্যের অন্যান্য অংশের মত আমার বিলোনীয়াতেও অনেক এলাকাতে বন্যার জল ঢুকে গিয়ে জমির ফসল এবং লোকজনের

বাড়ী ঘরের প্রভূত ক্ষতি ঘটিয়েছে। এই অবস্থায় এই হাউসে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি আছি, আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারি না, জনগণের জন্য আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। তাই, আমরাও রাজ্যের এই অবস্থাটা বিচার বিবেচনা করার জন্য হাউসের কাছে আবেদন রাখছি। আমরা দেখছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই মুহূর্তে রাজ্যে নেই, উনি দিল্লী গেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী বিশেষ করে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং আমাদের বিশ্বাস যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কেও প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীদের অবগত করাবেন এবং রাজ্যের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় সাহায্যের দাবী জানাবেন কাজেই দলমত নির্বিশেষে এই হাউসেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হউক যে বন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের উদ্ধার এবং তাদের কিভাবে খাদ্য সরবরাহ করা হবে, রাস্তাঘাটই বা কি ভাবে সচল রাখা যাবে, ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ডিষ্ট্রিক লেভেল অথবা সাব ডিভিশন লেভেলের অফিসারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ফিরে আসার পর, আর কি কি ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার, সেটা পর্য্যালোচনা করে দেখা যাবে

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের মধ্যে সমতল এলাকায় বন্যার যে ধ্বংসলীলা চলছে, সেটার কিভাবে মোকাবিলা করা যায়, তার সম্পর্কে যে আলোচনা চলছে, তার সংগে আমিও একমত। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এমন কতগুলি দুর্গম অঞ্চল আছে, যেখানে রাস্তাঘাট নেই, সেখান থেকে খবর নিয়ে আসা বা খবর নিয়ে যাওয়ারও সেই রকম কোন ব্যবস্থা নেই। কেননা, সেই সব অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই দুই দিকে টিলা মাঝখান দিয়ে ছড়া বয়ে চলেছে, সেই ছড়াতেও বৃষ্টির জল ফুলে ফেঁপে পার্শ্ববর্তী এলাকার ফসলের জমি নষ্ট করছে এবং লোকজনের বাড়ী ঘরের ক্ষতি করছে।

সেখানে খবর নেওয়া এবং পাঠানোর মত লোক পাওয়া যায় না। কারণ তিন দিকে পাহাড় একদিকে ছড়া, পাহাড়ের ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় হেলিকপ্টার দিয়ে খাদ্য পাঠানো যায় কিনা সেই ব্যাপারে সরকারের চিন্তা ভাবনা করা উচিত। খোঁজখবর নিয়ে সেখানে যাতে অবিলম্বে খাদ্য পাঠানোর জন্য আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করছি।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :– মাননীয় স্পীকার স্যার, রেডিওতে শুনার পর বুঝতে পারলাম সারা রাজ্যে ভয়াবহ বন্যা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরার অবস্থা খারাপ। ধর্মনগর, কৈলাসহর, কমলপুর এবং কাঞ্চনপুর এই সমস্ত এলাকার মানুষের বাড়ী ঘর ভেসে নিয়ে যাচ্ছে জুরিয়া এলাকায় ব্যাপক ধ্বস নেমেছে, এখন রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ধামছড়া কাঞ্চনপুরের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ধর্মনগর কৈলাসহরের রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। ত্রাণ কার্যের জন্য বিভিন্ন জায়গায় কনট্রোল রুম খোলা হয়েছে কাজেই আমি প্রস্তাব করছি যে এই বিধানসভা থেকে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হউক যে এই ভয়াবহ বন্যায় ত্রিপুরাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করার জন্য।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) : স্যার, সারা ত্রিপুরা আবার ব্যাপক বন্যার কবলে পড়েছে। ধর্মনগরের সংগে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধর্মনগরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদেরকে এখান থেকে চলে গিয়ে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে বললেও আমরা যেতে পারব না। গত বন্যায় ধর্মনগরে তিনজন মারা গিয়েছিল। বন্যায় যাতে কোন লোক মারা না যায় সেজন্য অবশ্যই সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। বন্যায় যারা আটকা পড়েছে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য এখনই আধা সামরিক বাহিনী পাঠানোর জন্য আমি এই হাউসে আবেদন রাখছি। এই ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাঠানোর জন্য আমি আবেদন রাখছি।

শ্রীপবিত্র কর : – স্যার আমি প্রথমে বলেছিলাম। এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য অমল বাবুও একই বক্তব্য এনেছেন। এখানে বিরোধী দলের সিনিয়র সদস্য সমীর বাবু আছেন। আমি আপনার মাধ্যমে বলছি, এই সভা একমত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের এই বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর আবেদন করুন। আমরা দেখেছি, কেন্দ্রীয় সরকার হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবে জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ পাঠিয়েছেন। সেই হিসাবে আপনি এখানে প্রস্তাব আনতে পারেন কিনা সেটা দেখুন। আমাদের ইমিডেয়েটলি এ কাজ করা উচিত। দরকার হলে, এই বিধানসভা এডজোর্ন করে দলমত নির্বিশেষে সবাইর সাহায্যের প্রয়ো-

জন কাজেই এখানে সর্ব্ব সম্মত ভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমার আলোচনা আমি শেষ করলাম।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এটা দুর্ভাগ্যের। তবে, একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কোন কোন মহলের একটি অংশ থেকে রাজনৈতিক মুনাফা লাভের চেষ্টা চলছে। কেন আমি একথা বলছি বলার কারণ হচ্ছে, আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নি। দৈব দুর্বিপাকের জন্য উনি আসতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলাপ করে মোটামুটি খুশী হয়েছেন, এবং বন্যার কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এবং প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন। ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখান থেকে যাবার আগে কেন্দ্র থেকে স্টাডি টীম ত্রিপুরার ঘুরে গেছে বলে বলেছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী সমরবাবুর কাছে জানতে পেরেছি রাজ্য সরকারের কাজে তাঁরা খুশী হয়েছেন। তাঁরা বলে গেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলবেন, এবং প্রয়োজনীয় সহায্যের জন্য আবেদন করবেন। রাজ্যের বন্যার যে পরিস্থিতি ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধু বলেছেন, এখানে প্যারা মিলিটারী এবং আসাম রাইফেলস্ বাহিনী নামানোর কথা। স্যার, কালবিলম্ব না করে আমি মাননীয় মন্ত্রী সমরবাবুকে বলব, আসাম রাইফেলস্ বাহিনী এবং প্যারা মিলিটারী বাহিনীকে এখনই নামান উচিত। কারণ আমরা আবহাওয়ার যে রিপোর্ট পেয়েছি, তাতে জানতে পারছি, আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টা আবহাওয়া এইরকমই থাকবে। জনজীবন বিপন্ন এটা আমাদের দেখতে হবে। স্যার, মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী হাউসে উপস্থিত নেই। উনার কাছে আমার আবেদন, বন্যার পরই দেখা দেবে, আন্ত্রিক, টাইফয়েড এবং কলেরা প্রভৃতি রোগ। কাজেই, এখন থেকে ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতি আরো মারাত্মক আকার ধারণ করবে। কাজে কাজেই সিনিয়র মিনিস্টার সমরবাবুকে বলব, তাড়াতাড়ি প্যারা মিলিটারী পাঠানোর জন্য ব্যবস্থা করুন। দরকার হলে হাউস এখন এডজোর্ন করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ অফিসারদের নিয়ে আলোচনায় বসুন। ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। একটা জিনিষ হয়তো উনাদের কলেজে নেই যে ত্রানই

সামগ্রী বিলি বণ্টন নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে দলবাজীর খবর আমরা পাচ্ছি। সেই দিকে একটু নজর দেওয়া উচিৎ। বিরোধী দল হিসাবে আমি এই টুকু আশ্বাস এখানে দিতে পারি যে আমরা আপনাদের সাথে সহযোগীতা করব। ইতিমধ্যে এয়ারপোর্টে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল তিনি সন্তোষ বাবুর এক চিঠি দিয়েছেন। আমি যতটুকু জানি সন্তোষ বাবু আমাকে বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রীর সাথে তিনি এই ব্যাপারে কথা বলেছেন। আমরা খুব আশাবদী যে কেন্দ্রীয় সাহায্য পাব। যেহেতু কেন্দ্রে আমাদের এবং সেটা ফলপ্রসু হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ টি ভি, পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মোটামুটি খুশী হয়েছেন। বিরোধী দল হিসাবে আমরা আরও কিছুদিন দেখি, আমরাও পিছিয়ে থাকব না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও আমরা যাব। ট্রেজারী বেঞ্চ যদি চান, তাহলে রাজ্যের এই পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলব, কেন্দ্রের বিভিন্ন মন্ত্রীদের সাথে কথা বলব। আমি এখানে মাননীয় সিনিয়ার মন্ত্রী সমর বাবু আছেন, উনাকে অনুরোধ করব পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ, এই পরিস্থিতিতে এক্ষুনিই আমাদের প্যারা মিলিটারী ফোর্স পাঠানো উচিৎ। মাননীয় স্পীকার যদি রাজী থাকেন তাহলে হাউসে এক্ষুনি এডজার্ন করে দিয়ে আসাম রাইফেলের সাথে কথা বলার জন্য আমরা যেতে পারি। তারা যাতে দ্রুত কাজ শুরু করতে পারে, কারণ তাদেরও সময় লাগবে যাবতীয় জিনিষপত্র যোগাড় সারা রাজ্যে যেখানে বন্যা হয়েছে, সেখানে যেতে। স্যার, আমি এইটুকু এ্যাসুরেন্স দিতে পারি যে বিরোধী দল হিসাবে আমরাও পিছিয়ে থাকব না, আমরা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য উনার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গিয়ে রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি আমরা জানাব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় এনেছেন, সে প্রস্তাবটি সম্পর্কে আজকে হাউস থেকে একমত হয়ে একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠাতে চাই যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে দ্রুত ত্রান সামগ্রী পাঠান। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ মহোদয় স্পেসিফিক কিছু বলেন নি। আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের নিকট অনুরোধ করছি যাতে এখানে আমরা একটা সর্বসম্মত স্পেসিফিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতারবাড়ী) :— মিঃ স্পীকার স্যা'র, এখানে অনেক মাননীয় সদস্য মহোদয়েরই এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য আজকে বন্যার কবলে পড়েছে। এবং একটা সর্বসম্মত প্রস্তাবও উৎথাপিত হয়েছে যে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চেয়ে পাঠানোর জন্য। এখানে সিনিয়ার মেম্বার শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ মহোদয় যে প্রস্তাব করেছেন তার সঙ্গে আমি একটা জায়গা পরিস্কার করতে চাই। তিনি এখানে বারবার বলেছেন যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পত্রিকায় যে স্টেটমেন্ট দিয়েছেন তাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আমি যেটা বলতে চাই যে বিগত তিনটি বন্যা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যকে এক সাথে গ্রাস করতে পারেনি —কখনও উত্তর ত্রিপুরায় বন্যা হয়েছে, কখনও দক্ষিণ ত্রিপুরায় বন্যা হয়েছে বিগত বন্যা গুলির জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ভয়াবহ পরিস্থি চলছে। আবার ৪র্থ বার ত্রিপুরা রাজ্যের উপর প্রাকৃতিক আক্রমণ হলো।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটা আচমকা আক্রমনের মুখ আমাদের রাজ্যের মানুষকে পড়তে হয়েছে। সেই সম্পর্কে যে প্রস্তাব অনেক সদস্য এনেছেন, আমি বিরোধী দলের সদস্যদের অনুরোধ করতে চাই এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী হয়তো বলেছেন সাহায্য করবেন কিন্তু এই পরিস্থিতি নুতন করে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। সে দিক থেকে আমরা বিধানসভা থেকে সর্ব্ব সম্মতি প্রস্তাব আমাদের সাহায্যার্থে যদি পাঠাই তাহলে ত্রিপুরা রাজের মানুষ খুশী হবে এবং উপকৃত হবে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব নুতন করে টিম পাঠানোর জন্য আগে যারা এসেছিলেন তাঁরা পুরানো ঘটনা দেখেছেন। সে জন্য সর্ব সম্মত প্রস্তাব পাঠানো উচিত বলে আমি মনে করি। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি এর সঙ্গে একমত পোষণ করবেন এবং যেখানে সর্ব সম্মত প্রস্তাব মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে যাহাতে পাঠানো যায় সেই ব্যবস্থা যেন করা হয় এই অনুরোধ আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, সারা রাজ্য থেকে যে খবর এসে পৌঁছাচ্ছে ক্রমে ক্রমে এটা অন্তত: উদ্বেগজনক। এখানে মাননীয় সরকার পক্ষ কি বিরোধী পক্ষ এবং মন্ত্রীরা বিভিন্ন জায়গায় এর মধ্যে ঘুরে এসেছেন দেখেছেন, খবরাখবর নিয়েছেন তাতে সমস্যা খুব গভীর এবং উদ্বেগজনক অবস্থা। আগে যে সব বন্যা ইত্যাদি হয়েছে রাজ্যের এক একটা অংশ নিয়ে বন্যা আক্রান্ত হয়েছিল। গতকাল থেকে যে বৃষ্টি হচ্ছে তাতে গোটা ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে একটা সাব ডিভিশ্যানও বাদ নেই যা খবর সংগ্রহ করা গেছে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তায় এখন পর্যন্ত যে খবরাখবর এসেছে তাতে বিলোনীয়া বনকর ঘাটের যে ব্রীজটা আছে সেটা প্রায় ওয়াসড আউট হওয়ার মুখে। অমরপুর সাব ডিভিশনের রামভদ্রের যে ব্রীজ আছে সেটাও ওয়াসড আউট হয়ে গেছে, রাস্তায় রাস্তায় বিরাট ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। নর্থ ত্রিপুরায় পেচারথলে কোমরের উপরে জল এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। অমরপুরে আরও যা আছে সেই সব জায়গায় ব্রিজগুলি যায় যায় অবস্থার মধ্যে এসেছে। অমরপুরে সংযোগ কারী মহারানীর কাছে যে ব্রিজ সেটারও এই অবস্থা হয়েছে। আগরতলা শহরের চার দিকের অবস্থা খুব খারাপ বন্যার যা খবর এখন পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে আরও দীর্ঘক্ষণ সময় পর্য্যন্ত, আগামীকাল পর্য্যন্ত এই রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলতে পারে। কাটাখালের বাদ খুব সংকট জনক অবস্থায় এসেছে সে জন্য সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থার মধ্যে নিয়েছেন। এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে মানুষ যখন বিপন্ন চারদিকে সরকারের এখন যা দরকার আরও সাহার্য্য দরকার, উভয় পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, আমি একটা প্রস্তাব রাখব আপনাদের কাছে যে, আমরা একটা ক্যাম্প মেনেজ জানিয়ে রাজ্যের সর্ব শেষ পরিস্থিতি ইত্যাদি জানিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহার্য্যের জন্য আবেদন করব। অন্য দিকে আমাদের যে সোর্সেস আছে গভর্ণমেন্ট লেভেলে সেগুলি করব, ভলেনটিয়ার অরগানাইজেশ্যান যা আছে তাদের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে সমস্ত অরগানাইজেশ্যান যাতে মানুষের ত্রাণ কার্যে সাহায্য করেন। স্বাস্থ্য দপ্তরকে সকাল বেলাতেই পরিস্থিতি বুঝে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মেডিক্যাল টিম ইত্যাদি তৈরী করে সব ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করে রাখবার জন্য যাতে কোন অসুবিধা ইত্যাদি সৃষ্টি না হয়।

আমরা প্যারা মিলিটারী ফোর্সে তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করবার ব্যবস্থা করেছি তাদেরও রেডী থাকবার জন্য। আমরা আবেদন করবো জলের যে পরিস্থিতি তাতে আরও বোটের দরকার হবে। বিভিন্ন জায়গায় মানুষ আটক পড়ে আছে। এইরকম অবস্থার মধ্যে আমি মনে করছি, আমরা যারা জন প্রতিনিধিরা আছি, সব জায়গায় পৌঁছানো যাবে না। কিন্তু যতটা মানুষের পাশাপাশি মানুষের পাশাপাশি দাঁড়ানো যায়, মানুষ মনোবল পাবেন এবং সরকারী দপ্তরকে সচল রাখার জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ইত্যাদির দরকার। সেই কারণে আমি এটা মনে করি আমাদের আজকের দিনে যে বিজনেস্ বাকী আছে সেগুলিকে আপাততঃ বন্ধ রেখে এই হাউসে অ্যাডজোন করে অন্ততঃ দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াবার জন্য সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি একটা প্রস্তাব এখানে রাখছি সঙ্গে সঙ্গে এখানে বলতে চাইছি আজকে বিজনেসের মধ্যে যেসব কলিং অ্যাটেনশান, রেফারেন্স আছে সেগুলি লে করে দিয়ে এবং যে বিল আছে ডিস্কশানের জন্য এইটা কালকের মধ্যে রেখে সেগুলি করা যাবে। এই অবস্থায় সর্বাগ্রে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার, যেহেতু জনগণ আমাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন তাদের এই দুর্যোগের সময়েতে পুরো শক্তি নিয়ে তাদের কাছে যাওয়া। সকল অংশের মানুষের কাছে আমার আবেদন থাকবে আমাদের পক্ষ থেকে, সরকারের পক্ষ থেকে এখন কোন রকমের যাতে বাছ বিচার না হয়। দুর্গত মানুষ যারা তাদের কোন রং নেই। অভাবগ্রস্ত মানুষ ক্ষুধার কাছে যেমন রং থাকেনা, যখন বিপদ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে কোন রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে না। সেই সমস্ত অংশের মানুষকে যতটুকু আমাদের সামর্থ্য আছে, সেই সামর্থ্য নিয়ে যত সীমিতই হোক তাকে নিয়ে মানুষের কল্যাণে আমরা সকলে যেতে পারি, অংশগ্রহন করতে পারি, তার জন্য আপনাদের কাছে আমার এই প্রস্তাব থাকবে যে আজকের বাকী সময়ের জন্য হাউসকে অ্যাডজোন করে আমাদের সেই সুযোগ করে দেওয়া হোক। কালকে আবার ১১টা থেকে হাউস চলতে পারে। সুতরাং আজকের জন্য এই হাউস অ্যাডজোর্ন করে দিয়ে আমরা যাতে মানুষের কাছে যেতে পারি সেই সুযোগটা করে দেবার জন্য ব্যবস্থা করুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের এই সমস্ত উদ্বেগ প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে বাকী যেসমস্ত বিজনেস্ স্পেশিয়ালি কলিং অ্যাটেনশান,

রেফারেন্স আছে সেগুলি লে করবেন আপনারা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা (ANNEXURES —"C" & "D") এবং আজকের যেসমস্ত গর্ভমেন্ট বিজনেস, বিজনেস, আছে সেগুলি কাকে অটোমেটিক ডেফার হবে রল্‌স অব প্রসিডিউর অনুযায়ী। এখন যে প্রস্তাব করেছেন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী, এই হাউসে অ্যাডজোর্ন করার ব্যাপারে আশা করি হাউস মত দেবেন। আমি এখান থেকে অ্যাপীল করছি সমস্ত রাস্তার কমিউনিকেশান রাজ্যের প্রথম যেটা দরকার কে কোথায় আছে তার কমিউনিকেশন যাতে দ্রুততর রেষ্টোর করা যায় এবং ফুড রেশন, হেলিকপ্টার ড্রপিং যেখানে ষ্ট্রেণ্ডেড পিওপল আছে সেখানে যাতে হেলিকাপ্টার ড্রপিং —এর ব্যাপারে একজন সদস্য বিদ্যা দেববর্মা প্রস্তাব এনেছেন এইটা খুবই প্রয়োজনীয়। রাস্তার আশেপাশের, এস, ডি, ও অফিসের কাছে তাদের কাছে সাহায্য যাওয়ার সুযোগ থাকে আর যারা দূরে তাদের কাছে খুব কম সুযোগ থাকে এবং বিশেষ করে সেখানে নৌকা দিয়ে সংযোগ স্থাপন করা হয়। বেবীফুড, মেডিসিন কেনারেলি দেওয়া হয় না এই ফ্লাডের সময়ে। বিশেষ করে বেবীফুড দেওয়ার জন্য অন্যান্য রেশনের সাথে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। রাস্তা যেখানে অলরেডী ব্লক, কমিউনিকেশান সমস্ত কাট আপ হয়ে গেছে এইসমস্তগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করা এবং প্যারা মিলিটারী, মিলিটারী নামানো এই সমস্ত প্রস্তাব যারা এনেছেন এইটার সঙ্গে আমিও একমত পোষন করছি অ্যানটায়ার হাউসের সাথে এবং মানুষের সাথে কেটের, পশুপাখী এই সমস্তরা আজকে বিপন্নাপন্ন সেখানে যাতে ফোডার ইত্যাদি রেশনের সাথে যায় এই সমস্ত চেষ্টা করার জন্য এনটায়ার মিনিষ্ট্রি এনটায়ার হাউস দলমত নির্বিশেষে কে কংগ্রেস, কে কমিউনিষ্ট, কে টি, ইউ, জে, এস, কে মকশাল এইটা কোন প্রশ্ন না। যেখানে অল ত্রিপুরা বিপন্ন সেখানে এইরকম কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। যুদ্ধকালীন তৎপরতা নিয়ে অ্যানটায়ার হাউস আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে কমিউনিকেশান যাতে সেট-আপ করতে পারে সমস্ত এলাকার অ্যামটায়র মেশিনারীকে আরও রিঅ্যাকটিভেইট করা এই আশা রেখে আজকের মত হাউস।......

শ্রীসমীর রঞ্জণ বর্ম্মণ :— স্যার আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম যদিও আপনি সবটাই কাভার করেছেন। এই নিয়ে তৃতীয়বার বন্যা হলো আমি কঠোর দোষ দিচ্ছিনা।

এটা কি কর্মচারী, কি গ্রামীন রাজনীতিবিদ বন্যার ত্রান সামগ্রী বিলিবন্টন নিয়ে যথেষ্ট দলবাজি হচ্ছে। সেদিকে যাতে প্রশাসন একটু লক্ষ্য রাখেন তারজন্য আমি বলছি।

মি: স্পীকার : — এটা ত অলরেডি বলা হয়েছে। আর ত রিপিটেশানের প্রশ্ন আসে না। কাজেই অ্যানটারার সিচুয়েশানের প্রেক্ষিত কনসিডারেশনে রেখে এই হাউস আগামী ২২শে জুলাই বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURES —"A"

Admitted Question No. 118

Name of M. L. A. : — Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state : —

১) রাজ্যে গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা কত,

২) বর্তমান বৎসরে নতুন কোন গ্রামীণ হাসপাতাল করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১) রাজ্যে বর্তমানে গ্রামীণ হাসপাতালের সংখ্যা ১০টি।

২) আছে। স্থান নির্বাচনাধীন।

Admitted Starred Question No. 122 asked by Shri Makhanlal Chakraborty, M. L. A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state :—

১) রাজ্যে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, এবং

২) রাজ্যের দুর্গম অঞ্চল গুলিতে মজুত ভাণ্ডারের জন্য খাদ্য গোদাম আছে কি? না থাকিলে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

৩) খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরে একটি খাদ্য গোদাম নির্মাণের প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করিবেন কি? এবং

৪) এবং কল্যাণপুরকে আলাদা সার্কেল করে সেখানে যাতে ডিলারগণ, ডি, ও, জমা দিয়ে রেশন পাইতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিবেন কি?

ANSWERS

১) i] রাজ্যে ২৫,০০০ M. T. খাদ্য মজুদের জন্য খাদ্য নিগম কতৃপক্ষকে একটি খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্র খোলার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহা রাজ্যের নিত্য সরবরাহ এর তালিকা বহির্ভূত যোগান। ত্রিপুরার খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী দিল্লীতে কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রী এবং খাদ্য নিগম উপদেষ্টার সহিত মিলিত হয়ে রাজ্যের খাদ্য নিগমের একটি নিজস্ব খাদ্য গোদাম যাহাতে ২৫,০০০ M. T. যোগান দেওয়ার সম্ভব সেইরূপ একটি খাদ্য গোদাম জরুরী ভিত্তিক গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ করেন।

ii] স্থলপথে আসাম থেকে ত্রিপুরাতে জরুরী ভিত্তিক খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে,

iii] রাজ্য সরকার গৌহাটী খাদ্য নিগমের গোদাম থেকে স্বাভাবিক সরবরাহের অতিরিক্ত ১০০০ (এক হাজার) M. T. চাউল তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

vi] রাজ্যে খাদ্য সরবরাহ ত্বরান্বিত করার জন্য খাদ্য নিগমকে রেলের খাদ্য কামরা যথাশীঘ্র খালাস, এবং

v] সরবরাহ ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে, খাদ্য নিগম কর্তৃপক্ষকে রাজ্যে খাদ্য সরবরাহের জন্য আরও অধিক খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অনুরোধ, অযথা বিলম্ব রোধ করিতে খাদ্য নিগমকে ত্রিপুরার জন্য উত্তর প্রদেশ থেকে চাউল আমদানীর ব্যাপারে সরাসরি মিটার গেজ লাইনে রেল কামরা বুক

করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

২) হ্যাঁ চাহিদার তোলনায় যথেষ্ট নয়। রাজ্যের খাদ্য মজুতের জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ৬ (ছয়) টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

৩) খোয়াই সাবডিভিশনের কল্যাণপুরে খাদ্য গোদাম তৈয়ীর ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা সরকারের বর্তমানে নাই।

৪) বর্তমানে সরকারের এমন কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Question No. 164 asked by Shri Umesh Ch. Nath, M.L.A

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১। এবারের সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় রাজ্যের খাদ্য গোদাম গুলিতে জল উঠে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার বিবরণ ?

২। সেই সময়ে বন্যায় কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য গোদাম গুলির কোন ক্ষতি সাধন হয়েছে কিনা রাজ্য সরকার তা অবগত আছেন কি না ?

ANSWERS

১। সাম্প্রতিক প্রবল বর্ষণ ও বন্যার জলে খাদ্য গোদাম গুলিতে জল উঠে ৬২ M. T. ৭১৫ k.g. চাউল এবং ৬০ M.T. ৯০০ k g. চিনি নষ্ট হয়েছে।

২। F.C.I. গোদাম গুলিতেও বন্যার জলে ১০১ M.T. ৯৩ k g. চাউল এবং ২২৫ M T. ৭২০ k g চিনি নষ্ট হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 171
Name of M.L.A. Shri Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে মোট কয়টি ডিসপেন্সারী আছে ?

২। সব কয়টিতে M B.B S. ডাক্তার আছে কি ?

A N S W E R

১। রাজ্যে ৪৭৩ টি একক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। এছাড়াও ৬২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং গ্রামীণ হাসপাতাল এর সাথে আছে। বর্তমানে ডিস্‌পেনসারী সংজ্ঞাটি ব্যবহার হয় না। ঐ স্থলে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়।

২। নাই। মোট ৭১টিতে ডাক্তার আছে।

Admitted Starred Question No. 182.

Name of MLA :— Sri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Appointment and Services Department be pleased to state :—

1) Is it a fact that two posts of Deputy Secretary in the Law Department of the Govt. are lying vacant for a long time ?

2) If so, why these post could not be filled up as yet ?

A N S W E R

Reply to Question No. 1 :- Yes

Reply to Question No. 2 :— 1 (one) post of Dy. L. R. & Deputy Secretary which had been lying vacant has been filled up. Another post of Dy. L. C, & Deputy Secretary is still vacant.

Admitted Starred Question No. 189

Name of the Member SRI SUBAL RUDRA, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মোট রেজিস্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা কত;

২) রেজিস্ট্রীকৃত বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে মোট রেজিস্ট্রীকৃত বেকারের সংখ্যা ২, ০৭ ৯৮৫ জন।
(৩০-৬-৯৩ পর্যান্ত)

২) রেজিস্ট্রীকৃত বেকারদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, যেমন জনশক্তি ও পরিকল্পনা দপ্তরের অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিযুক্তির জন্য যে সব পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাহার জন্য Pre-coaching class করার ব্যবস্থা এবং তপশিলী জাতি ও উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে Type Writing ও Stenographer ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। তাহা ছাড়া সরকারের অন্যান্য দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে নিম্নলিখিত কর্মসূচীও চালু আছে।

১) Self Employment Programme
২) Self Employment for Educated Unempleyed fouth.
৩) Training for Rural youth for Self Employment.
৪) I, R, D. P.
৫) S,R,E.P/N.R.E.P

Admitted Starred Question No. 193

Name of Member Shri Sahid Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries

Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা ক্ষুদ্র শিল্প নিগমের নিজস্ব অফিস বাড়ীর জন্য একটি বাড়ী ক্রয় করা হয়েছে ?

২) যদি ক্রয় করা হইয়া থাকে তবে তার জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং সরকারের সমস্ত রকম নিয়মকানুন মেনে ক্রয় করা হয়েছে কি না ?

ANSWER

১) হ্যাঁ;

২) বাড়ীটি ক্রয় করিতে মোট ১৬,০২,৫০৯ (ষোল লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত নয়) টাকা খরচ হইয়াছে তন্মধ্যে বাড়ী ও জায়গার মূল্য ১৫,০০,০০০ (পনেরো) লক্ষ টাকা এবং রেজিষ্ট্রেশন খরচ ১,০২,৫০৯, (এক লক্ষ দুই হাজার পাঁচশত নয়, টাকা।

বাড়ীটি ক্রয় করিবার সময় শিল্প দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সকল প্রকার প্রচলিত প্রথা এবং নিয়ম কানুন মানা হইয়াছে কিনা বর্তমানে তা বিশদভাবে খতিয়ে দেখা হইতেছে। এই মর্মে বোর্ডের ১০০ তম বৈঠকে সরকারকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Assembly Question No. 195
Name of The Member : Shri Subal Rudra, MLA:

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে কোটা বাজারে সরকারী চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক অনিয়ম ধরা পড়েছে ;

২) যদি সত্য হয় তবে এই সমস্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন ?

Minister-in-charge of The Manpower And
Employment Department : Shri Baidyanath Majumder.

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

Admitted Question No:—197

Name of M. L. A. Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state ;—

১) মহকুমা হাসপাতালগুলিতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানো সহ হাসপাতালের পরিধি বৃদ্ধি করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে,

২) এরূপ কোন পরিকল্পনা না থাকলে এই সম্পর্কে সরকার কি চিন্তাভাবনা করছেন ?

ANSWER

১) আছে।

২) প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED QUESTION NO. 199

NAME OF M. L. A. Shri Sahid Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state : –

১) মহনগর প্রাথমিক হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২) যদি থেকে থাকে কবে নাগাদ এই কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১ ও ২) আছে। তবে উহা বর্তমান আর্থিক সংগতির পরিপ্রেক্ষিতে পুন বিবেচনাধীন রয়েছে।

Admitted Question No. 204

Name of M. L. A. -- Shri Hasmai Reang

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) সারা ত্রিপুরায় গত জোট সরকারের আমলে আন্ত্রিক কলেরায় কতজন লোক মারা গিয়াছেন।

২) যাহারা মারা গিয়াছেন তাহাদের পরিবারবর্গকে কোন টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছিল কিনা, এবং যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে কত টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে,

৩) যদি সাহায্য না দিয়ে থাকেন তার কারণ ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department

Name of the Minister : Shri Keshab Majumder

১) সারা ত্রিপুরায় গত জোট সরকারের আমলে আন্ত্রিকে মোট ৩৬১ জন মারা গিয়াছেন।

২) স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মৃতের পরিবারবর্গকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন সংস্থান নাই।

৩) প্রশ্ন আসে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No. 23

Name of MLA :- Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Appointment and Services Department be pleased to state-

১) রাজ্যে বর্তমানে কোন্ কোন্ দপ্তরে কতটি শূন্য পদ রয়েছে,
২) উক্ত শূন্য পদগুলির মধ্যে কতটি এস, টি, কতটি এস, সি এবং কতটি সাধারণ পদ রয়েছে এবং
৩) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে কতটি শূন্য পদে নিয়োগ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Question No. 33

Name of M. L. A :-
1) Shri Rati Mohan Jamatia
2) Shri Umesh Ch. Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :-

১) রাজ্যে মোট কয়টি হাসপাতাল, কয়টি গ্রামীন হাসপাতাল, কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে ও কোথায় কোথায় ?
২) বর্তমান আর্থিক বছর নতুন হাসপাতাল, গ্রামীন হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি, এবং
৩) যদি থাকে কোথায় কোথায় ?
৪) না থাকিলে তার কারন ?
৫) ধর্মনগরের "লক্ষনগর" ডিস্পেনসারীটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে।

ANSWER

১) রাজ্যে মোট ৩টি State Hospital. ২টি জেলা হাসপাতাল, ৮টি মহকুমা হাস-

পাতাল, ১০টি গ্রামীন হাসপাতাল, ৫২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ৪৭৩টি একক উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। এছাড়াও ৩২টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও গ্রামীন হাসপাতালের সাথে রয়েছে। পশ্চিম জেলার হাপানিয়াতে ১টি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগ চালু করা হয়েছে। স্থানগুলির নাম পৃথক সারনিতে দেওয়া হইল।

২) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে পশ্চিম জেলা হাসপাতালে অন্তর্বিভাগ চালু, ৩টি গ্রামীন হাসপাতাল, ১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। নুতন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র না খোলার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশ থাকার কোন নূতন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি।

৩) স্থানগুলি নির্বাচনাধীন।

৪) প্রশ্ন আসে না।

৫) ধর্মনগরের লক্ষীনগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বহুদিন থেকেই চালু আছে। সম্প্রতি বর্ষায় উক্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সামনে ও পার্শ্বে কিছু জঙ্গল গজিয়ে উঠেছিল। সেগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে।

POSITION OF STATE HOSPITALS, DISTRICT HOSPITALS & SUB-DIVISIONAL HOSPITALS

Name of Sub-Division	State Hospital	District Hospital	Sub-Divisional Hospital
Sadar	G.B. Hospital I.G.M. Hospital Cancer hospital	Dr. B.R. Ahmedkar Memorial hospital	—
Sonamura	—	—	Melaghar hospital
Khowai	—	—	Khowai hospital
Udaipur	—	Tripura Sundari Hospital	—
Amarpur	—	—	Amarpur hospital
Belonia	—	—	Belonia hospital
Sabroom	—	—	Sabroom hospital
Gandacherra	—	—	Gandacherra hospital
Kamalpur	—	—	Kamalpur hospital
Dharmanagar	—	—	Dharmanagar hospital
Kailasahar	—	Rajiv Gandhi Memorial hospital	—

POSITION OF RURAL HOSPITALS, PRIMARY HEALTH CENTRES AND SUB-CENTRES (AS ON 20-7-1993)

Name of Block	Rural Hosps.	P H.C.	Sub-Centres	Area	Gaon Sabha
Agartala Munici-pality area.			1. Abhoynagar		
			2. Jagaharimura		
			3. Dhaleswar		
			4. Bhati Abh·ynagar		
			5. Golchakkar		
			6. Unnayan Sangha		
Jirania	Jirania		1. Jirania	SP	Bankimnagar
			2. Mandai	SP	Mandainagar
			3. Ranirbazar	GEN	Ranirbazar
			4. Old Agartala	GEN	Uttar Champamura
			5. Sachindranagar Colony	SCP	East Barjala
			6. G·rupada Colony	SP	Janmejoynagar
			7. R. K. Nagar	SP	R. K. Nagar
			8. Champaknagar	SP	Champaknagar
			9. Purba Noagaon	SP	Purba Noagaon
			10. Brajanagar	SP	North Majlishpur
			11. Kobrakamar	SP	Dinabandhunagar
			12. Kashipur	GEN	Khayerpur
			13. Rajchantaipara	SP	Ramchandranagar
			14. Bhrigudasbari	SP	Bhrigudasbari
			15. Boraka	SP	Boraka
			16. Mekhlipara (Belmura	SP	Mechlipara

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C	Sub-centres	Area	Gaon Sabha
Jirania	Jirania		17. Golakthakurpara	SP	Laxmipur
			18. Dasharambari	SP	Radhamohanpur
			19. Patnipara	SP	Patnipara
			20. Ashighar	SP	Ashighar
			21. Madhabbari	SCP	Madhabbari
			22. Uttar Joynagar	SP	Uttar Joynagar
			23. West Noabadi	SCP	West Noabadi
			24. Bridhanagar	GEN	Bridhanagar
			25. Belbari	SP	Belbari
			26. Pachim Barjala	SP	Pachim Barjala
			27. Joynagar	SCP	Joynagar
			28. Durganagar		Durganagar
			29. Purba Debendranagar	SP	R. K. Nagar
			30. Champabari	SP	Champabari
			31. Jiraniakhola		Jiraniakhola
			32. Radhapur	SP	Radhapur
			33. Dinakobra	SP	Dinakobra
			34. Wakhinagar	SP	Wakhinagar
Mohanpur		1. Mohanpur	1. Mohanpur	GEN	Taranagar
		2. Narshingarh	2. Narsingarh	GEN	Narsingarh
		3. Katlamara	3. Katlamara	SP	Meglibond
		4. Chacubazar	4. Chacubazar	SP	Chandrapur
			5. Airport	GEN	Singgerbill
			6. Ishanpur	GEN	Ishanpur
			7. Gandhigram	GEN	Gandhigram
			8. Durjoynagar	CEN	Barjala

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-Centres	Area	Gaon Sabha
Mohanpur (Contd)			9. Simacherra	SP	Purba Sima
			10. Nripendranagar	SP	North Budjungnagar
			11 Laxmipara	GEN	Lambuchera
			12. Tamakari	SP	Tamakari
			13. Lefunga	SP	Budjungnagar
			14. Hezamara	SP	Surendranagar
			15. Barakathal	SP	Barakathal
			16. Gamchakobara	SP	Budjungnagar
			17. Gopalnagar	GEN	Kalkalia
			18 Laxmilunga	SP	Laxmilunga
			19. Abhicharanbazar	SP	Uttar Debendra-nagar
			20. Mantala	GEN	Mantala
			21. Bamutia	SCP	Bamutia
			22 North Debendra-nagar (Tulabagan)	SP	North Debendra-nagar
			23. Shankhola	SP	Shankhola
			24. Sanmura	GEN	Lankamura:
			25. S. C. para	SP	Sarat Chowdhury para.
			26. Surmalunga	GEN	Lankamura
			27. Balurbon	SP	Balurbon
			28. Nandannagar	CEN	Indranagar

Name of Block	Rural Hospe.	P.H C.	Sub-centres	Area	Gaon sabha
Mohanpur (Contd.)			29. Taranagar	GEN	Taranagar
			30. Noagaon (Tairaj-bari)	GEN	Noagaon
			31. East Simna	SP	East Simna
			32. Maityabari	SP	Shankhola
			33. Bijoynagar	SCP	Bijoynagar
			34. Kalagacia	SCP	Kalacherra
			35. Fatikcherra	GEN	Fatikcherra
			36. Ichamura	GEN	Indranagar
			37. Rangacherra	GEN	Mohanpur
			38. Damdemua	SCP	Debendranagar
			39. Indhira Bikash Colony	SCP	satdubia
			40. South Rangutia	SCP	Bamutia
			41. Dugangi	SCP	Gandhigram
			42. Kambukchera	SP	Kambukcherra
			43. Nepalibosti		
Bishalgarh	1. Bishalgarh	1. Anandanagar	1. Bishalgarh	GEN	Bishalgarh
	2. Takarjala	2. Mohanpur	2. Takerjala	SP	Takerjala
		3. Bisramganj	3. Anandanagar	SCP	Anandanagar
			4. Madhupur	SCP	Madhupur
			5. Bisramganj	GNE	Bisramganj
			6. South Nehal-chandranagar	GEN	S. C. Nagar.

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-Centres	Area	Gaon Sabha
Bishalgarh (cont.)			7. Champamura	GEN	Champamura
			8. Charilam	GEN	North Charilam
			9. Ishanchandra-nagar	GEN	Ishanchandranagar
			10. Jogendranagar	GEN	Jogendranagar
			11. Madhubon	GEN	Madhubon
			12. Gakulnagar	GEN	Gakulnagar
			13. Arundhuti-nagar	GEN	Gajaria
			14. Amtali	GEN	Khas Madhupur
			15. Schoolpara	GEN	Arundhutinagar
			16. Jampuijala	SP	Jampuijala
			17. Debipur	GEN	Debipur
			18. Golaghati	SP	Golaghati
			19. Konabon	GEN	Konabon
			20. Jarulbachai	SP	Srinagar
			21. Purba Laxmibill	GEN	Laxmibill
			22. Durganagar	GEN	Krishnakishorenagar
			23. Nabinagar	GEN	Nabinagar
			24. Purathal Rajnagar	SCP	Purathal
			25. Nabasantiganj	SP	Mohanpur
			26. Warangbari	SP	Pathaliaghat

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C	Sub-centres	Area	Gaon Sabha
Bishalgarh (Contd.)			27. Kanchanmala	SP	Kanchanmala
			28. Sipahijala	SCP	Golaghati
			29. Pandabpur	SCP	Pandabpur
			30. Pratapgarh	SCP	Pratapgarh
			31. Gabordhi	GEN	Pravapur
			32. Surjamaninagar	GEN	Surjamaninagar
			33. Hermabari	SP	South Charilam
			34. Lalsingmura	GEN	Lalsingmura
			35. Amarendranagar	SP	Amarendranagar
			36. Nagichera	SP	Anandanagar
			37. Chandranagar	SP	Chandranagar
			38. Kendraicherra	SP	Kendraicherra
			39. Samkumbari	SP	Sankumbari
			40. Aralia	GEN	Aralia
			41. Gajaria	SCP	Gajaria
			42. Badharghat	GEN	Badharghat
			43. Bridhirbazar	SP	Sankumabari
			44. Madhya Ghaniamara	SC	Madhyaghaniamara
			45. Bikramnagar	GEN	Bikramnagar
			46. Rajlaxminagar	SCP	Rajlaxminagar
			47. Charipara	GEN	Charipara

Name of Block	Rural Hosps.	P.H C.	Sub-centres	Area	Gaon sabha
Bishalgarh (Contd)			48. Srinagar	GEN	Srinagar
			49. Pekuarijala	SP	Pekurarjala
			50. Ratanpur	SP	Ratanpur
			51. Padmanagar	SP	Padmanagar
			52. Latiachara	SP	Latiacherra
			53. Swarnamayee	SP	Krishnakishorenagar
			54. Kayadepha		Kayadepha
			55. Jangalia		Jangalia
			56. Ghaniamara		Ghaniamara
			57. Pramodenagar		Pramodenagar
			58. South Charilam (SCP)	SCP	South Charilam
			59. Gopinagar	SP	Gopinagar
			60. Bangsibari		Bangsibari
Melaghar	1. Sonamura	1. Boxanagar	1. Sonamura	GEN	Boxanagar
		2. Kathalia	2: Boxanagar	GEN	Boxanagar
		3 Matinagar	3. Kathalia	GEN	Maheshpur
		4. Kamalnagar	4. Matinagar	GEN	Matinagar
			5. Kamalnagar	GEN	Kamalnagar
			6. Dhanpur	GEN	Dhanpur
			7. Microshapara	SP	Jagatrampur
			8. Taksapara	SP	Taksapara
			9. Taibandal	SP	Taibandal

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C	Sub-centres	Area	Gaon Sabha
Melaghar (Contd.)			10 Veluarchar	SCP	Veluarchar
			11. Shavanipur	GEN	Bhavanipur
			12. Nidaya	GEN	Nidaya
			13. Durlavnarayan	SCP	Durlavnarayan
			14 Manaipathar	SP	Manaipathar
			15 Urmai	GEN	Urmai
			16. Mohanbhog	SP	Mohanbhog
			17. Nalchar	GEN	East Nalchar
			18. Bashpukur	SCP	Bashpukur
			19. Kalikrishnanagar	SCP	Kalikrishnanagar
			20. Kalamcherra	SCP	Kalamcherra
			21. Anandanagar	GEN	Anandanagar
			22. Telkajala	GEN	Telkajala
			23. Thalibarl	SP	Jagatrampur
			24. Bardwal	GEN	Bardwal
			25. Rudijala	GEN	Rudijala
			26. Bagbasa	GEN	Bagbasa
			27. Laxmandepa	SCP	Laxmandepa
			28. Kemtali	SCP	Kemtali
			29. Rahimpur	GNN	Rahimpur
			30. Putia	GEN	Putia
			31. Kathalla	SCP	Kathalia
			32. Rabindranagar		Rabindranagar

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Melaghar (Contd.)			33. Begimara		Begimara
			34. Paharpur		Paharpur
			35. Nirvoypur		Nirvoypur
			36. Sonapur		Sonapur
			37. Kulubari		Kulubari
Khowai		1. Baijalbari	1. Baijalbari	SP	South Padmabill
		2. Rajnagar PH 1 (Gulashikar)	2. Rajnagar	SP	West Rajnagar
			3. Asharambari	SCP	Asharambari
			4. Gandabosti	SP	Paschim Bachaibari
			5. Ramchandraghat	SP	North R. C. Ghat
			6. Behalabari	SP	Behalabari
			7. Champahowar	SP	West Champahower
			8. Ratanpur	SP	Ratanpur
			9. West Laxmicherra	SP	West Laxmicherra
			10. Gopalnagar	SP	Purba Bachaibari
			11. Dhalabill	SP	Dhalabill
			12. Bagabill	SP	Bagabill
			13. Chebri	GEN	Paschim Chebri
			14. West Singicherra	GEN	West Singicherra
			15. Maidanbari	SP	Purba Champahower
			16. Bhati Maidan	SP	Turchingrambari
			17. Purba Ramchandra-ghat	SP	Purba R.C. ghat

Name of Block	Rural Hosps	P.H.C.	Sub-centres	Area	Gaon Sabha
Khowai (contd.)			18. Gournagar	SP	Gournagar
			19. East Ganki	GEN	East Ganki
			20. Sonatala	GEN	Sonatala
			21. East Singicherra	SCP	East Singicherra
			22. Gayamanibari	SP	Gayamani
			23. Belcherra	SP	Belcherra
			24. Banbazar	SCP	Banbazar
			25. Durgapur (Santinagar)		Durgapur
			26. Maraicherra	SP	Maraicherra
			27. Samatal padmabill	SP	Samatal padmabill
			28. Paharmura	SCP	Paharmura
			29. Jambura		Jambura
			30. South padmabill	SP	South padmabill
			31. East Chebri		East Chebri
			32. West Ganki		West Ganki
Teliamura	1. Teliamura	1. Mungiabari	1. Teliamura	GEN	East Teliamura
	2. Kalyanpur		2. Kalyanpur	SP	
			3. Krishnapur	SCP	Uttar Krishnapur
			4. Beluchara	GEN	Purba Laxmibill
			5. Uttar Maharani	SP	Uttar Maharani
			6. Ampura	SP	Dakshin R. C. Ghat
			7. Howaibari	GEN	Howaibari

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-centres	Area	Gaon Sabha
Teliamura (Contd.)			8. Gilatali	GEN	Ghilatali
			9. Gourangatilla	GEN	Laxminarayanpur
			10. Durgapur	GEN	Durgapur
			11. Rankhalbazar	SP	Sardukarkari
			12. Manik Debbarm-apara	SP	South Gakulnagar
			13. Maidanbazar	SP	Ramdayalbari
			14. Baramura Gas-Tharmel	SP	West Teliamura
			15. Madhya Bramac-herra	SCP	Bramacherra
			16. Lembucherra	SP	West Teliamura (RF)
			17. Tuichindrai	SCP	Tulchindrai
			18. Trishabari	GEN	Moharcherra
			19. Kamalngar	GEN	Kakalnagar
			20. Laxmipur	SCP	Laxmipur
			21. Gakulnagar	GEN	South Krishnapur
			22. East Kalyanpur	GEN	East Kalyanpur
			23. West Kalyanpur	GEN	West Kalyanpur
			24. West Kunjaban	GEN	West Kunjaban
			25. Dwarikapor		Dwarikapor
			26. Hadrai	SP	South polonpur
			27. Karoilong		West Teliamura

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-centres	Area	Gaon Sabha
Teliamura (contd.)			28. Kashiamangal	SP	East Teliamura
			29. 43 Miles	SP	43 Miles
			30. Mungiabari	SP	Mungiabari
Salema		1. Kulai	1. Kulai	SP	Kulai
		2. Maracharra	2. Maracherra	GEN	Maracherra
		3. Nakashipara	3. Nakashipara	SP	Halahali
		4. Kulai hower (PH-1)	4. Kulaihower	SP	Salema
			5. Ambassa	SP	Ambassa
		5. Ambassa (PH-1)	6. Manikbhander	GEN	Manikbhander
			7. Salema Colony	SP	Kanchancherra
			8. Halahali	GEN	Halahali
			9. Chankup	SCP	Chankup
			10 Santibazar	GEN	Abunga
			11. Balaram	SP	Balaram
			12. Satrai	SP	Satrai
			13: Joyantibazar	SP	East Dolucherra
			14. West Amtali	GEN	Bilashcherra
			15. Harincherra	SP	Harincherra
			16. Sikaribari	SP	Sikaribari
			17. Srirampur	SP	Srirampur
			18. Kuchianala	SCP	Kuchianala
			19. Kalachari	SCP	Kalacharri
			20. Jagannathpur	SP	Jagannathpur

Name of Block	Rural Hosps	P.H.C.	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Salema (contd.)			21. Avanga	GEN	Avanga
			22. Kamalachera	SP	Kamalachera
			23. Purba Nalichera	SP	Purba Nalichera
			24. Machuria	SCP	Machuria
			25. Katalutma	SP	Katalutma
			26. Tetuiya	SP	Tetuiya
			27. Bamancherra	SP	Bamancherra
			28. Halhuli	SP	Halhuli
			29' Noagaon	SCP	No agaon
			30. Lambucherra	SP	Lambucherra
Kumarghat	1. Kumarghat	1. Kumarghat	1. Kamarghat	SCP	Kamarghat
		2. Fatikroy	2. Kanchanbari	GEN	Kanchanbari
		3. Irani	3. Fatikroy	GEN	Fatikroy
			4. Irani	GEn	Irani
			5. Howerbazar	GEN	Bilashpur
			6. Badrapalli	GEN	Samrurpar
			7. Rangauti	SCP	Rangauti
			8. Chanibagan	SP	Unokoti
			9. Jagannathpur	SCP	Jagannathpur
			10. Rajkandhi	SP	Rajkandhi
			11. Jolaibazar	GEN	Jolaibazar
			12. Baburbazar	GEN	Tilagaon
			13. Ishabpur	GEN	Ishabpur

Kumarghat (contd.)

14. Srinathpur	SCP	Srinathpur
15. Halaichera	GEN	Golakpur
16. Manuvelly	GEN	Manuvelly
17. Srirampur	GEN	Srirampur
18. Gournagar	GEN	Gournagar
19. Jarultali	SCP	Jarultali
20. Krishnanagar	GEN	Krishnanagar
21. Fatikchera	GEN	Fatikchera
22. Laljuri	GEN	Laljuri
23. East Ratacherra	GEN	East Ratacherra
24. Betcherra	SP	Betcherra
25. Sonaimuri	SP	Sonaimuri
26. Deovelly	SP	Deovelly
27. West Ratacherra	SP	West Ratacherra
28. Samrurpar	SCP	Samrurpar
29. Demdum	SP	Demdum
30. Saidabari	SCP	Kumarghat
31. Muraibari	SP	Deoracherra R.F.
32. Gakulnagar	SCP	Gakulnagar
33. Bhagyapur		Bagyapur
34. Chantail		Chantail
35, Bhagabannagar		Bhagabannagar
36. Darchui	SP	Darchui

Kumarghat (contd)		37. Masauli	SP	Masauli
		38. Laxmipur	SCP	Laxmipur
Chowmanu	1. Chowmanu	1. Chowmanu	SP	Chowmanu
	2. Manu (North)	2. Manu (North)	SP	Manu
	3. Chailengta	3. Chailengta	SP	Chailengta
		4. Masli	SCP	West Masli
		5 Dhumacherra	SP	South Dhumacherra
		6. Manikpur	SP	Manikpur
		7. Thalcherra	SP	Natun Manu
		8. Lalcherra	SP	Lalcherra
		9. Karatiacherra	SP	Karatiacherra
		10. Nepaltilla	SP	Kathalcherra
		11. Durgacherra	SP	Durghacherra
		12. Sindhukumarpara	SP	Sindhukumarpara
		13. Karamcherra	SP	East Karamcherra
		14. 82-Miles	SP	Kanchancherra
		15. Ghagracherra	SP	Gainamara
		16. Chichingcherra	SP	
		17. Mainama	SP	Mainama
		18. Nalkata	SP	Nalkata
		19. Jamirchera	SP	Jamirchera
Panisagar	1. Tilthai	1. Tilthai	SCP	Tilthai
	2. Panisagar	2. Panisagar	GEN	Panisagar
	3. Kadamtala	3. Kadamtala	SCP	Kadamtala
		4. Sanicherra	GEN	Sanicherra
		5. Jalabassa	GEN	Jajabassa

Name of Biock	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-centres	Area	Gaon Sabha
Chowmanu			6. Brajendranagar	GEN	Brajendranagar
(contd,)			7. Kalikhali	GEN	Balidum
			8. Churaibari	GEN	Churaibari
			9 Uptakhali	SCP	Uptakhali
			10. Ganganagar	SCP	Ganganagar
			11 Satsangam	CEN	Satsaugam
			12. Laxminagar	GEN	Laxminagar
			13. Bungunung	SCP	Dewanbazar
			14. Krishnapur	GEN	Krishnapur
			15 .North Padmabili	SCP	North Padmalbil
			16. Eakbaki	SCP	Bishunupur
			17. Barukandi	GEN	Barukandi
			18 Urangbosti	SCP	South Padmabil
			19. Ichailalchrra	GEN	Ichailalohrra
			20. Hurua (South)	GEN	South Hurua
			21. Rajnagar	GEN	Rajnagar
			22. West Radbapur	GEN	Radhapur
			23. Maugalkhali	GEN	Jubarajaagar
			24. Saraspur	SCP	Saraspur
			25. Kurti	GBN	Kurti
			26. West Tilthai	GEN	West Tilthai
			27. Raghna		Raghna
			28. Tangibari	SCP	Tangibari

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Panisagar (Contd.)			29. Balidum	SP	Balidum
			30. Deocherra	SCP	Deocherra
			31. Rowa		Rowa
			32. Pekachara		Pekachara
			33. Jaithung	SP	Jaithung
			34. Ramnagar	SCP	Ramnagar
			35. Halflong	SCP	Halflong
			36. North Harua		North Harua
			37. Juri R.F.	SP	Juri R.F.
Kanchanpur	1. Kanchanpur	1. Pecherthal	1. Kanchanpur	SP	Kanchanpur
		2. Jampui	2. Pecherthal	SP	Pecherthal
		3. Anandabazar	3. Jampui	SP	Vangmun
		4. Damchera	4. Anandabazar	SP	Anandabazar
			5. Damcherra	SP	Damcherra
			6. Dasda	SP	North Dasda
			7. Machmara	SP	Bagicherra
			8. Satnala	SP	West Satnala
			9. Sarmun	SP	Kalapani
			10 Krishnatilla	SP	Manu Chailengta
			11. Laljuri	SP	South Laljuri
			12. Khedachera	SP	Khedachera
			13. Hmangchuang	SP	West Hmanpui
			14. Sabual	SP	Sabual
			15. Bhati Machmara	SP	South Machmara
			16. Nabincherra	SP	Nabincherra
			17. Thimcharaipara	SP	Piplacherra
			18. Bhandarima	SP	Bhandarima

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Kanchanpur (Contd.)			19. Kamarmara	SP	Dashamanipara
			20. Bahapurpar	SP	Damcherra R.F.
			21. North Dhanicherra	SP	North Dhani-cherra
			22. Luugthi ak	SP	Lungthirak
			23. Juan Machmara	SP	Ujan Masmara
			24. South Dasda	SP	South Dasda
			25. Kalapani	SP	Kalapani
			26. Tlansung	SP	Tlangsuug
			27. Rahumcherra	SP	Rahumchera
			28. Santipur	SP	Santipur
			29. Kangrai Re-Group Colony	SP	East Satnata
			30. Tuisama	SP	Tuisama
			31. Bellianchip	SP	Kanchanpur
Matabari		1. Maharani	1. Maharani	SP	Maharani
		2. Kakrabon	2. Kakrabon	GEN	Kakrabon
		3. Garjee	3. Garjee	GEN	Garjee
		4. Atharabhola	4. Atharabhola	SP	Atharabhola
		5. Killa	5. Killa	SP	Noabadi Killa
			6. Chandrapur	GEN	Chandrapur
			7. Salgarha	GEN	Salgarha
			8. Mirja	GEN	Purba Mirja
			9. Bagma	GEN	Bagma
			10. Tepania	GEN	Dhajanagar
			11. Palatana	GEN	Palatana
			12. Tulamura	GEN	Tulamura

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Matabari (Contd.)			13. Gangacherra	SCP	Gangacherra
			14. Baisabari	SP	Tainani
			15. Samukhcherra	SP	Samukhcherra
			16. Amtali	SCP	Amtali
			17. Dataram	SP	Chandrapur
			18. Pawramura	SCP	Halkhat
			19. Pitra	SCP	Pitra
			20. Kapilong	SP	Purba Kupilong
			21. Jamjuri	GEN	Jamjuri
			22. Laxmipati	SP	Laxmipati
			23. Dhuptali	SCP	Dhuptali
			24. Kalamkaibari	SP	Dakshin Brajendranagar
			25. Khilpara		Khilpara
			26. Dhajanagar		Dhajanagar
			27. Matabari		Matabari
			28. South Maharani	SP	South Maharani
			29. Thelakum	SP	Thelakum
			30. Murapara	SCP	Murapara
			31. Shilghati	SP	Shilghati
			32. Garjanmura	SCP	Garjanmura
			33. Dudpuskarini	SCP	Dudpuskarini
			34. Holakhet	SCP	Holakhet
			35. Hachupara	SP	Purba magpuska-rini

Name of Block	Rural Hosps.	P H.C.	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Matabari (Contd.)			36. Kalabon	SP	Kalabon
			37. Bagabassa		Bagabassa
			38. Sarabhaya	SP	Sorabhaya
			39. Riabari	SP	Riabari
Rajnagar		1. Hrishyamukh	1. Hrishyamukh	GEN	Hrishyamukh
		2. Niharnagar	2. Niharnagar	SCP	
		3. Barpathari	3. Barpathari	GEN	Barpathari
			4. Matai	GEN	Matai
			5. Nalua	GEN	Krishnanagar
			6. Radhanagar	SCP	Radhanagar
			7. Dimatali	SP	Kamalpur
			8. Chotakhola	GEN	Uttar Srirampur
			9. Gourangabazar	SCP	South Srirampur
			10 Jasamura	SCP	West Pipariakhola
			11. Kalabaria	GEN	Kalabaria
			12. South Sonaichari	SP	South Sonaichari
			13. Uttar B.C. Nagar	GEN	Uttar B C. Nagar
			14. Ishanchandranagar	GEN	Ishanchandra-nagar
			15. Sarashima	SCP	Sarashima
			16. Joynagar	GEN	South B.C. Nagar
			17. Krishnanagar	GEN	Krishnanagar
			18. Rajnagar	GEN	Rajnagar

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Rajnagar (Contd.)			19. Siddinagar	SCP	Uttar Srirampor
			20 Rangamura		Rangamura
			21. Debipur	SCP	Debipur
Bagafa		1. Santirbazar	1. Santirbazar	GEN	Santirbazar
		2. Jolaibari	2. Jolaibari	GEN	
		3. Muhuripur	3. Muhuripur	GEN	Muhuripur
		4. Kalashi	4. Kalashi	SP	Kalashi
			5. Kathaliacherra	SP	Kathaliacherra
			6. Khowaifung	SP	Birendranagar
			7. Birchandramanu	SP	Birchandranagar
			8. Ramraibari	GEN	West Pilak
			9. Debdaru	GEN	East Pilak
			10. West Charakbai	SCP	West Charakbai
			11. Rajapur	GEN	Patichari
			12. Laxmicherra	SP	Laxmicherra
			13. Chaigaria	SCP	Kanchannagar
			14. Paikhola	SCP	Paikhola
			14. Radhakisorganj	GEN	Lawgang
			16. South Takmacherra	SP	Takmacherra
			17. Abhangcherra	SP	Uttar Ichacherra
			18. Kanchannagar	GEN	Kanchannagar
			19. Patichari	SP	Patichari

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Bagafa (Contd.)			20. Subhas Colony	SCP	Lowgang
			21. East Bagafa	GEN	East Bagafa
			22. East Charakbai	GEN	East Charakbai
			23. Ratanpur	SP	Ratanpur
			24. West Pilak	GEN	West Pilak
			25. Gardhang	SP	Gardhang
			26. Muhuripur R.F.	SP	Muripur R.F.
			27. Debipur	SP	Debipur
			28. Manirampur	SP	Manirampur
			29. West Jolaibari		West Jolaibari
			30. Gardhang PGP Colony	SP	Gardhang
			31. Pitraipara	SP	Tairuma
			32. Tairuma	SP	
Satchand		1. Silachari	1. Silachari	SP	Silachari
		2. Manubazar	2. Manubazar	SCP	Manubazar
		3. Srinagar	3. Srinagar	SCP	Srinagar
		4 Manubankul	4. Manubankul	SP	North Manubanku
		5. Kalachara (PH-1)	5. Kalachara	SP	
			6. Harina	GEN	Harina
			7. Chotakhil	SCP	Brajendranagar
			8. Gorakappa	SP	
			9. Satchand	GEN	South Boratali
			10. Sonaichari	SP	Sonaichari
			11. Manughat	SCP	Betaga

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Satchand (Contd.)			12. Ludhua	GEN	Chatakchari
			13. Baishnabpur	GEN	Baishnabpur
			14. Samarendraganj	SP	Rajnagar
			15. Ailmara	SP	Bara bil
			16. Bishnupur	GEN	Bishnupur
			17. Sindupathar	SP	Sindupathar
			18. Tuichama	SP	Tuichama
			19. Chalitachari	SP	Chalitachari
			20. South Bhuratali	SCP	South Bhuratali
			21. Amlighat	GEN	Amlighat
			22. Santipalli	SP	South Manu Bankul
Amarpur	1. Nutanbazar	1. Tirthamukh	1. Nutanbazar	SP	Nutanbazar
	2. Ompi	2. Karbook	2. Ompi	SP	Ompinagar
			3. Tirthamukh	SP	Tirthamukh
			4. Karbook	SP	South Karbook
			5. Taidu	SP	Taidu
			6. Chelagang	SP	South Chelagang
			7. Jalaya	SP	Ichaichari
			8. Jatanbari	SP	Labacherra
			9. Nagrai	SP	South Songang
			10. Bampur	SP	Bampur

Name of Block	Rural Hosps.	P.H.C.	Sub-Centres	Areas	Gaon Sabha
Amarpur (Contd.)			11. Paharpur	SP	Paharpur
			12. Kurmabari	SP	Kurmachera
			13. West Sarbang	SP	West Sarbang
			14. Chelagangmukh	SP	Uttar Chelagang
			15. Kuschbazar	SP	West Sarbang
			16. Dumbaurnagar quastee colony-1	SP	Dalak
			17. Chechua	SP	Chechua
Dumburnagar		2. Raishyabari (other building)	1. Raishyabari	SP	Potacherra
			2. Ratannagar	SP	Ratannagar
			3. Jogabandupara	SP	Jagabandhupara
			4. Ganganagar	SP	Ganganagar
			5. Karnamanipara	SP	Karnamanipara.

Admitted Un-starred Assembly Question No. 35
Name of Member : Shri Ananda Mohan Roaja,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গত ১৯৯৩ইং সনের বিধানসভা নির্বাচন ঘোষনার পর বেআইনীভাবে জোট সরকার সারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে অনেক চাকুরী অফার দিয়েছিলেন;

২। যদি অবৈধ সত্য হয়ে থাকলে অবৈধ কোন্ দপ্তরে এবং কোন্ শ্রেণীতে কতজনকে অফার দেওয়া হয়েছিল;

৩। এই সকল অবৈধ অফারগুলি সম্পর্কে বর্তমান সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন।

ANNEXURE—"C"

Written statement laid on the table of the House on by the Minister-in-charge of Home Deptt. on the matter of urgent public Importance raised by Sri Subal Rudra, M.L.A. and Shri Sahid Choudhury, M.L.A.

"গত ১১ই জুলাই, ৯৩ইং তারিখে সোনামুড়া শহরে রাধামাধব চৌমুহনীতে মনি রানী দেবনাথ গণ ধর্ষিতা হওয়া সম্পর্কে "

উত্তর : — ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১১-৭-৯৩ইং তারিখ শ্রী মনি রানী দেবনাথ তাহার বাপের বাড়ী থেকে স্বামীর বাড়ী যাওয়ার জন্য কোনাবন রাস্তার যাবার আগরতলা থেকে সোনামুড়াগামী (ভায়া বক্সনগর) T.R.S ৬৬নং বাসে (নবশ্রী) উঠে। যখন মনসুর নগর ষ্ট্যাণ্ডে পৌছে তখন সন্ধ্যা হয়ে যায়। তাই শ্রীমতি দেবনাথ

তাহার নিজস্ব বাড়ীতে না গিয়ে তামসাবাড়ী নিবাসী তাহার ধর্মের ভাই শ্রীভবতোষ রায়-এর বাড়ীতে যাবে বলে উক্ত গাড়ী করে তামসাবাড়ী বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে নেমে যায়। তখন রাত অনুমান ৮টা হবে। বাস থেকে নামার পর T.R.S.—৬৬৫ নং বাসের এসিষ্টেন্ট শ্যামল দাস, এন সি নগরের অঙ্কুর মিঞা, আরো ৬-৭ জন যুবক তাহার উপর ঝাপিয়ে পরে এবং কাপড় দ্বারা মুখ চেপে রাস্তার একটু দূরে নীরব স্থানে একটি মাটি ঘরের ভিতর নিয়ে আসে। সেখানে শ্যামল রায়, এসিস্টেন্ট অঙ্কুর মিঞা ও অন্যান্য ৬/৭ জন যুবক পর পর তাহাকে ধর্ষণ করে। এই ঘটনার পর শ্রীমতি মনি রাণী দেবনাথ তামসাবাড়ী শ্রীভবতোষ রায়ের বাড়ীতে চলে যায়। পরদিন অর্থাৎ ১২/৭/৯৩ইং তারিখ সকাল ১০টার সময় শ্রীমতি দেবনাথ তাহার স্বামীকে নিয়ে সোনামুড়া থানার একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

ঘটনাটি সোনামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(৭ ৯৩ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। পুলিশ শ্রীমতি মনিরাণী দেবনাথকে চিকিৎসার জন্য প্রথমে সোনামুড়া হাসপাতালে এবং সেখান থেকে আগরতলা আই জি এম হাসপাতালে প্রেরণ করেন। ঐ দিনই চিকিৎসার পর তাহাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হয়।

তদন্তকালে পুলিশ গত ১২-৭-৯৩ইং তারিখ উক্ত মামলায় উল্লেখিত ২
ধৃত ব্যক্তিদের নাম :

১। শ্রীশ্যামল দাস - TRS-৬৬৫নং গাড়ীর এসিষ্টেন্ট
২। শ্রীঅঙ্কুর মিঞা সাং—এন সি নগর
৩। আলী হুসেন সাং—খোয়ালিয়ামুড়া
৪। শ্রীজুলফু মিঞা সাং— ঐ
৫। শ্রীজাহাঙ্গীর হুসেন সাং—এন সি নগর
৬। শ্রীশহিদ মিঞা TRS-৬৬৫নং গাড়ীর ড্রাইভার।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীর সবাই বর্তমানে জেল হাজতে আছে এবং গাড়ীটি পুলিশের হেপাজতে আছে।

ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদিগকেও গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশ প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে।

ধর্ষিতা শ্রীমতী মনিরানী দেবনাথকে চিকিৎসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ১০০০ টাকার আর্থিক সাহায্য মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

Written statement laid on the table of the House on by the Minister-in-charge of Home Deptt. on the matter of urgent public Importance raised by Sri Amal Mallik, M.L.A.

"গত ৯ই জুলাই, ১৯৯৩ "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় সরকারের দৈবী নীতির দোদুল্যমানতায় উগ্রপন্থীরা প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে" শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

উত্তর

গত ১৬ই জুন ১৯৯৩ইং তারিখ রাজ্য সরকার এক প্রেস নোটে ত্রিপুরার উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধানে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। প্রেসনোটে বিপথগামী উপজাতি যুবকদেরকে হিংসার পথ পরিত্যাগ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে মিশে যেতে আহ্বান জানানো হয়েছে। তাছাড়া তাহারা যদি হিংসার পথ পরিত্যাগ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসে তবে তাদের পুনর্বাসন এবং স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থানেরও এক গুচ্ছ প্রস্তাব রাখা হয়েছে

বিগত ৬ই জুলাই, ১৯৯৩ইং তারিখও আগরতলা দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রচারিত এক ভাষনে উগ্রপন্থীদের উদ্দেশ্যে পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রচারিত ভাষনে তাদের পুনর্বাসন অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দানের ব্যাপারে পুরোপুরি আশ্বাস প্রদান করা হয়।

যদিও এখন পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে কোন প্রকার সাড়া পাওয়া যায় নাই তথাপি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় গত ৯ই জুলাই প্রকাশিত সংবাদের কোন সত্যতা নাই।

ত্রিপুরা সরকার
তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন অধিকার

সা—১৭৫১

আগরতলা, ৬ই জুলাই, ১৯৯৩

উগ্রপন্থী যুবকরা হিংসার পথ ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন
দূরদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের উগ্রপন্থী যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব পুনরায় আহ্বান জানিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় দূরদর্শন আগরতলা কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব উগ্রপন্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে আমি আবারও আহ্বান জানাচ্ছি তারা যেন তাদের অনুসৃত ভুল পথ পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। তিনি বলেন, তারা এখন আত্মগোপন করে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে যা করছেন তাতে তাদের কিম্বা ত্রিপুরার কোন অংশের জনগণের কল্যাণ হবে না। বরং ত্রিপুরার অগ্রগতি ব্যাহত হবে। একথা নিশ্চই তারা উপলব্ধি করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন যে উগ্রপন্থী যুবকদের হিংসার পথ ছেড়ে জনজীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসার জন্য রাজ্যের বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা আহ্বান জানিয়েছে। তয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে রাজ্যের উগ্রপন্থী যুবকদের ভ্রান্ত রাজনীতির পথ ছেড়ে রাজ্যের উন্নয়ন কাজে অংশ নেবার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। গত ১৭ই জুন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পুনরায় এই আহ্বান জানানো। মন্ত্রীসভার সেই বৈঠকে উগ্রপন্থীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে তাদের পুনর্বাসনে যেসব ব্যবস্থা নেয়া হবে তা চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং এরই পাশাপাশি সামগ্রিকভাবে উপজাতিদের কল্যাণে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

উগ্রপন্থীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে শান্তির পরিবেশ রক্ষা করে জাতি উপজাতি সম্প্রীতি ঐক্য রক্ষা করে নতুন ত্রিপুরা গঠনের যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারা যেন তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নতুন ত্রিপুরা গঠনের প্রকল্পগুলোকে সার্থক করে তুলেন।

রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসন সম্পর্কে যে

একগুচ্ছ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব তা পুনরায় উপস্থাপন করেন। স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে সমস্ত উপজাতি উগ্রপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সকল সদস্যদের উপযুক্ত পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা করা হবে।

আত্মসমর্পণের পর উপজাতি উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসন সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ভাতা দেয়া হবে।

সকল আত্মসমর্পনকারী উপজাতি উগ্রপন্থীদের তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরীখে সরকারী চাকুরী দেয়া হবে। যারা সরকারী চাকুরীতে যেতে চাইবেন না তাদের সরকারের বাইরে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেয়া হবে।

অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের সুযোগ দেয়া যবে। রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক দপ্তরগুলো, ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তায় তাদের জন্য স্ব-নির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে। আগ্রহী ব্যক্তিদের ছোটখাটো ঠিকেদারীও দেয়া হবে।

আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের বাস্তব সম্মত ও সফল পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। মোটরগাড়ী মেরামত, ইলেকট্রনিক সাজ-সরঞ্জাম মেরামত কাঠের কাজ, সেলাই, ডাল কল এবং তেলকল স্থাপন, ফার্মেসী, মৎস্যচাষ, হাঁস, মুরগী ও শূকর পালন, ফলচাষ, হস্ততাঁত ও হস্তশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসনে রাবার চাষকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন যানবাহনের পারমিট প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

আত্মসমর্পনকারীদের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের উপযুক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে দেয়া হবে।

সমগ্র উপজাতি সন্ত্রাসবাদী দলগুলির যে সকল সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে আত্মসমর্পনের পর সেইসব মামলা প্রত্যাহার করে নেয়া হবে।

আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত প্রস্তাবের বাইরেও রাজ্যের উপজাতিদের সামগ্রিক কল্যাণে মন্ত্রীসভা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যারমধ্যে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার প্রস্তাবও রয়েছে, ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে রক্ষা করা এবং একে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে চার দফা দাবী রূপায়নের জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন, ত্রিপুরা বিধানসভায় গৃহীত অনুসারেই এটা করা হবে।

উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ যেসব গ্রাম এখন স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার বাইরে রয়েছে সেগুলো জেলা পরিষদ এলাকায় অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং অনুপজাতি সংখ্যা-গরিষ্ঠ যেসব গ্রাম এখন জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে রয়েছে সেগুলো জেলা পরিষদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে।

সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতিদের প্রাপ্য সুযোগ যথার্থভাবে তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। একশ পয়েন্ট রোষ্টার প্রথা কঠোরভাবে কার্য্যকর করা হবে। এই গুচ্ছ প্রস্তাব সময় মতো এবং কার্যকরভাবে রূপায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে দেখার জন্য এক বা একাধিক উচ্চ পদস্থ অফিসারকে দায়িত্ব দেয়া হবে।

পরিশেষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বিভ্রান্ত যুবকদের প্রতি পুনরায় আহ্বান জানিয়ে বলেন যে তারা যেন কাল বিলম্ব না করে অস্ত্র সম্বরণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন।

Following are the 15 conditions of the agreement reached between the Government and representatives of the ATPLO.

1. Shri Binanda Jamatia and his followers would surrender to the Government within one month w.e.f. 23-7-83. They would also surrender all arms and ammunition on 23-7-83.

2. Shri Jamatia would submit a list of his followers to the Government for security.

3. Just after surrender Shri Jamatia would disolve ATPLO/ATPLA.

4. Shri Jamatia and his followers would not indulge in any extremist activities and would co-operate with the Government to maintain peace in the state.

5. State Government would try to implement 6th schedule in the state.

6. More effective steps would be taken to return alienated land to the tribals.

7. Expulsion of foreigners from the state who have infiltrated after 1971 and most stringent measures would be taken to check influx of foreigners.

8. Efforts would be undertaken to set up a college, more III township in the ADC areas.

9. Those, who would surrender would be given Government job as per qualification and those who are not qualified for holding any Government service or unwilling to join Government services, would be rehabilitated through self employment schemes for setting up an Agriculture farm/rubber plantation/transport licences/fisheries live stock farms and small scale industries. For this, monetary help to the tune of Rs. 20,000/- (twenty thousand) would be spent for each family and Khash land would be allotted to them.

10. Rupees four thousand would be given to those persons whose houses were damaged in their absence from the houses.

11. All the cases registered against the surrendering persons would be viewed politically and efforts would be made to withdraw them.

12. They would not be arrested afrosh for their past deed and efforts would be taken no release persons who are in custody.

13. Disturbances at Teliamura in 1979 and those of June 80 are different in nature. All those involved in such cases, excepting those wanted in murder and Arms Act cases, would be discharged. Amarpur conspiracy case would also be examined and considered for withdrawl.

14. The Government would take adequate security measures for the safety of those who surrenders.

15. A committee would be formed with seven members to be nominated by Shri Binanda Jamatia and an officer from Tribal Welfare Department to oversee the implamentation of the conditions agreed upon by both the parties.

MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Proamble

Government of India have been making efforts to bring about a satisfactory settlement of the problems of Tribals in Tripura by restoring peace and hurmony in areas where disturbed conditions prevailed.

2. The Tripura National Volunteer (TNV), through their letter dated the 4th May, 1988, addressed to the Governor of Tripura and signed by Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl, stated that keeping in view the Prime Minister Shri Rajiv Gandhi's policy of solution of problems through negotiations, TNV have decided to adjure violance, give up secessionist demand and to hold nagotiations for a peaceful solution of all the problems of Tripura within the constitution of India. The TNV also furnished its bye-laws which conform to the laws in force. On this basis a series of discussions were held with representatives of TNV.

3. The following were the outcome of the discussions :—

Deposit of Arms and Ammunition and ending Uuderground

Activities by TNV :

3. 1. The TNV undertakes to take all necessary steps to end underground activities and to bring out all undergrounds of the TNV with their arms, ammunition and equipment within one month of signing of this Memorandum. Details for giving effect to this part of settlement will be worked out and implemented under the supervision of the Central Government. The TNV further undertakes to ensure that it does not resort to violance and to help in restoration of amity between different sections of the population.

3. 2. The TNV undertakes not to extend any support to any other extremist groups by way of taining, supply of arms or providinget proction or in any other manner.

Rehabilitation of Undergrounds :

3. 3. Suitable steps will be taken for the resettlement and rehabilitation of TNV undergrounds coming overground in the light of the schemes drawn up for the purpose.

Measures to prevent infiltration :

3. 4. Stringent measures will be taken to preven infiltration from across the border by strengthening arrangements on the border and construction of roads along vulnerable sections of the Indo-Bangladesh border in Tripura sector for better patrolling and vigil. Vigorous action against such infiltrators would also be taken under the law.

Reservation of seats in the Tripura Legislative Assembly for Tribals :

3. 5. With a view to satisfying the aspirations of tribals of Tripura for a greater share in the governance of the state, Legislative measures will be taken including those for the enactment of the Bill for the amendment of the Constitution. The Constitutional amendments shall provide that notwithstanding anything contained in the constitution, the number of seats in the Legislative Assembly of Tripura reserved for scheduled Tribes shall be such number of seats as bears to the total number of seats, a proporation not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitutional amendment, of members belonging to the scheduled Tribes in the existing Assembly. The Representation of the people Act. 1950 shall also be amended to provide for reservation of 20 seats for the scheduled Tribes in the Assembly of Tripura. However, the amendments shall not affect any representation in the existing Assembly of Tripura until its dissolution.

Restoration of alianated lands to the tribals :

3. 6. It was agreed that following measures will be taken :

(i) Review of rejected applications for restoration of tribal land under the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act. 1960.

(ii) Effective implementation of the land corporation :

(iii) Stringent measures to prevent fresh alianation :

iv) Provision of soil conservation measures and irrigation facilities in tribal areas and,

v) Strengthening of the Agricultural credit system so as to provide for an appropriate agency with adequate tribal representation to ensure easy facilities for both consumption and eoeyational credit to tribals.

Redrawing of the Boundaries of Autonomus

District Council Area :

3. 7. Tribal majority villages which now fall outside the Autonomus District Council area and are contiguous to such area will be included in the Autonomous District and hilarly placed non-tribal majority villages presently in the Autonomous District and on the periphary may be excluded.

Measures for Long Term Economic Development of Tripura :

3. 8. Maximum emphasis will be placed on extensive and intensive skill-formation of the tribal youths of Tripura so as to

improve their prospects of employment including self employment in various trades such as motor workshops, pharmacists, electronic goods, carpentary, tailoring, stationary, weaving, rice and oil mills, general stores, fishery, poultry, piggery, horticulture, handloom and handicrafts.

8. 9. Special intensive recruitment drives will be organised for police and para-military forces in Tripura with a view to enlisting as many tribal youths as possible.

3. 10. All Indio Radio will increase the duration and content of their programmes in tribal languages or dialects of Tripura. Additional transmitting stations will be provided for coverage even of the remoter areas of the state.

3. 11. The demands relating to self-employment of tribals, issue of permits for vehicles to tribals for commercial purposes, visits of tribal men and women to such places in the country as may be of value from the viewpoint of inspiration, training and experience in relevant fields will be considered sympathatically by the Government.

3. 12. At least 2,500 Jhumia families will be rehabilitated in 5 centres or more in accordance with model schemes based on Agriculture, horticulture including vegetable growing, animal husbandary, fisheries and plantations with a view to weaning them away from Jhum cultivation The scheme would also provide for housing assistance.

3. 13 In the Autonomous District Council area of Tripura, rice, salt and kerosene oil will be given at subsidised rates during lean months for a period of three years.

3. 14. Conscious efforts will be made for affeetive implementation of the provisions of the Sixth Schedule to the Constitution in so far as it relates to Tripura

Sd/-
1 (Bijoy Kumar Hrangkbawl)

Sd/-
2. (Ananta Deb Barma)

Sd/-
3. (Kartik Kalai)

Sd/-
4. (Haripada Hrangkhawl)

Sd/-
5. (Birenjoy Reang)

Sd/-
6. (Binoy Deb Barma)

on behalf of
Tripura National Volunteer

Sd/-
(P. P. Shrivastav)
Additional Secretary
to the
Government of India,
Ministry of Home Affairs

Sd/-
(I. P. Gupta)
Chief Secretary
to the
Government of Tripura

in the presence of

Sd/-
(General K. V. Krrishna Rao, Retd.)
Governor of Tripura.

Sd/-
(Sudhir Ranjan Majumder)
Chief Minister of Tripura

Dated : 12th August, 1988, Place : New Delhi.

Written statement laid on the table of the House on by the Minister-in-charge of Home Deptt. on the matter of urgent public Importance raised by Sri Dilip Choudhury, M.L.A.

"বর্বরতার চূড়ান্ত নিদর্শন : কেটে নেওয়া হল নাক" বিলোনীয়ায় কংগ্রেস কর্মীকে গলা কেটে হত্যা" এই শিরোনামে ১৪ই জুলাই স্পন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে "

উত্তর :—ক) ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১২-৭-৯৩ইং বিকাল অনুমান ৪ ঘটিকায় সময় বিলোনীয়া থানাধীন উত্তর ভরতচন্দ্রনগর নিবাসী অমৃত ত্রিপুরা দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর বিড়ি কেনার উদ্দেশে নিকটবর্তী বাজারে যায়। কিন্তু এর পর থেকে অমৃত ত্রিপুরা আর বাড়ী ফিরে আসে নাই গত ১৩ ৭-৯৩ইং তারিখ সকাল অনুমান ৬-৩০ মিঃ থেকে ৭-৩০ মিঃ এর সময় অমৃত ত্রিপুরাকে গলায় কাটা দাগ ও কপালের বা দিকে কাটা দাগ অবস্থায় উত্তর ভরতচন্দ্রনগর বাজার থেকে এক কিলোমিটার দূরবর্তী রাস্তায় পাওয়া যায়।

এই ঘটনায় মৃত অমৃত ত্রিপুরার পিতা শ্রীনরেন্দ্র ত্রিপুরার অভিযোগমূলে বিলোনীয়া থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬(৭) ৯৩ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তে জানা যায় অমৃত ত্রিপুরার গলায় এবং বাদিকের কপালে কোন ধারালো অস্ত্রের আঘাতজনিত কারণেই মৃত্যু ঘটে। নিহত অমৃত ত্রিপুরা সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। মৃত ত্রিপুরা একজন দিন মজুর ছিল এবং তার বিরুদ্ধে কিছু চুরির অভিযোগ ছিল। তদন্তে এখনও পর্য্যন্ত কি কারণে অমৃত ত্রিপুরার খুন হল তাহা জানা যায় নাই এবং ঘটনায় জড়িত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে কি উদ্দেশ্য এবং কারা অমৃত ত্রিপুরার খুনের ঘটনায় জড়িত তা খোঁজে বার করার জন্য ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অব্যাহত আছে।

খ) স্পন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে একজন কংগ্রেস (আই) কর্মীকে গুলি করে অপর কংগ্রেস (আই) কর্মীর উপর দোষ চাপিয়ে তারপর লাঠিপেটা করে মুখে বিষ ঢেলে মেরে ফেলার সংবাদ সত্য নহে।

তবে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৯-৭-৯৩ইং তারিখ সকাল অনুমান ৯ ঘটিকার সময় বিলোনীয়া থানাধীন পাবুরছড়া নিবাসী শ্রীকুমদ দাস এবং অন্যান্য আরও ৪ জন ঐ গ্রামেরই শ্রীমন্টু দাস এর বাড়ীতে শ্রীজীবন চাকমা, শ্রীসরিরাম ওচাই এবং শ্রীকানুলাল মজুমদারকে ধরে দা, লাঠি ইত্যাদি ধারা আঘাত করে আহত করে। এই ঘটনাটি বিলোনীয়া থানায় গত ১২-৭-৯৩ইং তারিখ রাত অনুমান ১০-৩০ মিঃ এর সময় শ্রীকুমুদ দাস এবং অন্যান্য আরও ৪ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪২ | ৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫(৭) ৯৩ নথিভুক্ত করা হয়। তদন্তে পুলিশ ঘটনায় জড়িত শ্রীকুমুদ দাসকে গ্রেপ্তার করে ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

(গ) গত ৯-৭-৯৩ইং তারিখ বিকাল অনুমান ৫-১০ মিঃ এর সময় পাবুরছড়া নিবাসী শ্রীঅনন্ত কুমার মজুমদারের পুত্র কানু মজুমদার বিষপানে আত্মহত্যা করে। এই ব্যাপারে বিলোনীয়া থানায় অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত কারণে GD কেইস নং ১(৭)৯৩ নথিভুক্ত করে ভারতীয় কার্যবিধির ১৭৪ ধারায় তদন্ত শুরু করে। বর্তমানে ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

Written statement laid on the table of the House on by the Minister-in-charge of R. D. Deptt. on the matter of urgent public importance raised by Sri Jitendra Sarkar, Shri Sudhan Das and Sri Anil Chakma, M.L.A.

বিষয় :— "সারা রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট সম্পর্কে।"

উত্তর— গ্রামীন অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প বিভিন্ন দপ্তরের অধিনে রূপায়িত হচ্ছে। ডিপ টিউবওয়েল এবং পাইপ লাইনের সাহায্যে পানীয় জলের সরবরাহের প্রকল্প পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ রূপায়িত করে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধিনে রুরেল ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার মাধ্যমে মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো এবং সিনেটারী ওয়েল স্থাপনের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এই দপ্তরেরই অধিনে জেলা শাসক ও ব্লক পর্যায়ে সেলো টিউবওয়েল ও রিং ওয়েল মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে।

এছাড়া পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থার অধিনে টেকনোলজি মিশন সমগ্র কাকদ্বীপ-পুর এবং ডায়মন্ড ব্লকে এবং সাগেবার ব্লকের এক অংশে পানীয় জলের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প রূপায়নের দায়িত্ব রয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দের এক অংশের সাহায্যে এ, ডি, সি, এলাকায়, এ, ডি, সি-র ইঞ্জিনীয়ারিং সেলের তরফে মার্ক টু বসানোর কাজ করা হচ্ছে। পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের উদ্যোগে গ্রাম ভিত্তিক পানীয় জলের বর্তমান পরিস্থিতি সমীক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সমীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণের পর গ্রামভিত্তিক পানীয় জলের সঠিক চিত্র পাওয়া যাবে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামভিত্তিক পানীয় জলের স্পট সোর্সের লক্ষ্যমাত্রা পুনঃ-নির্ধারণের প্রয়োজন হতে পারে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধিনে রুরেল ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা মার্ক টু টিউবওয়েল বসানো এবং মেরামতির কাজ করে থাকে। এই উদ্দেশ্যে জেলাভিত্তিক একটি করে মোবাইল টিম রয়েছে। যার সাহায্যে মেরামতের কাজ করা হয়। ব্লকস্তরে মেকানিক পর্য্যায়ে নলকূপ মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এ, ডি, সিতে মেরামতের আলাদা কাঠামো না থাকায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধিনে সংস্থার মাধ্যমে মেরামতের কাজ হয়ে থাকে।

বিগত বন্যার ফলে কিছু কিছু এলাকায় টিউবওয়েল ইত্যাদি বিকল হয়েছে, এগুলোকে জরুরী ভিত্তিতে সারাইয়ের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার অধিকাংশ এলাকার জলে লোহার পরিমান বেশী হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মার্ক টু টিউবওয়েলের জল পানের অযোগ্য অবস্থায় রয়েছে। মার্ক টু টিউবওয়েলের সঙ্গে আইরন রিমুভেল প্রেক্টের পরীক্ষামূলক ব্যবহার হাতে নেওয়া হয়েছে; এখনো এই প্রকল্প জনগনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেনি।

এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বর্তমান বৎসরে গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তরের অধিনে ৬৪৩টি মার্ক টু টিউবওয়েল, ১০০টি সেনিটারী ওয়েল এবং ১৮৫০টি সেলোটিউবওয়েল পুনঃ স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে, সম্প্রতি ব্লক এডভাইসরি কমিটি গঠন করা হয়েছে, এই কমিটিগুলির অনু-মোদন নিয়ে নূতন মার্ক টু টিউবওয়েলের স্থান নির্বাচন করা হবে।

বর্ষার পরবর্তী সময়ে যাতে পানীয় জলের সংকট সৃষ্টি না হয় সেদিকে সরকারের যথেষ্ট দৃষ্টি রয়েছে ।

অতিরিক্ত :— এপ্রিল ১৯৯৩ইং পর্যন্ত মার্ক টু টিউবওয়েলের সংখ্যা ৫২০টি এবং সেলো টিউবওয়েলের সংখ্যা ১৮,৪৮৭টি । ঐ সময়ে চালু মার্ক টু টিউবওয়েলের সংখ্যা ৪৬০৫টি এবং সেলো টিউবওয়েলের সংখ্যা ৭২০৪টি, পরবর্তী সময়ে সারানো মার্ক টু টিউবওয়েলের সংখ্যা ৬৩৪টি এবং সেলো টিউবওয়েলের সংখ্যা ২৬৩৩টি ।

এপ্রিল ১৯৯৩ইং সময়ে মজুত যন্ত্রপাতির পরিস্থিতি নিম্নরূপ :—

১। জি, আই, পাইপ - ১০০ এম এম - ৫০০০ মিটার

২। জি, আই, পাইপ — ৫০ এম, এম —১৮৮২ মিটার

৩। ফিল্টার— ৫৩৬টি।

এছাড়া মার্ক টু টিউবওয়েল এবং সেলো টিউবওয়েলের মেরামতের যন্ত্রপাতিও অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান। উপরিউক্ত সব সরঞ্জাম সংগ্রহের উদ্দেশ্যে টেণ্ডার ডাকা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে সত্বর বর্তমান বৎসরের জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জাম মজুত করে তোলা সম্ভব হবে। বিশেষ প্রয়োজনে যাতে জাতীয়ভাবে স্পেয়ার পার্টস সংগ্রহ করে সেলো টিউবওয়েল মেরামত করতে পারে তার জন্য বিডিও-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Written Statement on the table of the House by the Minister-in-charge of Home Deptt. on the matter of Urgent Public Importance raised bp Sri Dilip Choudhury, M. L. A.

"যুব কংগ্রেস কর্মীকে গলায় বিষ ঢেলে হত্যা থানাদারবা ডাকাতির ঘটনা বলে চালান এই শিরোনামে ১২ই জুলাই স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"

উত্তর

গত ৯।৭।৯৩ইং বিকাল আনুমানিক ৪-১৫ মিঃ সময় বিলোনীয়া থানাধীন রতনপুর সাকিনের শ্রীমতী সরুমালা ত্রিপুরা (দেবনাথ) এক অভিযোগ করেন যে

৯ । ৭ । ৯৩ইং রাত্রি এর ঘটিকায় ঐ সাকিনের শ্রীঅবনিমোহন ত্রিপুরা সহ মোট চার জন বন্দুক হাতে শ্রীমতী সুরমালা ত্রিপুরার (দেবনাথ) বাড়ী চড়াও হয় এবং জানালা দিয়ে গুলি ছুড়ে, ফলে তাহার স্বামী শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথ গুলিতে জখমপ্রাপ্ত হয় এরপর দুষ্কৃতকারীরা জোরপূর্বক ঘরে প্রবেশ করে নগদ অর্থ, কাপড় চোপড় ইত্যাদি আনুমানিক মূল্য ২৫০০ লুট করিয়া নিয়া যায়। আহত শ্রীকৃষ্ণ দেবনাথকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় উপরোক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৪ এবং অস্ত্র আইনের ১৭ ধারায় ২/৭/৯৩নং মোকদ্দমা বিলোনীয়া থানায় নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ উক্ত ঘটনার সংশ্রবে বিলোনীয়া থানাধীন রতনপুর সাকিনের শ্রীকুমুদ দেবনাথ এবং শ্রীঅগ্নিমোহন ত্রিপুরাকে গত ১৬ । ৭ । ৯৩ইং তারিখে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করেন। বর্তমানে ধৃত ব্যক্তিদ্বয় জেল হাজতে আছে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

কানুলাল মজুমদারের মৃত্যুর ঘটনা নিম্নরূপ :—

গত ৩ । ৭ । ৯৩ইং বিকাল ৩-১০ মিঃ বিলোনীয়া থানাধীন রতনপুর সাকিনের শ্রীসতীশচন্দ্র দাস বিলোনীয়া থানায় এক অভিযোগ দায়ের করেন যে গত ২-৩ ৯৩ইং তারিখ, রাত্রি আনুমানিক ১-৩০ মিঃ এর সময় কয়েকজন অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতকারী তাহার বসত ঘরে প্রবেশ করে কাপড় চোপড় রেডিও, চাউল বাসনপত্র ইত্যাদি চুরি করে নিয়ে যায়।

উপরোক্ত ঘটনাটি বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭ । ৩৮০ ধারায় মোকদ্দমা নং ১/৭)৯৩ নথিভুক্ত করা হয়।

গত ৯ । ৭ । ৯৩ই তারিখ সকাল আনুমান ৯ ঘটিকার সময় বিলোনীয়া থানাধীন পাবুরছড়া নিবাসী শ্রীকুমুদ দাস ও অন্যান্য আরও ৪ (চার) জন ঐ গ্রামের শ্রীমন্টু দাসের বাড়ীতে চুরি হওয়া মালামালের বিষয়ে শ্রীজীবন চাকমা শ্রীসবিরাম ওচাই এবং কানুলাল মজুমদারকে দা লাঠি ইত্যাদি দ্বারা আঘাত করে আহত করে এবং শ্রীকানুলাল মজুমদারকে একটি ঘরে আটক করে রাখে শ্রীকানুলাল মজুমদারকে ঘরে আটক করে রাখার খবর পুলিশের গোচরে আসামাত্র পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে কানুলাল মজুমদারকে

ঘরের ভিতর অজ্ঞান অবস্থায় দেখতে পায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে মুহুরীপুর হাস-পাতালে প্রেরণ করেন এবং সেখানে ডাক্তার তাহার বিষপানে মৃত্যু হয়েছে বলে জানায়। তাছাড়া তদন্তকালে স্থানীয় জনসাধারন ও মৃত কানুলাল মজুমদারের দুই সহযোগী কানুলাল মজুমদার নিজ হাতে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে বলে জানায়।

উপরোক্ত ঘটনাটি একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নং ১(৭)৯৩ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৪ ধারায় এবং কানুলাল মজুমদার ও তাহার সঙ্গীদের আটক করে মারধর করার বিষয়ে অপর একটি মোকদ্দমা নং ৫(৭'৯৩ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৫ ধারায় বিলোনীয়া থানায় নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালে পুলিশ ৫(৭'৯৩নং মামলায় সংশ্রবে রতনপুর নিবাসী শ্রীকুমুদ দাসকে এবং ১'(৭)৯৩নং মামলার সংশ্রবে শ্রীসবিতায় ওঢাই এবং শ্রীজীবন মারাককে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন।

ঘটনাটি তদন্তাধীন আছে।

ANNEXURE—"D"

Written statement laid on the table of the House by the L. S. G. Minister to the Calling Attention Notice given by Sri Pabitra Kar & Sri Subal Rudra, M.L.A.

"আগরতলা শহরে জল নিষ্কাশন সমস্যা সম্পর্কে"

উত্তর

পূর্বে আগরতলা শহরে জমা জলগুলি ঘোরপথে কাঁটা খাল এবং হাওড়া নদীর পথে বাংলাদেশে প্রবাহিত হইত।

প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে বর্তমানে আগরতলা শহরে বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টির জল আনু-পাতিক ২৫০ লাখ জি, পি, এইচ, পরিমানে জমিয়া যায়। এই জল জমার কারণগুলি সাধারণভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হইল :—

১। জবরদখলকারীর কারণে আগরতলা শহরে প্রধান জল নিষ্কাশন নালাগুলির প্রশস্ততা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। ফলে নালাগুলির দ্বারা জল নিষ্কাশন ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছে।

২। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আখাউড়া খালে উঁচু বাঁধ দেওয়ার ফলে আগরতলা শহরে দ্রুত জল নিষ্কাশন বাঁধাপ্রাপ্তি হওয়ার জল জমিয়া সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে।

৩। আগরতলা শহরের লেবেল নিচু হওয়ার একমাত্র বাংলাদেশ অভিমুখ ভিন্ন জল অপসারন করার রাস্তা নাই।

৪। আগরতলা শহরের বড় বড় প্রাকৃতিক জলাধারগুলি অবলুপ্তির কারণে এলাকা ভিত্তিক জলধারন ক্ষমতা (Area wise water catchment capacity) কমিয়া গিয়াছে এবং জল নিষ্কাশনের পক্ষে একটি বড় অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে।

৫। আগরতলা শহরের সমস্ত নালা, ড্রেইনগুলি খোলা হওয়ায় যথেচ্ছ আবর্জনা পরিত্যক্ত হয়। ফলে নালাগুলির বেড়লেবেল ক্রমশ: উঁচু হইতে থাকায় জলধারন তথা জল নিষ্কাশন ক্ষমতা আগের তুলনায় অনেক কম।

৬। ক্রমশ: আগরতলা শহরের রাস্তাগুলির লেবেল উঁচু হওয়ার কারণে পার্শ্ববর্তী এলাকার জল জমিয়া যায়।

৭। জমা জল ধীরে ধীরে নিষ্কাশনের জন্য আগরতলা পৌর এলাকার নিম্নলিখিত স্থানে কতকগুলি পাম্প বসানো হইয়াছে।

i] V.M. Chowmuhani 1 No. pump 2.25 lakh G.P.H.
ii] Paradise Chowmuhani 1 No Pump 1.13 lakh G.P.H.
iii] Ganaraj Chowmuhani 1 No Pump 1.13 lakh G.P.H.
iv] East Kotowali 2 Nos pump 2 5 lakh G.P.H. each
v] Central Road Extension 1 No pupm 1.13 lakh G.P.H.
vi] Master para 1 No pump 1.13 lakh G P.H.
vii] Joynagar backlane 1 No pump 2.5 lakh G.P.H.
viii] Town Bordowali rest house 1 No pump 2.5. lakh G P.H.

এইগুলির মধ্যে বড়দোয়ালী রেস্ট হাউসের পাম্পটি এখনও চালু করা সম্ভব হয় নাই। কাটা পানিয়া খালের প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর ইহা চালু করা সম্ভব হইবে।

এইসকল পাম্পগুলির জল নিষ্কাশনের সম্মিলিত ক্ষমতা ১৭ লাখ জি, পি, এইচ। অপর পক্ষে আনুপাতিক জমা জলের পরিমাণ ২৫০ লাখ জি, পি, এইচ। অতএব এই জল নিষ্কাশনের সমস্যা অর্থের অভাবে এখনই দূর করা সম্ভব হইতেছে না। Drainage Department of IFC & PHE আগরতলা শহরের system এর জন্য একটি Master plan প্রস্তুত করার জন্য একটি consultancy firm নিযুক্ত করিয়াছে। উক্ত Master plan-এ নিম্নলিখিত জোনে আগরতলা পৌর এলাকাকে বিভক্ত করিয়াছে :—

1) Katakhal Basin—Ashram Chowmuhani, Town Indranagar, M B Road to College Road, Motor Stand to Bhagaban Thakurbari-এর অন্তর্বর্তী স্থান।

2) Howrah Basin—Master plan-এ অন্তর্গত কিছু এরিয়া হইতে হাওড়া নদীর মাধ্যমে পাম্পের সাহায্যে জল নিস্কাশন।

3) Kalapania Basin --Howrah নদীর বাঁধ ও আখাউড়া রোডের অন্তর্গত স্থান

4) Akhaura Basin-- উপরিউক্ত স্থানগুলি ব্যতীত অবশিষ্ট সকল এরিয়াই এই বেসিনের অন্তর্গত।

এই Master plan কার্য্যকর করিতে আনুমানিক ২৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে। IFC & PHE Dpstt উক্তConsultancy firm কে কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়া যাহাতে ইন্দ্রনগর লেইক চৌমুহনী প্রগতি রোড ইত্যাদি স্থানে জল নিকাশন আরও সহজতর হয়। উক্ত মাষ্টার প্ল্যান কার্য্যকর করা সময় সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল। তবু বর্তমানে সরকারের অর্থ সংস্থানের মধ্যে উক্ত মাষ্টার প্ল্যান up to date করিয়া আগরতলা পৌর এলাকায় Sewerage drainage & solid master Management এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

Written statement laid on the table of the House by the Agriculture Minister to the Calling Attention Notice given by Sri Makhanlal Chakraborty, M.L.A.

উত্তর

বিষয় :—"সার ও কীটনাশক ঔষধের অপ্রতুলতা হেতু কৃষকদের ফসলের সমূহ ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

প্রতি মরশুমের আগেই প্রয়োজনীয় সার রাজ্যে মজুত করা দরকার। কিন্তু গত দু বছরে রাজ্যের আর্থিক দুরাবস্থার জন্য এবং সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রে দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং সারের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ায় সারের অগ্রিম মজুত করা সম্ভব হয় নাই।

এই কারনেই বর্তমান বৎসরের প্রারম্ভে সারের কিছুটা অভাব হয়েছিল। রাজ্যে যদিও আর্থিক দুরবস্থা এবং গত বৎসর সার কেনা বাবদ বকেয়া ঋণ ছিল প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা তবু রাজ্য সরকার সার যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা বিশেষ যত্ন নিচ্ছে। কাজেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি দপ্তর সার সংগ্রহ ও যোগান দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে।

রাজ্যে বর্তমানে (১২ই জুলাই পর্য্যন্ত) বিভিন্ন সারের মজুত হল ৫১১৪ মেঃ টন। বিভিন্ন সারের পরিমাণ নিম্নরূপ :—

ইউরিয়া— ২৮১৭ মেঃ টন,
ডি. এ. পি.—৮২১ মেঃ টন,
এম. এম. পি.—৮৯ মেঃ টন,
রক ফসফেট—৬৭৪ মেঃ টন,
পটাশ - ৪০১ মেঃ টন,
মিশ্রসার— ৩১২ মেঃ টন,
(১৫, ১৫, ১৫)

সর্ব্বমোট—৫১১৪ মেঃ টন

উপরোক্ত হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে যে স্টক আছে তার দ্বারা আগষ্টের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত চলা যাবে। ইতিমধ্যে আরো ৫০৭০ মেঃ টন সারের অর্ডার পাঠানো হয়েছে

যার মধ্যে ১৫৫০ মে: টন জুলাই ১৯৯৩ইং মাসের মধ্যে পাবার সম্ভাবনা এবং বাকী পরিমান (৩৫২০ মে: টন) আগষ্ট মাসের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। সরবরাহকারী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োজন অনুযায়ী সারের যোগান অব্যাহত রাখলে খরিফ খন্দে কোন সারের অভাব হবে না। তবে রবি ফসলের জন্য সার কিনে রাখা দরকার তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

২। বর্তমানে রাজ্যে কীটনাশক ঔষধ আছে নিম্নরূপ :—

ফুরাডন— ১২৪ ৫ কেজি,
ডিমেক্রন— ২৩৩৪.০ কেজি,
বি, এইচ, সি,—৮৬৮২ ০ কেজি,
এণ্ডোসালফন—৯৫৬০ ০ লিটার,
কুইনালফস— ৪২৬৩ ০ লিটার।

সর্ব্বমোট— ২৪.৯৬৩,৫ কেজি/লিটার।

এই পরিমান কীটনাশক বর্তমানে প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট। ইতিমধ্যে পোকার আক্রমণ বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ কারণে গ্রামস্তর পর্য্যন্ত সমস্ত কৃষি কর্মীকে প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সর্ব্ব ভারতীয় ক্ষেত্র থেকে পোকার ঔষধ কেনার জন্য টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। ঐ টেণ্ডার আগামী ২৬।৭।৯৩ এর মধ্যে পাওয়া গেলে আগষ্টের মাঝামাঝি সময়ে কীটনাশক ঔষধ কেনা যাবে বলে আশা করা যায়।

বর্তমানে মোট ৫০৭৯ কেজি রোগের ঔষধ আছে যার দ্বারা ২০০০ হেক্টর জমিতে স্প্রে করা যাবে।

সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তি হিসাবে রোগ পোকার ঔষধের দাম ক্রমবর্দ্ধমান। দাম নির্দ্ধারিত হওয়ার পরেও বিভিন্ন কোম্পানি সরবরাহ করতে অনীহা প্রকাশ করে। তবু ত্রিপুরা দুটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে কয়েকটি সর্ব ভারতীয় কোম্পানির এজেন্সী নেওয়া হয়েছে যাতে সময় মতো রোগ পোকার ঔষধ সরবরাহ করতে পারে।

—ঃ রাজ্যে বর্তমান বৎসরে সারের চাহিদা সহ সার সম্পর্কিত বিস্তৃত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :—

	সারের নাম (মেট্রিক টন হিসাবে)						
১	ইউরিয়া ২	সিঙ্গেল সুপার ফসফেট ৩	ডাই এমোনিয়া ফসফেট ৪	রক্ ফসফেট ৫	মিউরেট অব পটাশ ৬	মিশ্রসার ১৫:১৫:১৫ ৭	সর্বমোট ৮
১। ১৯৯৩-৯৪ সনে বাৎসরিক সারের চাহিদা	১৫৯০৫	৩১৫২	৫৭০০	২২০০	৪৪৮৫	২০০০	৩৪,২৪২
২। ১৯৯৩ সনে খরিফ খন্দে সারের চাহিদা	৮৮০০	১৮২৬	২৫০০	১৩২৬	১৯২০	১০০০	১৫,৩৯৮
৩। বিগত বছর থেকে ১লা এপ্রিল, ৯৩ পর্যন্ত জের টানা (বি. এফ. স্টক) সারের মজুতের পরিমাণ	৪৫৯২	১৯৬	১১৪৪	৪১৯	৭১৯	২৮০	৭,৩৫০
৪। ১লা এপ্রিল ৯৩ থেকে ১২ই জুলাই ৯৩ পর্যন্ত ক্রীত ও গুদামজাত সারের পরিমাণ	২৬৭	৯৬	১৯৬	৪৫৭	১৭৫	১৩৬	১৩০০
৫। ১২ই জুলাই ৯৩ পর্যন্ত মোট মজুত সারের পরিমাণ (ক্রমিক নং ৩, ৪)	৪৮৫৯	২৯২	১৩১৩	৮৭৬	৮৯৪	৪১৬	৮,৬৫০
৬। ক) ১লা এপ্রিল ৯৩ থেকে ১২ই জুলাই ৯৩ পর্যন্ত কৃষকদের মধ্যে বণ্টিত সারের পরিমাণ	২০৪২	২০৩	৪৯২	২০২	৪৯৩	১০৪	৩,৫৩৬

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৬। খ) ১লা এপ্রিল ৯২ থেকে ১২ই জুলাই ৯২ পর্য্যন্ত কৃষকদের মধ্যে বন্টিত সারের পরিমান	১৭০০	২০০	৬১৭	৩৭৫	৩৩৬	৭০	৩ ৩৯৮
৭। ১২ই জুলাই ৯৩ পর্য্যন্ত প্রকৃত (নেট) মজুত সারের পরিমাণ ক্রমিক নং (৫–৬)	১৮১৭	৮৯	৮২১	৬৭৪	৪০১	৩১২	৫.১১৪
৮। ১২ই জুলাই ৯৩ পর্য্যন্ত যে সকল সার সরবরাহের পথে (ইন দি পাইপ লাইন) তার পরিমান	৬০০	—	—	৪৫০	—	৫০০	১ ৫৫০
৯। খরিফ ৯৩ খন্দে জন্য আরও যে পরিমাণ সার কিনতে হবে তার মোটামুটি হিসাব, তবে বিশিষ্ট রকম সার না পাওয়া গেলে তার পরিবর্তিত সার কেনা হবে	৩৪১	১৫৭০	১১৮৭	—	১০১৬	৮৪	৭ ১৯৮

Reply laid on the table of the House on 27/7/93 by the Minister-in-charge of Home Deptt. on the matter of Urgent Public Importance raised by Sri Tapan Chakraborty, M.L.A.

উত্তর

T.N V. চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ৩১শে মার্চ ১৯৯৩ইং পর্যন্ত রাজ্য সরকার T.N.V. চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী নেতার হাতে কত টাকা দিয়েছেন এবং কোন কোন খাতে তা ব্যয় হয়েছে সে সম্পর্কে।"

ভারত সরকার রাজ্য সরকার এবং নিম্নোক্ত T.N.V. সদস্যদের মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি হয় :—

১। শ্রীবিজয় কুমার রাংখল
২। শ্রীঅনন্ত দেববর্মা
৩। শ্রীকার্ত্তিক কলই
৪। শ্রীহরিপদ রাংখল
৫। শ্রীবীরেনজয় রিয়াং
৬। শ্রীবিনয় দেববর্মা

কেন্দ্রীয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নোক্ত T.N.V, সদস্য যাহারা উগ্রপন্থী কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তাদেরকে যে সমস্ত আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে তাহার বিবরণ নিম্নে দেয়া গেল :—

চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী টি, এন, ভি, সদস্যের নাম	প্রাথমিক অনুদান	বাড়ী তৈরী বাবদ অনুদান	অর্থনৈতিক পুনর্বাসন বাবদ অনুদান	সর্বমোট
১। শ্রীবিজয় কুমার রাংখল	৪,০০০	৫,০০০	—	৯ ০০০
২। শ্রীঅনন্ত দেববর্মা	৪.০০০	৫,০০০	২০,০০০ গাড়ী কেনা বাবদ	২৯,০০০
৩। শ্রীকার্তিক কলই	৪,০০০	৫,০০০	২০,০০০ গাড়ী কেনা বাবদ	২৯,০০০
৪। শ্রীহরিপদ রাংখল	৪,০০০	৫,০০০	—	৯,০০০
৫। শ্রীবীরেনজয় রিয়াং	৪,০০০	৫,০০০	২০,০০০ মৎস্য চাষের জন্য	২৯,০০০
৬। শ্রীবিনয় দেববর্মা	৪,০০০	৫,০০০	২০,০০০ গাড়ী কেনা বাবদ	২৯,০০০
মোট	২৪,০০০	৩০,০০০	৮০,০০০	১,৩৪,০০০

শ্রীবিজয় কুমার রাংখলকে T.R.P.C. Ltd এর চেয়ারম্যান পদে এবং শ্রীহরিপদ রাংখলকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বিভাগে Rehabilitation Inspector পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

অন্যান্যরা তাদের লিখিত অভিমত অনুযায়ী চাকুরী দিয়ে অথবা ব্যবসার জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Supplementaries :

STATEMENT REGARDING QUANTIFICATION OF THE AMOUNT SPENT YEAR WISE FROM 1988-89 TO 1992-93

	Name of Seheme	Expenditure incurred					Cummulative
		1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Subsidy for distribution of rice, salt, & K. Oil in ADC areas during the loan months.	1,20,83,750/-	1,90,78,600/-	2,96,20,270 75	3 14,00,700/-	39,9[illegible],100/-	9,70,76,940·75
2.	Pay and Allowance of TNV. Returners appointed under various Department of State Government	19,93,616/-	46,00,000/-	—	—	—	65,93,616·00
3.	Economic Rehab. of TNV Returnee @ Rs. 20,000/ per returnee.	17,60,000/-	1,60,000/-	—	—	—	19,20,000,00
4.	Rehab of 2500 Jhumia Families under Rs 25,000/- Seheme	2,42,47,000/-	2,80,54,960/-	83,67,500/-	14,72,965/-	80,110/-	6,22,22,835/-

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Initial grant to 437 TNV Returnes @ Rs. 4000/- each	17,48,000/-	—	—	—	—	17,48,000/-
6.	Housing assistance to 431 TNV Returnes @ Rs. 5,000/- each	21,55,000/-	—	—	—	—	21,55,000/-
7.	Expenditure of Ganganagar peace Camp:	35,30,661·88	—	—	—	—	35,30,661 88
8.	Expenditure of Gobindabari Chowmanu Camp.	1,18,829 40	—	—	—	—	1,18,829 40
9.	Integrated mini-water shed Development project	1,20,00,000/-	60,00,000/-	93,75,000/-	50,00,000/-	39,30,800/-	3,63,05,800·00
10.	Bharat Darshan programme	2,22,900/-	6,06,472/-	5,99,650/-	6,00,000/-	—	20,29,022/-
11.	Expenditure of TNV Return at Agartala Circut House, Guest House	3,25,274·70/-	—	—	—	—	3,25,274 70/-

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Infreshtructure Dev. of Institution for Training/Craft Training. Educational Complex, Amtali.	47,65,450/-	71,79,000/-	1,51,24,606/-	—	—	2,70,79,056/-
13.	Vocational Training etc. Amtali.	—	11,55,000/-	1,45,18,800/-	(i)54,86,000 (Recr) (ii)62,15,594/- (Nonrecurring)	31,67,000/- (Recr.)	3,05,42,394/-
14.	Motor driving (Jatanbari)	—	5,11,000/-	—	—	—	5,11,000/-
15.	Training of youths/ women in various trade of ITI outside the State.	—	—	—	4,11,000/-	1,375/-	4,12,375/-
16.	I.R.D.P. (with Industry)	—	—	—	6,50,000/-	—	6,50,000/-
17.	Misc. Expenditure	49,818/-	3,04,982·40	3,240/-	13,717/-	—	3,71,257·40
18.	Irrigation project	—	57,44,750/-	16,43,150/-	15,62,100/-	—	89,50,000/-

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Infrashtructural facilities in Jhumia Rehabilitation	—	1,00,00,000/-	35,89,499/-	15,62,100/-	—	1,51,51,599/-
20.	Strengthening Agri Credit system	—	70,00,000/-	—	—	—	70,00,000/-
21.	Share capital Asstt. to S.T corporation	—	6,00,000/-	—	—	—	6,00,000/-
22.	Grant to TRPC Ltd. on Rubber Plantation	—	26,00,000/-	40,00,000/-	—	—	66,00,000/-
		6,49,99,799·98	9,44,94,764,40	8,68,12,235·75	6,28,19,539	1,11,72385	32,03,09,018.13
		Say Rs.6.50 crores	Rs.9·45 crores	Rs.8·68 crores	Rs.6·28 crores	Rs. 1.12 crores	Say Rs.32·03 crores

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday the 22nd. July, 1993. at 11-00 A.M.

P R E S E N T

Shri Bimal Sinha, Speaker in the Chair, The Chief Minister, the Deputy Speaker, nine Ministers, two Ministers of state and 35 Members.

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্য মহোদয়দের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে-কোন নাম্বার জানালে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে একটা প্রশ্ন আনতে চাই এই বিধানসভায় দলমত নির্বিশেষে গত ২১ শে জুলাই কলিকাতায় পুলিশের বর্বরোচিত আক্রমনে নিহত ১২ জন কংগ্রেস কর্মীর শোক — ... ...

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এখন কোয়েশ্চান আওয়ার, আপনার কিছু আনার থাকলে আপনি সেটা জিরো আওয়ারে আনতে পারেন। এখন আমি কোয়েশ্চান ছাড়া অন্য কিছুকে এডমিট করছি না।

(গণ্ডগোল)

(বিরোধী দলের সকল সদস্যগণ ওয়াক্ আউট করেন—সময়-১১-০৬ মিঃ ।)

শ্রীমাধবেন্দ্রলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ২২।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার — ২২।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ইউরিয়া সহ বিভিন্ন প্রকার সারের বাৎসরিক চাহিদা কত ?

২) বর্তমানে রাজ্যে মজুত সারের পরিমান কত ?

৩) কেন্দ্রীয় সরকার সারের উপর ভুর্তকী তুলে দেওয়ায় রাজ্যের কৃষকদের কি পরিমাণ বাৎসরিক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে ?

৪) কৃষকদের এই ক্ষতি পূরনের জন্য রাজ্য সরকার সারের উপর কোন ভুর্তকী দেওয়ার চিন্তা করছেন কি ?

উত্তর

১) ইউরিয়া সহ ১৯৯৩-৯৪ সালের বিভিন্ন সারের বাৎসরিক চাহিদা নিম্নরূপ—

১) ইউরিয়া ১৫,৯০০ মে. টন। ২) সিঙ্গল সুপার ফসফেট ৩,৯৫২ মে. টন। ৩) ডাই-এ্যামুনিয়াম ফসফেট—৫,৭০০ মে, টন। ৪) মিউরেট অব্ পটাশ—৪৪৮২ মে, টন, ৫) রক্ ফসফেট—২২০০ মে, টন, অমৃত মিশ্র সার—২,০০০ মে. টন। মোট—৩৪,২৪২ মে. টন।

২) ১২ জুলাই, ১৯৯৩ সালে রাজ্যে মজুত সারের পরিমান নিম্নরূপ -

১) ইউরিয়া—২৮১৭ মে, টন, ২) সিঙ্গল সুপার ফসফেট—৮৯ মে, টন, ৩) ডাই এ্যামুনিয়াম ফসফেট—৮১১ মে, টন ৪) মিউরেট অব্ পটাশ—৪০১ মে, টন, ৫) রক্ ফসফেট—৬৭৪ মে, টন। ৬) অমৃতমিশ্র সার (১৫:১৫:১৫) ৩১২ মে. টন। মোট—৫১১৪ মে, টন।

৩) কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন (ইউরিয়া ইত্যাদি নাইট্রোজেন সার ব্যতীত) নিয়ন্ত্রণ বহি-

ভর্তুকি সারের উপর প্রত্যক্ষ ভর্তুকী তুলে নেওয়ার ফসফেট, পটাশ ও মিশ্র সারগুলির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রাজ্য সরকার কৃষকদের জন্য বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি না করায় অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য অপরিবর্তিত রাখায় রাজ্যের চাষী ভাইদের কোন রূপ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হচ্ছে না।

৪) ক্ষতি পূরনের প্রশ্ন উঠে না। রাজ্য সরকার বর্তমানে বিভিন্ন সারের বর্ধিত খরিদ মূল্য ও সম্পূর্ণ পরিবহন খরচ ভর্তুকী বাবদ বহন করিতেছেন.

শ্রীমাধবলাল চক্রবর্তী : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, স্যার মন্ত্রী মহোদয় এখানে সারের যে তথ্য দিলেন, লক্ষ করলাম যে বর্তমানে যে স্টক রয়েছে সেটা মোটামুটি খারাপ না। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি স্যার এই রাজ্যে ব্যাপকভাবে সারের ক্রাইসিস্ চলছে। এমনকি অনেকগুলি ডি. এল, ডব্লিউ, স্টোরে সার নেই। তাও আবার যেখানে থেকে দেওয়া হচ্ছে সেখান থেকে মাত্র পাঁচ কেজি দশ কেজি করে বিলি বন্টন করা হচ্ছে। এটা খুবই নগন্য। দশ কেজি, ২০ কেজি,র উপরে সার দেওয়া যাবে না। এটা সরকারের সিদ্ধান্ত কিনা জানি না: কিন্তু এইসব কারনে সারা রাজ্যে সারের একটা ক্রাইসিস্ দেখা দিয়েছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার সার সংবরাহের নীতি পরিবর্তন করার ফলে গত দুই বছর ধরেই আমাদের রাজ্যে সার বিলি বন্টন এবং কৃষকদের সার পেতে অসুবিধা হয়েছে। এটা ঠিক। এটা আমি স্বীকার করছি।

শ্রীমাধবলাল চক্রবর্তী :— স্যার এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন সার ক্রাইসিসের কারণ। কিন্তু স্যার, আমরা পাশাপাশি লক্ষ করেছি, যে সার কৃষি দপ্তরের ডি, এল, ডব্লিউতে পাওয়ার কথা বা ঔষধ পাওয়ার কথা, কীট নাশক ঔষধ পাওয়ার কথা। সেখানে বাইরের কতগুলি দোকান রয়েছে, সেগুলি নাকি আবার লাইসেন্স প্রাপ্ত, সেখানে অনেক স্টক। যেটা ডি, এল, ডব্লিউ, স্টোরে পাওয়া যায় না সেটা সেখানে পাওয়া যায়। যেখানে দুই টাকা সত্তর পয়সায় ইউরিয়া সার বিক্রি হওয়ার কথা সেখানে চার টাকা পাঁচ টাকায় প্রচুর পরিমানে সার বিক্রি করছে এবং তারা বলছেন যে আমরা লাইসেন্সে সার আনছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : স্যার এটা ঠিক যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সার কোম্পানীর অনুমোদিত ছয়টি সংস্থা আছে। তারা বিভিন্ন প্রকারের সার লাইসেন্স নিয়ে বিক্রি করেন। এবং সেখানে রেসট্রিকশান আছে যে দোকানে সার বিক্রি করার লাইসেন্স আছে, তিনি নির্দিষ্টভাবে সেই সার বিক্রি করতে পারবেন। এছাড়া অন্য ধরনের সার বিক্রি করতে গেলে বা তার কাছে স্টক ৫০ মেট্রিকটনের উপর পাওয়া গেলে আমাদের রাজ্যের ফাইটিলাইজার ইন্সপেক্টর, তিনি ইনসপেকশান করে তিনি ধরতে পারবেন। এবং আমাদের এখানে ভারতবর্ষের যে আইন আছে, ফাইটিলাইজার প্রডেকশান এক্ট সেই আইন আমাদের এখানে কার্য্যকরী করার বিধান আছে। আমরা সেই আইন অনুযায়ী তাকে ধরতে পারি। কিন্তু সেই ডিলাররা বা সার ডিলাররা বা অন্য কোন দোকানে যদি লাইসেন্স ছাড়া যদি কেউ বিক্রি করে থাকে সেটা ৫০ মেট্রিক টনের কম হলে আমাদের সরকারের কিছু করার নেই। এটা ঠিক যে আমাদের ডি, এল, ডাব্লিউ স্টোরে সারের দামটা কম হওয়াতে স্যার, ৫০ মেট্রিক টন নয়, ১০ মেট্রিক টন আমি ভুলে বলেছি স্যার, দুঃখিত। এখানে আমরা প্রতি কেজি ইউরিয়া বর্তমানে বাজার দরে যা বিক্রি করছি আমরা। আমাদের ডি, এল, ডাব্লিউ ষ্টোর থেকে যেসব সার দেওয়া হয় তার দর আমি বলছি। ইউরিয়া প্রতি কেজি: ৩ টাকা ০৬ পয়সা, বিক্রি করছিল ১ টাকা ৭৭ পয়সা, ভূর্তকী প্রতি কেজি ১ টাকা ২৯ পয়সা। ডি, এ, পি, প্রতি কেজি ৪ টাকা ৮৭ পয়সা, বিক্রি করছি ২ টাকা ৭০ পয়সা; ভূর্তকী ২ টাকা ১৭ পয়সা। এস, এস, পি, প্রতি কেজি ২ টাকা ৩০ পয়সা, বিক্রি করছি ১ টাকা ৭২ পয়সা, ভূর্তকী ১ টাকা ৫৮ পয়সা। রক ফসফেট প্রতি কেজি ২ টাকা ৪০ পয়সা, বিক্রি করছি ৬৩ পয়সা, ভূর্তকী ১ টাকা ৭৭ পয়সা। পটাশ প্রতি কেজি ৭ টাকা, বিক্রি করছি ৭৮ পয়সা, ভূর্তকী ৬ টাকা ২৬ পয়সা অমৃত কেজি ৪ টাকা ৩০ পয়সা, বিক্রি করছি ২ টাকা ৮৫ পয়সা, ভূর্তকী ১ টাকা ৪৫ পয়সা আমরা দিচ্ছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার কেন্দ্রীয় সরকার ও, এন, জি, সি, তুলে দেওয়ার ফলে ত্রিপুরার গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা স্থাপন বিলম্বিত হচ্ছে। কৃষকদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা স্থাপনের ক্ষেত্রে আবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জোর দেওয়া বা কেন্দ্রীয় সরকারকে

জানানো এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানকার স্থানীয় যে সোর্স আছে গোবর সার অথবা সবুজ সার সংরক্ষনের জন্য পুরানো যে ব্যবস্থাগুলো ছিল, সেগুলিকে আবার কৃষকদের চাহিদার কথা চিন্তা করে আবার পুনর্জ্জীবিত করার কথা দপ্তর চিন্তা করবেন কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের এই পরামর্শ আমরা খতিয়ে দেখব।

শ্রী অমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) : -মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা দেশের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কম দামে কৃষকদের হাতে সার পৌঁছে দিতে পারি। সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি রাজ্য, সেই রাজ্যের একটি জেলা কাছাড়। সেখানে অনেক বেশী মূল্যে কৃষকদের সার কিনতে হয়। বিগত বছরগুলোর আমরা দেখেছি সেই সারগুলি সাধারণ কৃষকের হাতে না গিয়ে কালোবাজারীদের মারফত অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে কাছাড়ে চলে যেত। আমাদের রাজ্যের কৃষকরা সেই ক্ষেত্রে বঞ্চিত হত। এবং এই ক্ষেত্রে ধর্মনগর এবং কাঞ্চনপুর মহকুমার কৃষকরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হত সার পাওয়ার ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে যাতে কৃষকরা সার পায় এবং সার যাতে কালোবাজারে চলে যেতে না পারে এই ক্ষেত্রে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্য থেকে সার কালোবাজারী হয়ে আসাম এবং বাংলাদেশে যায় এই খবর আমাদের কাছে আছে। তবে আমাদের দপ্তর থেকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে সার দোকান থেকে বিক্রি করার সময় এক সঙ্গে যাতে কৃষকরা এক বস্তা সার নিতে না পারেন. তার জন্য আমরা বস্তা কেটে কেটে কৃষকদের দিচ্ছি। যাতে এই কালোবাজারীর সম্ভাবনা কম থাকে। আর আমরা পুলিশ দপ্তরকে অনুরোধ করছি যাতে কালোবাজারী বন্ধ করার কাজে ও আমাদের সাহায্য করেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য পবিত্র কর, অনুপস্থিত, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক, অনুপস্থিত.

মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (কৈলাসহর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্ট্যার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং থেকে ১১ই মার্চ, ১৯৯৩ ইং পর্য্যন্ত 'দৈনিক সংবাদ' 'স্যন্দন' 'ত্রিপুরা দর্পন' এবং 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকাগুলির মধ্যে রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন্ কোন্ পত্রিকায় মোট কত টাকার বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে, এবং

২) পূর্বতন জোট সরকারের বিজ্ঞাপন নীতি কি ছিল ?

উত্তর

১) পত্রিকাগুলি ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ থেকে ১১ মার্চ ১৯৯৩ পর্য্যন্ত মোট নিম্নলিখিত অংকে বিজ্ঞাপন পেয়েছে—

ক) দৈনিক সংবাদ —১৮,৫৮,৪৮'২০

খ) ত্রিপুরা দর্পন—১৪,১০,০৯৩'৩০

গ) স্যন্দন— ১৫,৭৪,০১৫'৩০

ঘ) ডেইলী দেশের কথা— ২,০৫১'০০

২) পূর্বতন জোট সরকার ১৯৫৮ সালে ত্রিপুরায় প্রবর্তিত বিজ্ঞাপন নীতি দুইটি সংযোজন সহ অনুসরন করেছে। প্রথম সংযোজন এ বলা হয়েছিল যে কোন রাজনৈতিক দলের মুখপত্রকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না। এই নিয়ম অবশ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষায় প্রকাশিত মুখপত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

দ্বিতীয় সংযোজনে বিজ্ঞাপনের হার পরিবর্তন করা হয়। এই হার পূর্বতন হারের পঞ্চাশ শতাংশ অথবা নির্দিষ্ট পত্রিকার ক্ষেত্রে ডি এ পি'র প্রদেয় হারের সমতুল হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই তা চৌদ্দ টাকা বাট পয়সার বেশী হবে না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, আমরা দেখছি রাজ্যের প্রধান ৪টি দৈনিক পত্রিকার মধ্যে দৈনিক সংবাদকে ১৮ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন এবং "ডেইলী দেশের কথা"কে ২,৩৫১ টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এখন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটা স্বীকার করবেন যে পূর্বতন সরকার বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করার জন্যই এই আঘাতটা ডেইলী দেশের কথার উপর হেনেছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— বিগত জোট সরকার এর বিজ্ঞাপন নীতি মার্কসবাদী দলের মুখপাত্র ডেইলী দেশের কথাকে বিজ্ঞাপন না দিয়ে একটা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন. যেটা কখনও হতে পারে না। কারণ ভারতবর্ষের সবটা ব্যাপারই চলছে রাজনীতির উপর. আর এটা হচ্ছে এক ধরনের ভণ্ডামী। আমি মনে করি, ভারতবর্ষের প্রশাসনিক রাজনীতির ইতিহাসে এটা একটা অস্পৃশ্য শব্দ। এই দেশের যাবতীয় কাজকর্ম রাজনীতির কর্মসূচীর ভিত্তিতেই হয়. তাই 'ডেইলী দেশের কথা' যেহেতু মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটির মুখপাত্র. সেটাকে বিজ্ঞাপন দেব না। আমরা জানি যে কোন দল মানুষের কাছে ভোট প্রার্থী হয়ে তাদের ভোটেই দেশের শাসন ক্ষমতায় বসে বা কাউকে সেই শাসন ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দেয়, অথচ দলের কোন মুখপত্রকে বিজ্ঞাপন দেব না, যদিও সেই দল ভারতের সংহতির বিরুদ্ধে নয়. ঐ সব রাজনৈতিক দলের মুখপত্রই এই দেশকে পরিচালনা করে কাজেই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র বিজ্ঞাপন পাবে না. এটা রাজনৈতিক মনোভাব থেকে নিকৃষ্ট ধরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি। আবার অন্য দিকে তিনি কাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে যেহেতু টি; ইউ, জে, এদের মুখপত্র এবং জোট সরকারের অংশীদার এই যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, এটা বিরোধী দলের গণকণ্ঠকে চেপে দেওয়ারই সামিল, আর, এভাবে গণকণ্ঠকে চেপে দিয়ে, তারা মানুষকে হত্যার লীলায় মেতে উঠেছিলেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা জানি যে প্রেস কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া এই ডেইলী দেশের কথাকে বিজ্ঞাপন না দেওয়ার বিরুদ্ধে গৌহাটি হাই কোর্টে একটা মামলা করেছিলেন। আমি জানতে চাইছি, সেই মামলার রায় বের হয়েছে কিনা এবং হলে সেই রায়টা কি দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, ১২/১২/৯২ তারিখে গোহাটি হাইকোর্টের

আগরতলা বেঞ্চের মাননীয় বিচারপতি, শ্রীএস, ফুকন এবং শ্রী এস, এস, সেমা তাদের রায়ে জোট আমলের বিজ্ঞাপন দেওয়ার নীতি সম্পর্কে দলীয় মুখপত্রকে বিজ্ঞাপন না দেওয়ার যে নীতি নিয়েছিলেন, তা বাতিল করে দিয়েছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারি স্যার, গৌহাটী হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এবং এই যে পাঁচবছর ডেইলী দেশের কথা বিজ্ঞাপন পেল না, তারপরে যে ক্ষতি হলো সেই ক্ষতিপূরণ সরকার করার জন্য কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সেইটা নীতিগতভাবে দেওয়া যেতে পারে। দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত মামলায় পরবর্তী সময়ে তাদেরকে সেই টাকাটা গ্রস হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। সেই দিক থেকে ডেইলী দেশের কথা এই বছর ১৪ লক্ষ টাকা পাওনা। সেটা কিভাবে দেওয়া যায় সেটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য লেন প্রসাদ মালসাই।

শ্রীলেন প্রসাদ মালসাই (কাঞ্চনপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১২৯, হোম ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১২৯।

প্রশ্ন

১) সাতনালা, তৈছানা, গছিরাম পাড়া ও জম্পুই সাবুয়াল পাড়াতে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর জন্য সরকারের কোন চিন্তা আছে কি না ?

উত্তর

১) এই রূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

প্রশ্ন

২) এইরূপ পরিকল্পনা না থাকলে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

২) সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে উক্ত এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় নাই। রাজ্যের কোন এলাকায় পুলিশ ক্যাম্প করতে হলে সেই এলাকার জনসংখ্যা, সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ইত্যাদির ভিত্তিতে পুলিশ ক্যাম্প বা আউট পোস্ট স্থাপন করা হয়। যে সমস্ত জায়গায় পোষ্ট আউট নেই সেই সমস্ত জায়গায় প্রয়োজনে পুলিশ টহলদারীর ব্যবস্থা করা হয়।

শ্রীসোম প্রসাদ মালসাই :— সাপ্লিমেন্টার স্যার, কাঞ্চনপুর এলাকার, লাভনালা, তৈছামা গছিরাম পাড়া ও জম্পুই সাবুয়াল পাড়াতে উগ্রপন্থী ঘুরাফেরা করছে এবং কোথাও কোথাও চাঁদা আদায় করছে। যারা চাকুরী করছেন এবং এই সমস্ত এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদের কাছে থেকে চাঁদা আদায় করছে। সেখানে ভয়ে কর্মচারীরা বাড়ী ঘরে থাকতে পারছে না। এই ব্যাপারে কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— যদি প্রয়োজন হয় পুলিশ আউট পোষ্ট দেওয়া যেতে পারে। এখন কোন পরিকল্পনা নেই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৯, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : — স্যার অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং- ১৫৯।

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কতটি নূতন বাজার শেড নির্মাণ করা হবে,

২ কদমতলা বাজারে নূতন শেড করার অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের কোন পরিকল্পনা আছে এবং

৩। থাকলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হবে?

উত্তর

১। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বৎসরে রাজ্যে ৩৭টি নূতন বাজার শেড করার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২ কদমতলা বাজারে নূতন কোন শেড করার পরিকল্পনা অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্ট-মেণ্টের নেই।

৩ ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— স্যার, এই বাজার শেডগুলি কোন্ কোন্ দপ্তর করে থাকেন তা জানাবেন কি ? না, শুধু মাত্র অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট থেকেই এই বাজার শেড করা হয় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : – মাননীয় স্পীকার, স্যার, অন্য দপ্তর করেন কিনা তা বলতে পারব না। তবে কৃষি দপ্তর করে থাকেন।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) :— স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই যত গুলি বাজার শেড আছে তার মধ্যে অনেকগুলিই নষ্ট হয়ে গেছে। এই সমস্ত ভেঙ্গে পড়া বাজার শেড-গুলির সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীরাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : – স্যার, এটা আমাদের নজরে আছে। আমরা দেখেছি, বহু পুরান বাজার শেড ভেঙ্গে পড়েছে। কিছু বাজার শেড মেরামত করার জন্য টাকার সংকুলান করা হয়েছে। সবগুলি একসঙ্গে ঠিক করা সম্ভব নয়। প্রায়রিটি বেসিসে ঠিক করা হবে। মাননীয় সদস্যকে বলব, উনি নাম দিতে পারেন। যদি প্রায়রিটি বেসিসে স্থান পায় তাহলে নিশ্চয়ই ঠিক করা হবে।

শ্রীদেবব্রত কলই :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন, এই আর্থিক বছরে ৩৭টি নূতন বাজার শেড তৈরী করা হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, রাজ্যের কোন্ কোন্ স্থানে এই নূতন বাজার শেডগুলি তৈরী হবে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার, লম্বা লিষ্ট। আপনি অনুমতি দিলে হাউসে লে করে দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার :— আপনি হাউসে লে করে দেবেন

ANNEXURE "A"

মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস :— স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং— ১৭০।

মিঃ স্পীকার :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং — ১৭০।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে মোট কতটি শিফটিং কাল্টিভেশান প্রজেক্ট চালু আছে,
২। উক্ত স্কীমে কত জুমিয়া পরিবারকে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১ রাজ্যে শিফটিং কাল্টিভেশান প্রজেক্ট নামে কোন স্কীম চালু নেই। তবে কন্ট্রোল অব শিফটিং কাল্টিভেশান নামে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে ৪৬টি প্রকল্প ১৯৯০-৯১ সন পর্য্যন্ত চালু ছিল।
২ উক্ত প্রকল্পে মোট ১৭৭৩টি জুমিয়া পরিবারকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীসুধন দাস :— এই প্রজেক্টে যে সমস্ত পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আমার জানামতে বিলোনীয়া বিভাগের উত্তর ভারতচন্দ্র নগরে এই ধরনের প্রজেক্ট আছে। দেখা গেছে, কিছু স্কীমের জন্য সেখানে যে টাকা পয়সা

এসেছিল সেই টাকা পয়সা নয় ছয় হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রজেক্ট চালু হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভেস্তে গেছে। ৭৫টি পরিবার বর্তমানে অসহায় অবস্থায় আছে। এদেরকে পুনরায় স্ব-নির্ভর করে তুলার জন্য কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে গ্রহণ করা হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : – স্যার, আমি বলেছি, কৃষি দপ্তরের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার এই জুমিয়া পুনর্বাসন স্কীম চালু করেছিলেন। ১৯৯০-৯১ সনে এই স্কীম বন্ধ হয়ে গেছে। যে সমস্ত কলোনী স্থাপন হয়েছিল তাদেরকে আমাদের রাজ্য প্ল্যান থেকে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়া হবে। তা প্রয়োজন ভিত্তিক মাত্র হতে পারে.

মি: স্পীকার :— শ্রী অরুন ভৌমিক এবং শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণনগর) : - এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭০ স্যার।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : - এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭০ স্যার,

Question

I. Is there any effective response of the extremiste to the recent package of proposals announced by the state Government ?

উত্তর

১। সরকার উগ্রপন্থীদের উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ পরিত্যাগ করে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সরকারের এই আবেদনের কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকারের তরফ থেকে যারা বিপথগামী যুবক তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য যে আবেদন ছাড়া আর কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, যে আবেদন করা হয়েছে, তারা সারেণ্ডার করলে সরকরে থেকে কি ব্যবস্থা করা হবে সেটা সম্পর্কে আমাদের এক গুচ্ছ প্রস্তাব আছে। প্রশাসনিক দিক থেকেও নজর রাখা হচ্ছে যাতে উগ্রপন্থীরা আত্মসমর্পনের দিকে চিন্তা করে। খুব বেশী শক্ত স্টেপ আমরা নেইনি।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে উগ্রপন্থীর কথা বলা হয়েছে, রাজ্যে উগ্রপন্থীর কার্য্যকলাপ চালাচ্ছে এমন কয়টা সংগঠন আছে এবং তাদের সংখ্যা কত এবং তাদের হাতে কি ধরনের অস্ত্র আছে এমন কোন তথ্য রাজ্য সরকারের কাছে আছে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, রাজ্যে কতটা উগ্রপন্থী দল কাজ করছে তার সঠিক হিসাব আমার কাছে নেই। তবে বর্তমানে দুটি দলের নাম শোনা যায় এছাড়াও আরও কিছু দল আছে যারা উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপে লিপ্ত আছে এবং তাদের হাতে কি অস্ত্র আছে সেই হিসাব আমার কাছে নেই, তবে কিছু অস্ত্র আছে এটা আমরা জানি এ পর্য্যন্তই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅরুন ভৌমিক (অনুপস্থিত), শ্রীসুবল রুদ্র (অনুপস্থিত), শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নং ২০৫ স্যার।

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : —এড্‌মিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২০৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগরে কমল দেব নামে এক ব্যক্তি কিসারী বিভাগের জায়গা অবৈধ ভাবে দখল করে দালান বাড়ী নির্মাণ করেছেন ?

২) সত্য হইলে কতদিন যাবৎ দখল করে আছেন ?

৩) দখলিকৃত জায়গা উদ্ধারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ১৯৮৯ ইং সন থেকে।

৩) ১৯৮৯ ইং সনের মে মাস হইতে এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পাঁচ বার ধর্মনগরের মহকুমা শাসককে উক্ত অবৈধ দখলদারকে উচ্ছেদের জন্য অনুরোধ করা হয়। জেলা শাসককেও অনুরোধ করা হয়। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত উক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করা হয় নাই।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি সে কমল দেব কংগ্রেস (আই)। বিগত জোট সরকারের আমলে প্রাক্তন মন্ত্রী কালিদাস দত্ত মহোদয়ের প্রত্যক্ষ মদতে কিসারী বিভাগের এই জায়গা দখল করেন এবং আশ্চর্য্য জনক ভাবে আজ পর্য্যন্ত সে জায়গা থেকে তাকে উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নি। এ ক্ষেত্রে বর্তমান জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার জনগনের নিকট দায়বদ্ধ, সুতরাং জনগনের জায়গা বেদখল করার জন্য সরকার থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হবে।

এ ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করার জন্য সরকারী ভাবে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মিঃ স্পীকার স্যার, আমি গত মাসের ২৬ তারিখ ধর্মনগর মহকুমায় যখন দপ্তরে যাই তখন সেখানে এস. ডি. ও মহাশয়ের সঙ্গে এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি। সেখানে আলোচনা হয় এই যে কমল দেব ফিসারী দপ্তরের যে জায়গা দখল করেছেন সেই জায়গা দখল করার জন্য উনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং তিনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সেটা আমাকে জানাবেন কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানান নি।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) **:** সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন উনি ফিসারী ডিপার্টমেন্টের জায়গা দখল করে বসে আছেন এবং এই ব্যাপারে মহকুমা শাসককে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলা হয়েছে কিন্তু আমি বলতে চাই সরকার থেকে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা এবং কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি ২৬ তারিখের মিটিং-এ এস. ডি. ও বলেছেন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আমরা অবশ্য বে-আইনী ভাবে দখলকৃত জমি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার কমল দেবনাথ বে-আইনী ভাবে যে কিসারীর জায়গা দখল করেছে সে ব্যাপারে কিসারী অফিস থেকে কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীসুকুমার বর্মণ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি ১৯৮৯ সালের যে মাস থেকে এখন পর্যন্ত ৫ বার তাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং মহকুমা শাসক থেকেও বার বার চিঠি দিয়েছেন কোন তারিখে চিঠি দেওয়া হয়েছে সেটা যদি চান তাহলে দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৩।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২৩।

প্রশ্ন

১) ১.১.৯৩ তারিখ থেকে উগ্রপন্থীদের দ্বারা লুট করা কয়টি আমর্স (অস্ত্রশস্ত্র) সরকার উদ্ধার করতে পেরেছেন।

২) খোয়া ও লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

১) উগ্রপন্থীদের দ্বারা লুন্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে গত ১.১.৯৩ ইং থেকে ৮.৭.৯৬ ইং পর্যন্ত উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব নিয়ে দেওয়া হলো :—

১) এস, এল, আর —২টি
২) ৭'৬২ —১টি
৩) ৩০৩ রাইফেল —২টি
৪) রিভলবার — ১টি
৫) ৭'৬২ রাইফেলের গুলি — ৭৪ রাউণ্ড
৬) '৩০৩ রাইফেলের গুলি ২৮টি (রাউণ্ড)
৭) রিভলবারের গুলি ২৪টি (রাউণ্ড)

এছাড়া গত ১৬·৭·৯৩ ইং তারিখ কাঞ্চনপুর থানাধীন ওয়াইমুড়া থেকে নিম্নোক্ত অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করা হয়।

১) '৩০৩ রাইফেল —৩টি
২) '৩০৩ রাইফেল গুলি —২২টি
৩) চীনে তৈরী গ্রেনেড —৫টি
৪) স্টেনগান — ১টি
৫) এস-বি-এম-এল গান —২টি
৬) এস-বি·এম-এল কার্তুজ —১৭টি
৭) স্টেনগান —১টি
৮) ৯এম এম পিস্তলের গুলি ১৪০টি
৯) স্টেনগানের ম্যাগজিন —৩টি
১০) গান পাউডার —৫০০ গ্রা:

মিঃ স্পীকার : — যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

ANNEXURES— "B" & "C"

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বন্যা সম্পর্কে কোন কিছু ষ্টেটমেন্ট দেওয়ার থাকে তাহলে দিতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হাউসের সামনে একটি বিবৃতি দিচ্ছি :— I have pleasure in annourcing that State Govt. employees and pensioners will get 1 additional instalment of D.A. with effect from August 1993. Formal orders to this effect will be issued later today.

As Hon'ble members are aware the state is experiencing acute financial difficulty even in the midst of this difficulty,

The instalment of D.A earlier impounded will-be paid in-cash from the pay of August 1993.

I would use this occasion to urge government employees to work as hard as possible in the interest of the possible in the interest of the poorest sections of society. In order to leave Govt, with funds for welfare and development work I would appeal to them not to take any advances or make any withdrawals from their G. P. F accounts during the current financial year except in cases of extreme urgency. Which has become even n ade acute because of the recent floods, Govt. have taken this decision to sanction an additional instalment dearness allowances, after fully realising the economic plight of employees who are suffering on account of Govt's price rise. However on account of serious financial difficulty it has been decided to retain in the G. P. F account of all employees, except Group-D employees, the amount of D.A now being sanctioned.

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকারঃ— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আজকের কার্য্যসূচীতে একটি (১টি) উল্লেখ্য বিষয়ের উপর (রেফারেন্স পিরিয়ড) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়টি গত ১৬-৭-৯৩ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন।

এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর উনার বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তুটি হলো :— "গত ৮ই জুলাই. সিধাই থানাধীন চাঁনপুরে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় এ, টি, টি, এফ, কর্তৃক টি, ইউ, জে, এস কর্মী ক্ষীরোদ দেববর্মা ও প্রভাত দেববর্মাকে খুন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৮ ই জুলাই ১৯৯৩ ইং সন্ধ্যা আনুমানিক ৭ ঘটিকার সময় সিধাই থানাধীন শরৎ চৌধুরী পাড়া সাকিনের শ্রী ক্ষীরোদ দেববর্মা তার অসুস্থ ভাইকে (শ্রীসতিশ দেববর্মা) দেখিবার জন্য সিধাই থানাধীন কুটনাবাড়ী সাকিনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ঐদিন ঐ সময়ে অসুস্থ সতীশ দেববর্মা মহাশয়ের পুত্র শ্রী প্রভাত দেববর্মা পিতার অসুস্থতার কারণে ঔষধ আনিবার উদ্দেশ্যে এস্ রাই বাজারে যায়। কিন্তু উপরোক্ত দুইজনই কুটনা বাড়ী সাকিনে ফিরে না আসায় উক্ত ব্যাপারটি সিধাই থানার গোচরে আনা হয়। সিধাই থানা পুলিশও নিখোঁজ ব্যাক্তিদ্বয়ের আত্মীয় স্বজন সহযোগে খোঁজাখোজী আরম্ভ করেন। গত ৯,৭, ৯৩ ইং সকাল আনুমানিক ১০,৩০ মিঃ এর সময় ঐ দুই নিখোঁজ ব্যাক্তির মৃতদেহ খাসপাড়া সাকিনে পাওয়া যায়। মৃতদেহের পিছনের দিকে গুলির আঘাত লক্ষ্য করা যায়।

উক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় ২(৭)৯৩ নং মোকাদ্দমা সিধাই থানায় নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে জানা যায় যে, উপরোক্ত মৃত ব্যক্তিদ্বয়কে কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারী গত ৮.৭ ৯৩ ইং সন্ধ্যা ৭ টার পর তাদের অপহরন করে নিয়ে যায় এবং গুলি করে হত্যা করে। তদন্তে জানা যায় যে, এই ঘটনাটি কতিপয় দুষ্কৃতকারীর দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে

এই ঘটনায় এখন পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। তদন্তকার্য্য অব্যাহত আছে।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র

দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরন সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : — "গত ৭ ই জুন ৯৩ ইং তারিখে মোহনপুর বাজারে নিরিহ উপজাতিদের গাড়ী থেকে নামিয়ে সমাজ বিরোধী কর্তৃক আক্রমন করে আহত করা সম্পর্কে"।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ৭.৬.১৯৯৩ ইং তারিখ বেলা ২ ৩০ মিঃ এর সময় মোহনপুর ব্লকের বি,ডি ও, তাহার সরকারী গাড়ী নম্বর টি আর জি-৭৬০ থেকে কিছু সংখ্যক উপজাতি লোককে মোহনপুর বাজারে নামিয়ে দেয়। এই উপজাতি লোকজন গাড়ী থেকে নামার পর সেখানে উপস্থিত কিছু যুবক উপজাতি লোকজনদের গাড়ী করে আনার বিষয়ে উক্ত গাড়ীর ড্রাইভার এবং উপজাতি লোকজন-দের সহিত তাদের তর্কাতর্কি ও হাতাহাতি হয়। সেই সময় মোহনপুর বাজারে কর্তব্যরত পুলিশ উপজাতি ও অ-উপজাতি যুবকদের মধ্যে ঘটনার উপশমের জন্য দ্রুত ঘটনাস্থল পৌঁছে এবং উপজাতিদের উপর অ উপজাতিদের দ্বারা ইট পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটিতে থাকায় শূন্যে এক রাউণ্ড গুলি বর্ষন করে। ফলে ঘটনাটি আয়ত্বে আসে। ইট পাটকেল নিক্ষেপের ফলে মোহনপুর ব্লকের বি-ডি-ওর গাড়ীটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

এই ঘটনায় দুই জন উপজাতি যুবক অ-উপজাতি যুবকদের হাতে কিল চর খায়। অবশ্য তাহাতে কেহই মারাত্মক ভাবে আহত হয় নাই।

এই ঘটনাটি সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮,১৪৯,৩৪১,৩২৩,৪৩৭ ধারায় মোকাদ্দমা নং ৪(৬)৯৩ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য গ্রহণ করে। তদন্ত কালে পুলিশ গত ৭,৬,৯৩ ইং তারিখ নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে ঘটনার সংশ্রবে গ্রেপ্তার করে : —

১) শ্রীরাম কুমার দাস — সাং —মোহনপুর।

২) শ্রীনরেশ মোদক ওরফে রনজিৎ — সাং —হাসপাতাল রোড।

৩) শ্রীদুলাল মোদক — সাং — হাসপাতাল রোড।

৪) শ্রীরাখাল দেবনাথ—সাং—শনিতলা।

গ্রেপ্তারকৃত উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে গত ৮.৬,৯৩ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন এবং ঐ দিনই মাননীয় আদালত থেকে তাদেরকে জামিনে মুক্তি দেয়া

হয়। ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে। ঘটনাটি তদন্ত কার্য চলিতেছে।

শ্রীহরিচরন সরকার (বামুটিয়া) :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ঐদিন মোহনপুর বাজারে নিরিহ উপজাতিদের উপরে যারা আক্রমন করেছিল তারা যে দুষ্কৃতকারী তারা কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক ? পাশাপাশি যে এই এলাকায় বিশেষ করে মোহনপুর এবং সিপাই অঞ্চলে একটা অংশ যেখানে পাহাড়ী বাঙ্গালী মিশ্রিত বসতিপূর্ণ এলাকা সেখানে প্রায়ই যেকোন একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে ট্রাইবেলদের উপর আক্রমন আনা হয়। বিশেষ করে সেখানকার যারা আমরা বাঙ্গালী দল এবং কংগ্রেস আই দলের সমর্থক তারা সামান্য একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ীদের উপর একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী অপপ্রচার চালায়। বিশেষ করে এই তৃতীয় বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পরে মাননীয় বিধায়ক শ্রীরতন লাল নাথের নেতৃত্বে এই ধরনের অপপ্রচার করা হয়েছে —যে তৃতীয় বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে - সুতরাং জন মাস এসেছে— আবার দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে বাঙ্গালীরা থাকতে পারবে না। এইসব অপপ্রচার চালিয়ে সেখানে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে এবং যেখানে পাহাড়ী বাঙ্গালী মিশ্রিত জনবসতি রয়েছে সেখানে বিভিন্ন ভাবে তাদেরকে ভয়ভীতির মাধ্যমে বাড়ী ঘর ছেড়ে যাবার জন্য প্ররোচিত করা হচ্ছে এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা জানার কথা যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গাতেই ট্রাইবেল নন্ ট্রাইবেলের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর প্রচেষ্টা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় কিছু লোক করছে। এইটা জানা আছে। এবং মোহনপুরে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ঐদিন যারা ট্রাইবেলদের উপর আক্রমন করেছে তাদের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেস-ই, এবং আমরা বাঙ্গালী দলের সমর্থক বলে জানা গেছে। তবে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এই শক্তি খুব বেশী নয়। যারা শান্তির পক্ষে আছেন তাদের শক্তিই বেশী। মোহনপুরে এই শান্তির পক্ষে যারা আছেন তাদের এবং পুলিসের সহায়কতায় ওদের ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে —তারা সেটা করতে পারেনি। এবং আমি আশা করব যারাই এই ধরনের ঘটনা ঘটাতে চায় না কেন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সেটাতে হস্তক্ষেপ করবে। এবং আমরা সরকারের তরফ থেকে শক্ত হাতেই এর মোকিবিলা করতে প্রস্তুত।

যারা এইভাবে পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধাতে চায় তাদের সরকার কঠোর ভাবে দমন করবে। আমরা এই রাজ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটতে দেবনা ?

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) : – পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এইদিন মোহনপুর বাজারে যে ঘটনা ঘটেছে এইটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা কারণ সেদিন আমরা লক্ষ্য করেছি সেখানে ঐদিন যে পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছিল সেটা পুরাপুরি ত্রিপুরা-রাজ্যের মধ্যে দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এবং সেখানকার বি, ডি, ও. সাহেবের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে আমরা জানতে পেরছে যে ঐদিন সেখানকার পুলিশ সম্পূর্ণ নিস্ক্রিয় ছিল। কারণ যখন এই ঘটনা ঘটেছে তখন বি. ডি. ও. সাহেব সিধাই মোহনপুরের পুলিশ ষ্টেশনে ফোন করে পরিস্থিতির সামাল দেবার জন্য পুলিশ পাঠাতে অনুরোধ করার আধা ঘন্টা পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসেছে। অথচ ব্লক থেকে পুলিশ ষ্টেশনের দূরত্ব মাত্র অর্ধ কিলোমিটার। তখন বি, ডি. ও. সাহেব কোন উপায় না দেখে ট্রাইবেল মহিলা এবং পুরুষদের তার নিজের গাড়ী দিয়ে থানায় পাঠান যে সমস্ত তাদের উপর আক্রমণ হয়েছে। এবং আমরা দেখেছি সেখানে বড়কাঠালে গরুর বাছুরকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল। এবং আমরা মনে করি যে সেট পূর্ব পরিকল্পিত বড়কাঠালে যে ঘটনা ঘটেছে তার আধা ঘন্টা পরে মোহনপুর বাজারে গাড়ী এ্যাটাক এটা আমরা মানতে পারতাম যদি শুধু মাত্র বড় কাঠালের গাড়ী এ্যাটাক হত তাহলে বুঝতে পারতাম যে যেহেতু মোহনপুরের মানুষের উপর বড়-কাঠালে এ্যাটাক হয়েছে সেই জন্য হয়ত মোহনপুরে বড়কাঠালের গাড়ীতেও এ্যাটাক হয়েছে। কিন্তু সেখানে সিমনার গাড়ী এ্যাটাক হয়েছে। সিমনার মানুষের সঙ্গে সেখানে তো কিছু হয় নাই, সেখানে ট্রাইবেলরা আক্রান্ত হয়েছেন। সেখানে সাত-জনের মত আক্রান্ত লোক বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়ে বি আর, ক্যাম্পে গিয়ে তারা আত্মরক্ষা করেছেন কাজেই স্যার, এটা পূর্ব পরিকল্পিত কাজ এই সব ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি, সেখানে কিছু ইন্ধন আছে এটা দিনের বেলার ঘটনা। যেহেতু দিনের বেলায় এই কান্ডটা হয়েছে, কাজেই প্রকৃত দোষী যারা তাদেরকে পুলিশ দিয়ে তদন্ত করে বের করা তেমন কোন ব্যাপার নয়। যাদেরকে এ্যারেস্ট করা হয়েছে তারা ছাড়াও আরোও রয়েছে রতন লাল নাথের বাড়ীতে, মোহনপুরে জোট সরকারের আমলে এমনকি অরুন দেবের খুনি যারা ছিল তারা এখনও মোহনপুরে বসবাস

হয়েছেন। তারাও ঐ সব কাজে জড়িত। কাজেই এই সব ঘটনা ভাল করে তদন্ত করে- প্রকাশ্য দিনের বেলায় ঘটেছে। প্রত্যক্ষ দর্শীরা প্রমাণ দিয়েছে। কাজেই এই সব ঘটনার প্রকৃত তদন্ত করে প্রকৃত দোষী যারা তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে কিনা এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তদন্তের কাজ এখনও অব্যাহত আছে। আর এই তদন্তের মধ্যে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেটাও অন্তর্ভুক্ত হবে।

শ্রীহরিচরন সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমরা যতটুকু জানতে পারি যে মাননীয় সেখানকার সদস্য রতন লাল নাথ, তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই গোপন বৈঠক হয়। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা নাম করা সমাজ বিরোধী, তারা প্রায়ই এখানে আসেন। শুধু তাই নয়, উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই)-এর ঐ সব সমাজ বিরোধীরা রতন লাল নাথের বাড়ীতে প্রায়ই মিটিং করেন এবং তাঁর বাড়ীতে বহু মারাত্মক ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র মজুত রয়েছে। এগুলি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার কংগ্রেস (আই) এবং যুব সমিতি একটা এ্যাকশান কমিটি গঠন করেছে। এ্যাকশান কমিটির লোকেরা একত্রে কংগ্রেস বা টি. ইউ. জে. এদের বাড়ীতে বসবে এটাই স্বাভাবিক। তবে তারা কি করে বা না করে সে সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হবে।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা :— একটা পয়েন্ট এখানে বাদ গিয়েছে স্যার, সেখানে শান্তি কমিটির মিটিং-এ প্রস্তাব ছিল; যেহেতু মোহনপুর এরিয়াতে চারটি কনস্টিটিউন্সি, সেখানে এই ব্লক এরিয়াতে জাতি-উপজাতি সকল অংশের মানুষ মিলে আছেন। কাজেই আমরা লক্ষ করেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোন না কোন জায়গায় ঘটনা হলে পরেই মোহনপুরের ট্রাইবেলদের উপর এ্যাটাক হয়। কাজেই সিদ্ধান্ত ছিল যাতে মোহনপুর বাজারে যাতে সব সময় সামরিক বাহিনীর লোক থাকে, একটা প্রস্তাব রাখা হয়েছিল, ও, সি সাহেব নিজে এবং এস ডি, পি, ও সেই প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা লক্ষ্য করেছিলাম যে ঘটনা হয়ে যাওয়ার পরে সেখানে দুই একদিন পুলিশ

ব্যবস্থা ছিল কিন্তু এখন সেটা নাই। ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানেই ঘটনা ঘটুক না কেন মোহনপুরে যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেই জন্য যাতে পুলিশি ব্যবস্থা যাতে আরো জোরদার করা হয় এই ব্যাপারে আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— সামরিক বাহিনী অন্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু গ্রাম পাহাড়ে এখনো তাদেরকে ব্যবহার করা হয় নাই। প্রয়োজন হলে দেখা যাবে।

মি: স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় পরিবহন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশের বিষয়বস্তুটি হলো :— "আগরতলা থেকে গৌহাটি, ইম্ফল, শিলচর সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানের সাথে বিমান যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ত্রিপুরার যাত্রীদের দুর্ভোগ সম্পর্কে"।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আগরতলা, গৌহাটি, দিল্লী রুটে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের সপ্তাহে তিনটি বিমান ৩১শে জুলাই, ১৯৯২ ইং পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তীকালে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ১৯৯২ ইং পর্যন্ত তিনটি বিমানের পরিবর্তে দুইটি বিমান উক্ত রুটে চলাচল করিতেছিল, যাহা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের পর হইতে বন্ধ হইয়া যায়। উক্ত সার্ভিসগুলি বন্ধ হওয়ার ফলে যাত্রীদের অসুবিধার দিক চিন্তা করিয়াই রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার অনুরোধ করিতেছেন। গত ২৪.৪.৯৩ ইং তারিখ মুখ্যমন্ত্রী অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী শ্রী গোলাম নবী আজাদকে উক্ত বিমান সার্ভিস পুনরায় চালু করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। উক্ত সার্ভিস চালু করার জন্য রাজ্যের উচ্চ পদস্থ অফিসার কেন্দ্রীয় সামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রনালয়ের অফিসারদের সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করিয়াছেন।

আগরতলা, ইম্ফল, সরাসরি কোন বিমান চালু ছিল না তবে বৈমানিকদের ধর্মঘট চলাকালীন সময় সাময়িকভাবে যাত্রীদের সুবিধার্থে কলিকাতা আগরতলা, ইম্ফল-কলিকাতা একটি বিমান সার্ভিস কয়েকদিনের জন্য চালু ছিল। আগরতলা-শিলচর বায়ুদূত সার্ভিস ছিল। বায়ুদূত উত্তর পূর্বাঞ্চলের এই সেক্টরে গত ১০ই

জানুয়ারী ১৯৯২ ইং হইতে তার সার্ভিস বন্ধ করিয়া দেয়। উক্ত সার্ভিসগুলি চালুর জন্যও রাজ্য সরকার বায়ুদূত কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রনালয়কে অনুরোধ করিয়াছেন।

গত ৭ই মে, ১৯৯৩ ইং অরুনাচলের ইটানগরে নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিলের সভায় মুখ্যমন্ত্রী যোগদান করতে না পারায় রাজ্য পরিবহন মন্ত্রী প্রেরীত হন এবং এই সভায় অনতিবিলম্বে আগরতলা-গৌহাটি-দিল্লী বিমান পরিবহন রুটটি পুনরায় চালু করার জন্য জোরালো দাবী উপস্থিত করা হয়। সেই সাথে আগরতলা-শিলচর ইম্ফল-এ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থায়ী এয়ার সার্ভিস দ্বারা পুনরুজ্জীবিত করার দাবী ও উৎথাপন করা হয়।

এটা দুর্ভাগ্য জনক যে, ইউনিয়ন মিনিষ্টার অব্ সিভিল অ্যাভিশন এন, ই, সি, কে পরামর্শ দিয়েছেন হেলিকাপটার সার্ভিস উত্তর পূর্বাঞ্চলে চালু করতে এবং ত্রিপুরাও তাহার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ থেকে জানা যায় পাওয়া সংস্থা দুইটি হেলিকাপটার ভিত্রুগড় ও কুম্ভিমা যোগাযোগ করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিকে যোগাযোগের জন্য হেলিকাপটার সার্ভিস ষ্টেশান নির্ধারিত করার জন্য এই সংস্থাকে কেন্দ্র থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে পরিষদের উক্ত মিটিং থেকে জানা যায় যে, পাওয়ান্স সংস্থাকে বলা হয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ষ্টেশন অব্ অপারেশন ঠিক করতে।

ত্রিপুরা সরকারের তরফ হইতে উক্ত মিটিংয়ে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া আগরতলা-শিলচর-আগরতলা-ইম্ফল-আগরতলা-গৌহাটি প্রভৃতি রোটে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এ রেগুলার সার্ভিস চালু করার দাবী করা হয়েছে

উক্ত বিষয়টিকে ৭ই জুলাই, ১৯৯৩ ইং দিল্লীতে স্মল স্কেল ইণ্ডাসট্রিজ মিনিষ্টারদের কনফারেন্সে উৎথাপন করা হয় যাহাতে পূর্বের যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত করে অবিলম্বে এই অনগ্রসর এলাকায় শিল্প উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়

কেন্দ্রীয় সরকার এবং অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রক থেকে এখনো কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার সংবাদ রাজ্য সরকারের নিকট পৌঁছায় নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে অনতিবিলম্বে আগরতলা গৌহাটি এয়ার সার্ভিস পুনরুজ্জীবিত করার দাবী উপস্থিত করেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী (কৈলাসহর) : — পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশদভাবে বলেছেন যে, আমাদের একটি পিছিয়ে পরা রাজ্য সেই সঙ্গে উত্তর পূর্বাঞ্চল ও অন্যান্য রাজ্যগুলির সাথে ব্যবস্থা যা প্রধানতঃ সড়ক যোগাযোগ বা একমাত্র ব্যবস্থা আছে। তার উপর নির্ভর করতে হয়। তারপরে এই রাজ্যের অগ্রগতির জন্য যে প্রয়োজনীয় এয়ার সার্ভিস যেটা মাঝে মধ্যে শিলচর-ইম্ফল বা গৌহাটির মধ্যে চলে সেটাকেও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। এখানে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে তালবাহানা করছেন, এখন প্রাইভেট এয়ার-ওয়েজের হাতে আমাদের ভাগ্য ছেড়ে দেওয়ার কথা তারা ভাবছেন। এগুলি কোন অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ মেনে নেবে না। এবং কি কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিসগুলি বাতিল করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য রাজ্যবাসীকে জানাবার মত রাজ্য সরকারের হাতে আছে কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : মি: স্পীকার স্যার, আমার কাছে যে তথ্য আছে আমি তা উপস্থিত করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বারবার অনুরোধ জানিয়েছি। দাবীও উপস্থিত করেছি। এখন পর্য্যন্ত কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা পাইনি।

মি: স্পীকার : —আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅনিল চাকমা মহোদয় কর্তৃক আনিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : — "গত ১৭-৭-৯৩ ইং ডেইলী দেশের কথায় প্রকাশিত" ২ জন এন, এল, এফ, টি সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, প্রচুর গোলাগুলি উদ্ধার, এই শিরোনামে সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, "গত ১৭-৭-৯৩ ইং ডেইলী দেশের কথায় প্রকাশিত" ২ জন এন, এল, এফ, টি সন্ত্রাসবাদী গ্রেপ্তার অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রচুর গোলাগুলি উদ্ধার, এই শিরোনামে সংবাদ সম্পর্কে"—

কাঞ্চনপুর থানাধীন ওরাইমুখছড়া এলাকায় উগ্রপন্থী আনাগোনার এক গোপন

সংবাদ এর ভিত্তিতে গত ১৫, ১৬ ৭.৯৩ ইং এস ডি পি ও কাঞ্চনপুর একটি পুলিশ দল সহ এক প্ল্যাটোন ত্রিপুরা সশস্ত্র বাহিনী এক প্ল্যাটোন আসাম রাইফেল আরও কিছু অফিসার সঙ্গে নিয়ে তল্লাসিতে যান। ১৬-৭-৯৩ইং সকাল আনুমানিক ৫ ঘটিকার সময় অর্তকীতে গোপন স্থান হইতে পুলিশ দলকে লক্ষ করে কিছু সংখ্যক অজ্ঞাত দুস্কৃতকারী গুলি চালাইতে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পাল্টা গুলি চালাইতে বাধ্য হন। উভয়পক্ষে কিছুক্ষন গুলির বিনিময় হয়। এবং পরে দুস্কৃতকারীগণ বন জঙ্গলের ভিতর পালাইয়া যায়। পরে পুলিশ বন জঙ্গলে তল্লাসী চালাইয়া শ্রীউপেন্দ্র রিয়াং এবং শ্রীউত্তমজয় রিয়াং নামক দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। তল্লাসীর সময় পুলিশ নিম্নলিখিত অস্ত্র শস্ত্র উদ্ধার করিতে সক্ষম হন :—

১) ৩০৩ রাইফেল ৩টি ও ২১টি গুলি,
২) গ্রেনেড ৫টি (চীনে তৈরী)
৩) টমিগান ১টি'
৪) এস বি এম এল ডি টি সঙ্গে ১৭টি কার্তুজ,
৫) ৯ এম এম গুলি, ১৪০টি,
৬) স্টেনগান ১টি, সঙ্গে ৩টি আলাদা ম্যাগজিন।
৭) কিছু সংখ্যক পোষাক ও কাগজ পত্র,
৮) গান পাউডার আনুমানিক ৫০০ গ্রাম।

উক্ত ঘটনা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০০, ১২০ (বি), ৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (১) (ক) একং ২৭ ধারায় কাঞ্চনপুর থানায় ২ (৭) ৯৩ নং মামলা নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে ধৃত শ্রীউপেন্দ্র রিয়াং এবং শ্রীউত্তমজয় রিয়াং এন এল এফ টি সক্রিয় সদস্য বলে জানা যায়। তাহাদের নেতা শ্রীনয়নবাসী জমাতিয়া টি এস আর এর জোয়ান ছিল সে গত ১৯৯২ সনের মার্চ মাসে বড়মুড়া টি এস আর ক্যাম্প হইতে একটি বন্দুক সহ পালায়ন করে এবং এন এল এফ টি বাহিনীতে যোগদান করে। উক্ত উগ্রপন্থী দলে ৬ থেকে ৮ জন ছিল প্রকাশ থাকে যে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীউত্তমজয় রিয়াং গুলি বিনিময়ের ফলে মারাত্মক জখম হয় এবং চিকিৎসার জন্য প্রথমে আনন্দ বাজার প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ও পরে কৈলাশহর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। উপ-রোক্ত দলটি বিভিন্ন সময়ে ডাকাতি লুট ইত্যাদি ঘটনায় জড়িত ছিল বলে জানা যায়।

উক্ত দলের নেতা শ্রীনয়নবাসী জমাতিয়া সহ অন্যান্য দুস্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের জন্য বিশেষ তল্লাসী অব্যাহত আছে।

উল্লেখ থাকে যে এই গুলি বিনিময়ে পুলিশকে ১৩৫ রাউণ্ড গুলি ছুড়িতে হয়। তদন্ত কার্য অব্যাহত আছে।

শ্রীঅনিল চাকমা (পেঁচারথল):— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান। সেই ১৭ তারিখে মাননীয় বনমন্ত্রী মাননীয় সদস্য লেন প্রসাদ মালসই এবং আমি নিজে কাঞ্চনপুর থানাতে যাই এবং সেখানে উদ্ধার করা অস্ত্র শস্ত্র এবং উপেন্দ্র রিয়াংকে আমরা সেখানে দেখি, সেখানে কিছু কাগজপত্রের সঙ্গে দুই একটা চিঠিও পাওয়া যায় এবং একটা ডাইরীও পাওয়া যায়, যাতে বেশ কিছু টেলিফোনের নম্বর লেখা ছিল। যে চিঠিগুলি পাওয়া যায় সেগুলি জোট সরকারের মন্ত্রী দ্রাউকুমার রিয়াং এর লেখা চিঠি এবং জোট সরকারের অন্য মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার লেখা চিঠি। তার থেকে জানা যায় যে দ্রাউকুমার রিয়াং এর সি, এ পূর্ণজয় রিয়াং সেই টি. এন. এল, একের সঙ্গে প্রায় আনা-গোনা করতো এবং ১৭ তারিখেই সাবুয়ালে টি, এন, এল একের সঙ্গে মিটিং করেন এবং ১৮ তারিখে দশদায় এসে তার বাড়ীতে খানা-পেনা করেন। তাঁর, সি, এ, পূর্ণজয় রিয়াং ঐ এলাকাতে কর্মচারীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করার ব্যাপারে টি, এন, এফ, এর সঙ্গে অংশ নেন এবং সি, পি, এমের কর্মীদের উপর অত্যাচার চালান। কিন্তু এখানে মাননীয় বিধায়ক রতিমোহন জমাতিয়া বলছেন যে ত্রিপুরাতে নাকি আইনশৃঙ্খলা নেই আমার মনে হয়, ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস মিলে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কোনরকম উন্নতি না করতে পারে তার জন্য নানা রকমের বাধার সৃষ্টি করতে বদ্ধ পরিকর। তাই, আমি জানতে চাইছি যে সমস্ত কাগজ পত্র এবং চিঠি টি, এন, এল একের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী): স্যার এই ধরনের কোন কাগজ পত্র বা চিঠি এখন আমার কাছে নেই তবে মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন পুলিশ সেগুলি হস্তগত করেছে আমি পুলিশকে নির্দেশ দেব যাতে তারা ঐগুলি সম্পর্কে তদন্ত করে দেখেন। আর, মাননীয় দ্রাউকুমার রিয়াং জড়িত বলে তিনি যে কথা বলেছেন, তাতো ত্রিপুরা

রাজ্যের মানুষের জানা আছে যে ঐ দল তারা নিজস্ব কায়দায় ত্রিপুরা রাজ্যে একটা আর্মি বাহিনী তৈরী করেছে।

এটা মানুষের কাছে জানা আছে যে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি যারা মন্ত্রী এখন পর্যন্ত হয়েছেন তাদের নিজস্ব প্রাইভেট আর্মি আছে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতো। ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষ জানে। প্রমান দেওয়া যাবে না। এটা স্বাভাবিক ব্রাউকুমার রিয়াং এর আণ্ডারে একটা দল আছে সেটা সবাই জানে সেটা এন, এল, এফ টি, এন, ভি, সেটা প্রমাণ দিতে পারবো না। পুলিশকে বলব এটা তদন্ত করে দেখতে যে ওদের কোন যোগসাজস আছে কিনা। মাননীয় সদস্য যেসব তথ্য দিয়েছেন তার ভিত্তিতে নূতন করে তদন্ত করা দরকার।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ত্রিপুরা এবং আসাম রাইফেলস এর যে সমস্ত জোয়ান অসীম সাহসিকতার পদক্ষেপ নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করেছেন তাদেরকে এপ্রীসিয়েশন দেওয়া দরকার। সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : — এই সম্পর্কে আমি যখন কলকাতায় ছিলাম তখন ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার বলেছিলেন যে তাঁদেরকে রিওয়ার্ড ঘোষণা করবেন। কাজেই একটা রিওয়ার্ড তাদেরকে দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার :— আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজ বিবৃতি দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য দীপক নাগ। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো – "গত ১৫ই জুলাই স্যন্দন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রকাশ্য রাস্তা থেকে স্কুলছাত্রী অপহরণ ট্যাক্সিসহ ধৃত তিন এই শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ১৪-৭-৯৩ ইং তারিখ বেলা ১০-৩০ মিঃ এর সময় জিরানীয়া থানাধীন বাঁশক কোবরা পাড়ার নিবাসী শ্রীহীরণলাল তপাদার এর বড় মেয়ে শ্রীমতী বীণা তপাদার সাকলে যাওয়ার পথে বাঁশক কোবরা (মাষ্টার পাড়া) ইট ভাট্টার নিকট পৌঁছলে সেখানে একটি মারুতি গাড়ীতে (নং ডব্লিও বি/০২ ৯৭০৬) করে আসা ৩/৪ জন অপরিচিত যুবক রাস্তা থেকে শ্রীমতী বীনা তপাদারকে বলপূর্বক

ভুলে নিয়ে যায় শ্রীমতী বীনা তপাদার ও তাহার সাথীদের চিৎকারে পাড়ার লোকজন বাহির হয়ে আসে কিন্তু গাড়ীটি দ্রুত গতিতে আগরতলার উদ্দেশ্যে চলে যায়। গাড়ীটি দ্রুত গতিতে চালানোর ফলে পাড়ার লোকেরা গাড়ীটা আটক করতে পারেন নাই। উক্ত ঘটনাটি শ্রীমতী বীনা তপাদারের পিতা শ্রীহীরালাল তপাদারের অভিযোগমূলে জিরানীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৯/৭/৯৩ নথিভূক্ত করে পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে। তদন্তকালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করে :—

১) শ্রীঅখিল দেবনাথ কৃষ্ণটালী, জিরানীয়া।

২) শ্রীহরেন্দ্র দাস—কৃষ্ণটালী জিরানীয়া।

৩) শ্রীশ্যামল দাস—কৃষ্ণটালী জিরানীয়া।

তাহাদিগকে গত ১৫/৭/৯৩ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়ীটিকেও পুলিশ আটক করে। অপহৃত বালিকা শ্রীমতি বীনা তপাদারকে ঐ দিনই অর্থাৎ ১৪/৭/৯৩ ইং তারিখ উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও একজন আসামী যথা শ্রীকমল দাসের নাম ঘটনায় জড়িত বলে প্রকাশ পায়। শ্রীকমল দাসকে পলাতক থাকায় প্রথমে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই। তবে তাঁহাকে গত ১৬/৭/৯৩ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে ১৭/৭/৯৩ ইং তারিখ মাননীয় আদালতে প্রেরণ করা হয়। ধৃত আসামীগণ সকলেই বর্তমানে জেল হাজতে আছে। ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

STATEMENT BY THE CHAIR

শ্রীবঙ্কিমনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার, স্যার গতকাল এই হাউসে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিবৃতিদেওয়ার কথা ছিল। স্যার, মে এবং জুন মাসে ত্রিপুরায় যে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল বারে বারে, তার পূর্ণ তথ্য সম্বলিত বিবৃতি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী দিয়েছিলেন। স্যার, স্বল্প ব্যবধানে এখন যে বন্যা চলছে ত্রিপুরা রাজ্যে তার সম্পূর্ণ তথ্য এখনও হাতে এসে পৌঁছায়নি। গতকাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্রে যে তথ্য সংগ্রহ হয়েছে তার ভিত্তিতে স্টেটমেন্ট দিচ্ছি। কারণ, পরিস্থিতি খানিক পরে পালটে যাচ্ছে। কখনও কমছে আবার বৃষ্টির ফলে সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যাচ্ছে। এই রকম অবস্থা।

স্যার ১৮ই জুলাই থেকে গত ৫ দিন ধরে ত্রিপুরায় তিনটি জেলায় অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-পাতের ফলে জন জীবন বিপদজনকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এরূপ অভূতপূর্ব দীর্ঘ-স্থায়ী বৃষ্টিপাতের ফলে সমগ্র ত্রিপুরায় গভীর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে। রাজধানী আগরতলা সহ ৩টি জেলা প্রবলভাবে বন্যা কবলিত। সব প্রধান নদীগুলির জল বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে। রাস্তা-ঘাট ও সংযোগকারী সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে, এবং কিছু কিছু রাস্তা বন্যায় জলের নীচে চলে যাওয়াতে যোগা-যোগ ব্যবস্থ ব্যাপকভাবে বিপর্য্যস্ত হয়ে আছে। রাজধানী আগরতলা শহরের জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা সাধারণ বৃষ্টির জন্যই অপ্রতুল কিছু কিছু নীচু স্থানে জল নিষ্কাশনের জন্য পাম্পিং ব্যাবস্থা থাকলেও তাহা সামগ্রিক জল নিষ্কাশনের প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এই পরিস্থিতিতে গত ৫দিন ধরে প্রবল বৃষ্টিতে রাজধানী আগরতলার জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শহরের ব্যাপক এলাকা জলে নিমজ্জিত। শহরবাসীরা খুবই অসুবিধায় মধ্যে আছেন। ধর্মনগর মহকুমায় মে জুন মাসের প্রবল বন্যার পর ২য় বার বন্যা কবলিত হয়েছে। যদিও গতকালের খবর অনুযায়ী মে মাসের বন্যার তুলনায় জল কম ছিল। কিন্তু বৃষ্টি প্রকোপের উন্নতি না হওয়ায় পরিস্থিতি এখনও অনিশ্চিত। কৈলাসহর মহকুমায় জুনে পর পর দু'টি বন্যার পরে এবারের বন্যায় - আজকের সকালের খবর অনুযায়ী, মনু নদীর জল কৈলাসহরে কাছে অ্যাকস্ট্রীম ডেঞ্জার লেভেলের উপর দিয়ে যাচ্ছে। জল এখনও বাড়ছে। খোয়াই মহকুমাও বন্যা কবলিত হয়েছে। খোয়াই নদী খোয়াই শহরের কাছে অ্যাকস্ট্রীম ডেঞ্জার লেভেল অতিক্রম করেছে। সদর মহকুমা ব্যাপকভাবে বন্যা কবলিত। হাওড়া নদীর জল গতকাল বিপদসীমা অতিক্রম করেছিল, আজও নদীর জল বিপদ সীমার নীচে গেছিল। কিন্তু, গতকাল ও আজকের বৃষ্টিতে আবার আশংকা দেখা দিয়েছে। শহরের ভেতরে জল নিষ্কাশনে পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় ভেতরে অনেক এলাকায় জল জমে আছে। অমরপুর, উদয়পুর সোনামুড়া মহকুমাও বন্যা কবলিত হয়ে আছে। গোমতী নদীর জলের বিজার্ভার থেকে গেট খুলে গোমতী নদীর জল ছাড়াতে গতকাল ২১শে জুলাই, উদয়পুর ও সোনামুড়া নদীর জল বিপদ সীমা অতিক্রম করে। পরে উদয়পুরের উন্নতি হলেও সোনামুড়ায় জলে লেভেল বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিলোনীয়া সাব্রুম মহকুমায় প্রবলভাবে বন্যা কবলিত হয়ে আছে। মুহুরী নদীর জল বিলোনীয়া শহরের কাছে অ্যাকস্ট্রীম ডেঞ্জার লেভেলের কাছে। তবে পরে জলের লেভেল সামান্য কমার দিকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

সাব্রুম মনু এবং ফেনী নদীর জল বৃদ্ধির ফলে সেখানে গোবিন্দ মাঠের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়েছে। সেখানে ৬০টি গ্রামের মানুষ এখনও জল বন্দী হয়ে আছেন। গতকাল এবং আজকে বৃষ্টিপাতের ফলে উন্নতির কোন লক্ষন দেখা যাচ্ছে না। মিঃ স্পীকার স্যার, যে তথ্য সংগ্রহ করা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে ধর্মনগরে ১৪ টা ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং তাতে ৬৫০০ পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন, কৈলাশহরে ৩১ টা ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং তাতে ৭ হাজার ফেমিলী আশ্রয় নিয়েছেন, খোয়াইতে ১৮ টা ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং তাতে ১৬৫৭ টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন, সদরে ৪৩ টি ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং তাতে ১০ হাজার মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। সাব্রুমে ৫০০ পরিবার আশ্রয় নিয়েছেন যদিও সাব্রুমে সব মানুষকে ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া যায় নি। সেখানে ৬০ টা গ্রামের মানুষ এফেকটেড হয়েছেন এবং সেখানে গোবিন্দ মাঠের বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে মানুষ এখনও জলবন্দী হয়ে আছেন। অমরপুরে তীর্থ মুখে যে ড্যাম আছে সেই ড্যামের যে ব্যারেজ আছে সেটা উপচিয়ে ৪.৬ মিটার উচু হয়ে জল বেড়ছিল গোমতী নদী দিয়ে এবং তাতে ডাউন স্ট্রীমে সমস্ত সাবডিভিশান গুলি অমরপুর, উদয়পুর, সোনামুড়া এফেকটেড হয়েছে। লাস্ট যে খবর পেলাম সেটা হচ্ছে ব্যারেজের ২.৫ মিটার উপর দিয়ে জল যাচ্ছে। এবং অমরপুরে খাদ্যের টান পড়েছে এ রকম অবস্থা হয়েছে শেষ পর্য্যন্ত উদয়পুর থেকে এক গাড়ী চাউল পাঠানো হয়েছে এবং অমরপুর সর্বশেষ পরিস্থিতি হচ্ছে শুধু বাজারটা ছাড়া সমস্ত এলাকা জলমগ্ন হয়ে রয়েছে এবং সেখানে ৬টা ক্যাম্পে ১৫০০ পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে সবাইকে আশ্রয় দেওয়া যায় নি। সোনামুড়াতে গোমতী নদীর জল অনেক জায়গাতে রাস্তা ক্রস করে যাচ্ছে এবং কোন কোন জায়গায় সিপ্যাজ হচ্ছে এবং জল রুদ্র সাগরের দিকে যাচ্ছে। সেখানে এ পর্য্যন্ত ৯টা ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং ৬৬৭টি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। গ্রানতলীতে পারটিকুলার একটা স্পট-এর অবস্থা খুব খারাপ। গণ্ডছড়াতে রাস্তায় ২ টা ব্রীজ ভেঙ্গে গেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে। উদয়পুরে ৩১টা ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং তাতে ৩৮৫০টি পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বিলোনীয়ার মুহুরী নদীর জল এক সময় বিপদসীমা ক্রস করেছিল এবং রাজনগর ও বড়পাথরিতে ৪টা ব্রিজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সর্বশেষ খবর এখনও পাওয়া যায় নি। অনেক মানুষ বিভিন্ন জায়গাতে স্যাটার্ড ওয়েতে আশ্রয় নিয়েছে তাদের সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নি। কমলপুরে সঠিক খবর এখনও পাওয়া যায় নি।

গতকাল বিকালে খবর ছিল ধলাই নদীর জল বিপদসীমার নীচে ছিল। লংতরাই ভ্যালী এবং কাঞ্চনপুর এই দুটোর সাবডিভিশানের বিস্তারিত খবর পাওয়া যায় নি। তবে মনু ব্রীজের অবস্থা ভাল নয়। একটা সাইডে স্কাওরিং হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ডি, এম, নর্থ সবশেষ যে খবর জানিয়েছেন তাতে কাঞ্চনপুরে দেও নদীর জল কমছে। তেলিয়ামুড়া এবং খোয়াই রাস্তায় বাগান বাড়ী ও চেবরী রাস্তার মাঝখানে এক জায়গায় রাস্তাটা স্কাওর হয়ে চলে গিয়েছে। ইঞ্জিনীয়াররা সেখানে গিয়ে মেরামত করার চেষ্টা করছেন।

মোটামুটি ভাবে যে তথ্য এই পর্য্যন্ত দিয়েছেন এবং সর্ব্বত্রই যেখানে ক্যাম্প খোলা হয়েছে সেই সমস্ত জায়গায় রিলিফ দেওয়া হচ্ছে আমরা বলেছিলাম ত্রানের ব্যাপারে আর্মিকে রাখবার জন্য। চীফ সেক্রেটারী তিনি যোগাযোগ করেছেন আর্মি থেকে বলা হয়েছে ওরা আসাম রাইফেলসকে দায়িত্ব দিয়েছেন। উদয়পুরে যারা রয়েছেন তাদের বলা হয়েছে সাব্রুমে সাহার্য্য দেওয়ার জন্য সাব্রুমে ওদের কোন লোক নেই কোন হেলিকপ্টার ব্যবস্থা করা যায় নি এয়ার ড্রপিং-এর জন্য। ওদের ২টি বোর্ড রয়েছে একটা বাগবাসা এবং একটা আগরতলায়। ওখান থেকে বোর্ড চাওয়া হয়েছে, ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগর এবং কৈলাশহরে কিছু সরকারী বোট হয়েছে। সে বোটগুলি কাজ করছে এবং ধর্মনগর প্রাইভেট বোটও ব্যবহার করা হচ্ছে এই হল মোটামুটি পরিস্থিতি। বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু তাৎক্ষনিক ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা একটা বিপদজনক অবস্থা যাচ্ছে বন্যার ত্রিপুরা রাজ্যের যে সর্ব্বশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থা একটা খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে এবং খাদ্যের ব্যাপারে আমাদের যে স্টক আছে সব জায়গায় ডো-ডাউনে খাদ্য এখন পৌঁছানো যাচ্ছে না উদ্বেগজনক অবস্থা একটা চলছে এবং তার জন্য আমরা সব অংশের মানুষের সাহার্য্য কামনা করি।

খগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এখানে যে বিবৃতি দিয়েছে তাতে প্রাণ হানির কোন খবর আছে কিনা, কারণ আমরা পত্রিকায় দেখেছি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) : স্যার, প্রাণ হানির একটা খবর আছে লাইটিং-এ একজন মারা গেছেন এবং খোয়াই-এ একজন এ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এখানে যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি। আমরা গতকাল বিধান সভার মারফৎ একটা প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলাম যে, জরুরী ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফ্যাক্স্ বার্তার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া হবে। গতকাল আমরা খবরে শুনেছি এখান থেকে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে সাহার্য্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার্তা পাঠানো হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আমাদের আলোচনা হয়েছে উনিও বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার্তা পাঠাবেন সাহার্য্যের জন্য। এই ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত কোন বার্তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এসেছে কি এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, গতকাল এই ব্যাপারে এসেম্বলীতে যে রিজলিউশ্যান আনা হয়েছিল ওটা মাননীয় স্পীকার পাঠিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহার্য্য দেওয়ার জন্য বার্তা পাঠাবেন। কিন্তু দিল্লী থেকে তার রেস্পন্স এখনও এসেছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজ নগর) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ১৮ই জুলাই থেকে আজ অব্দি বন্যা জনিত পরিস্থিতিতে যারা ত্রান শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন এই ব্যাপারে তাদের জন্য সরকারের সর্বমোট কত টাকা খরচ করেছেন। ত্রান শিবিরে যারা আশ্রয় নিয়েছেন তাদের জন্য এবং বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে সরকার সর্বমোট কত টাকা খরচ করেছেন তার হিসাবটা আমি জানতে চাইছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটার উপরে কোয়েশ্চান করা যায় না। স্টেইটমেন্টের উপরে কোয়েশ্চান করা যায় না।

GOVERNMENT BILL

মি: স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, "The Tripura Commission for Women Bill, 1993 (Tripura Bill No. 7 of 1993)" উপর আলোচনা।

মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, উপরোক্ত বিলটির উপর গত ২০ ৭-৯৩ইং তারিখে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে এবং ঐ আলোচনা অসমাপ্ত রয়ে

গেছে। অসমাপ্ত আলোচনা এখন শুরু হবে।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জীতেন্দ্র সরকার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার অসমাপ্ত আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) : মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সেদিন বলেছিলাম যে আমরা যখন তামিলনাড়ু জেলখানায় তখন একটি দৈনিক পত্রিকায় আমরা দেখেছি যে তার ছেলে সেখানে নিম্নবর্ণের একটি মেয়েকে ধর্ষন করেছে। সমাজপতিরা তাকে বিচার করে ৫ টাকা জরিমানা করে। এবং এই ঘটনার জন্য তাকে ক্ষমা চাইতে বলে। তখন এই জমিদারের সশস্ত্র বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে যে ঘরে ওরা বসে মিটিং করেছিল সেই ঘরটিকে তালাবন্ধ করে পেট্রল ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়। স্যার, এইভাবে মেয়েদের উপর কত অত্যাচার হয় তা পত্র পত্রিকা খুললেই সেটা দেখা যায়। স্যার এই খানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন সাহাবানুর কথা সেখানে উল্লেখ করেছেন রূপকানোয়ারের ঘটনা। আর সতীদাহ প্রথা সেটা সমাজের মধ্যে এখনও মাঝে মাঝে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে। আমরা আজও শুনতে পাই কাকলীর আর্তনাদ, সোমা ভট্টাচার্য্যের ঘটনা, সবিতা দেবনাথের ঘটনা কে না জানে? এইভাবে ৭টি মহিলাকে ধর্ষন করে খুন করা হয়েছে প্রতিদিন পত্রিকা খুললেই দেখি নারীদের উপর অত্যাচার। এই জাতীয় ঘটনায় নারীদের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন ঘটনার প্রতিবাদ করার কোন জায়গা এই পর্যন্ত প্রায় বলা চলে সেটা ছিল না।

যাই হোক ১৯৯০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার একটা কমিশন ন্যাশানেল কমিশন গঠন করেছেন এবং রাজ্য গুলিকেও অনুরোধ করেছেন রাজ্যে এই কমিশন গঠন করার জন্য এবং এই রাজ্যের এই বিধানসভাও এই কমিশন গঠন করার পক্ষে একমত এবং এই বিধানসভা মহিলাদের উপর যে নির্যাতন হয় সেই নির্যাতনকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে কমিশন গঠন করার ক্ষেত্রে বিচার বিবেচনা করবেন এই দাবীটা যদি কার্যকরী হয় তাহলে মহিলারা আজকে আর নিজেকে অসহায় মনে করবে না, তাদের সহায় বাড়বে যেমন তেমনি তাদের একটা অবলম্বন হবে এইটা। স্যার, আমি বলতে চাই যে, শুধু এই কমিশন করলেই কি তাদের উপর নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে, হবে না, যদি না সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে সচেতনতা আসে, যদি না সমাজের প্রতিটি মানুষ তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হন তাহলে এইটাকে কার্যকরী করানো সম্ভব হবে না। তার জন্য চাই নারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম নারীদেরকেও এইটাকে কার্যকরী করার

জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, নারীরা যতবেশী করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে ততই সহজে তারা তাদের অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে পারবে অন্যের হাত থেকে। কাজেই নারীদেরকে তাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য যেমন তাদের নিজেদের আরও বেশী করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে তেমনি সমাজের প্রতিটি মানুষের থাকতে হবে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব, আর তাই যদি হয় তাহলে এইটা সহজেই কার্যকরী করা যাবে। এই বিলের উপর আমার সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ — মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, এই সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইল।

AFTER RECESS AT 2-00 P.M.

মিঃ স্পীকার : — মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয়কে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সভায় যে ত্রিপুরা উইম্যান বিল যেটা পেশ করা হয়েছে — আমি এই বিলের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছি। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে এই বিলে নারীদের অধিকার সুরক্ষা করার জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সমাজের যারা পিছিয়ে পড়া নারীরা রয়েছেন, অত্যাচারিতা যারা তারা এই বিলের সুযোগ গ্রহন করে নিজেদের অধিকার সুরক্ষা করতে পারবেন। যদিও একটা বিলের দ্বারা নারীদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যাবে এইটা আমরা আশা করিনা। নারীদের অনেক সমস্যা রয়েছে। সে সব সমস্যার সমাধানে এই বিলের সাহায্যে নারীরা এগিয়ে যেতে পারবে। পাশাপাশি নারীদের যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সে সমস্ত সমস্যার সমাধানে সমাজের সব অংশের মানুষের এগিয়ে আসতে হবে — এইটা নিশ্চয়ই আমাদের মনে রাখতে হবে।

সংবিধানে নারীদের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং পুরুষদের সঙ্গে নারীদের অধিকার সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে কিন্তু সংবিধানে নারীদের যে সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে বাস্তবে আমরা তার পূর্ণরূপ দেখতে পাচ্ছি না। এখনো আমরা দেখি আমাদের সমাজে অবিবাহিতা নারীদের পিতাকে বলা হয় কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা।

সেখানে কন্যাদায় পিতার একটা বোঝা। আজও সমাজে আমরা দেখি কন্যা জন্মগ্রহণ করলে কন্যার অন্নপ্রাসন হয় না। আমরা দেখি যে বেশ্যালয় গড়ে উঠে পুরুষদের জন্য মূলতঃ। অথচ বেশ্যা নামের কলংক মাথায় নিয়ে নারীদের জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। বিয়ের পর মেয়েদের স্বামীর পদবী এবং গোত্র গ্রহণ করতে হয়। জন্মের পর সন্তানের পরিচয়ও পিতার নামে হয়। এইভাবে সংবিধানে সমানাধিকারের কথা বলা হলেও নারীরা সমানাধিকার থেকে আজও বঞ্চিত। নারীদের বলা হয় সন্তান ধারনের কারখানা। নারীরা গৃহভৃত্যা হিসেবে আজও পরিগণিত হয় আমাদের সমাজে। কেন এই বৈষম্য ? মূলতঃ আমরা দেখি নারীরা আজও সমাজে আবদ্ধ চলাফেরা করতে পারে না — সে স্বাধীনতা তারা পায় না। পুরুষরা সে স্বাধীনতা পায় — তারা অবাধে চলাফেরা করতে পারে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুরুষদের যে শারীরিক শক্তির বিকাশ হয় সেভাবে নারীদের মন এবং শারীরিক শক্তির বিকাশ আজও ঘটেনি। সেজন্য আজও নারীরা পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল বলে তারা আজকে শোষিত। নারীরা যেহেতু পুরুষদের উপর নির্ভরশীল সেহেতু নারীরা আজও পুরুষদের শাসন থেকে মুক্তি পায় না। সেইক্ষেত্রে আজকের এই সভায় উৎথাপিত বিলে নারীদের অধিকার সুরক্ষা করবার জন্য একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহন করবে সেটা আমরা নিশ্চয়ই বলতে পারি।

পাশাপাশি আমরা দেখলাম এই বিলের উপর একটা সংশোধনী এসেছে। যদিও যিনি এই সংশোধনীটি এনেছেন আজকের সভায় উনি নাই। এরা কলঙ্কিত, এরা জনগনের শত্রু। আজকে যেখানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চল বন্যায় আক্রান্ত সেখানে তারা এই বিধানসভা থেকে বেরিয়ে গিয়ে কার্য্যত: জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। আমি বসই হিসেবেই তাদের জনগণের শত্রু হিসেবে উল্লেখ করতে চাই। এইখানে সংশোধনী এনে বলেছেন যিনি চেয়ারপারসন এই মামলা কমিশনের সেই চেয়ারপারসন যিনি হবেন তাকে যেন গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত করা হয়।

যিনি চেয়ারপার্সন থাকবেন এই কমিশনের সেই চেয়ারপার্সনকে যাতে গভর্ণর দ্বারা মনোনীত করা হয়। সংবিধানে রাজ্যপালের ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা জানি। রাজ্যপাল হচ্ছেন নামে সর্বস্ব শাসক মাত্র। রাজ্যপালের দ্বারা যে কার্য্য পরিচালিত হয় সেটা মূলত মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে। জাতীয় যে মহিলা কমিশনের আইন প্রণয়ণ করা হয়েছে ১৯৯৩ সালে, সেখানে আমরা দেখি চেয়ারপার্সন এবং ভাইস চেয়ার-

পার্সন মনোনীত হচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা। আমাদের জিজ্ঞাস্য, যখন জাতীয় মহিলা এ্যাক্ট আইনে পরিনত হয় তখন আপনারা এই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিলেন। নারী-দের সুরক্ষার জন্য কেন সেদিন কমিশন গঠন করার উদ্যোগ নিতে পারেন নাই? আপনাদের সে সুযোগ ছিল। তাহলে ওরা চায় না নারীরা এগিয়ে আসুক। শোষ-নের বিরুদ্ধে কথা বলুক। এটা ওরা চায় না কারণ নারীরা যদি শোষনের বিরুদ্ধে লড়াই করে কথা বলতে চায় তাহলে জওহর সাহার কেলেংকারী বেড়িয়ে আসবে। নারীরা যদি তাদের অধিকারের কথা বলেন তাহলে কলকাতা গিয়ে জোট সরকারের মন্ত্রী বিধায়করা যেসব কেলেংকারী করেছেন তা বেড়িয়ে আসবে। আমি চিকিৎসার জন্য কলকাতা গিয়েছিলাম। সেখানে ত্রিপুরা ভবনে থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। ঐ ত্রিপুরা ভবনের সাধারণ কর্মচারীরা প্রতিদিনই ঐ মন্ত্রী, বিধায়ক এবং কংগ্রেস (আই)-এর নেতা কর্মীদের চরিত্রের গুন গেয়েছেন আমার কাছে। বেশ্যালয়ে না গেলে রাত্রে ওদের ঘুম হত না। ত্রিপুরা ভবনের যে সমস্ত সাধারণ কর্মচারী রয়েছেন তাদের প্রতি রাত্রে পাহাড়া দিতে হইত। সেই জন্য ওরা চায় নাই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা মহিলা কমিশন গঠিত হোক। কারণ মহিলা কমিশন হলে ত্রিপুরা রাজ্যের পিছিয়ে পড়া নারীরা তাদের স্বাধীনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়বে। কাজেই ওরা চায় না নারীরা স্বাধীনতা পেয়ে যাক। এই বিলের মধ্যে বলা রয়েছে যে পাঁচ জনের মধ্যে একজন জাতি থেকে আর একজন তপশিলী জাতি থেকে এই কমিশনে যাতে মনোনীত করা হয়। এখানে সংশোধনী এনে বলা হয়েছে ও বি, সি থেকে যেন আর একজনকে গ্রহন করা হয়। কেন এই মায়া কান্না? এই সভাবেই আমরা দেখেছি মণ্ডল কমিশনের সুপারিশকে কার্য্যকরী করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে এই রাজ্যে একটি ও, বি, সি কমিশন গঠন করার জন্য একটা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সেদিনের ভূমিকা উনাদের কি ছিল? এই জবাব ওদের ও, বি, সি, সম্প্রদায়ের জনগনের কাছে দিতে হবে। সেদিন ওরা কমিশন গঠন করতে চায় নি। ওরা তখন বিধানসভা থেকে বেড়িয়ে গিয়েছেন। আজকে উনারা বলেছেন যে ও, বি, সি ভুক্ত একজন প্রতিনিধিকে যেন এই মহিলা কমিশনে আনা হয়। আমরা কোথাও বলিনি ও বি সিদের এই কমিশনে আনা হবে না। এখানে দুই জনের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে তপশিল জাতি এবং তপশিল উপজাতির জন্য। আরোও তিনটি সিট এখানে রয়েছে। সেখানে ও, বি, সি ভুক্ত জনগণকে আনার যেমন সুযোগ আছে, সংখ্যা সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদেরও সেখানে সুযোগ রয়েছে।

কাজেই আমি মনে করি আসলে জনগনের দৃষ্টিটাকে অন্য দিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই এখানে এইভাবে সংশোধনী আনা হয়েছে এখানে সংশোধনী এনে বলা হয়েছে কমিশনের সদস্যরা যাতে রাজ্যের বাইরে যেতে পারে। এই ব্যবস্থা যাতে রাখা হয়। একটা মহিলা কমিশন গঠন হলে তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে বহিঃ রাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন-এ মনে করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মহিলা কমিশন নিজেরা বসে সিদ্ধান্ত নিয়ে বহিঃ রাজ্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত তারা নিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে এই যে এ্যাক্ট বা বিল সেই বিলের মধ্যে এই শর্ত আনারও এই মুহূর্তে ওরা সেটার প্রয়োজন আমি মনে করি না। এটা নতুন আকারে এসেছে এবং দি ত্রিপুরা কমিশন এর এ্যাক্ট যেটা ১৯৯০ সনে কেন্দ্রীয় সরকার রূপ দিয়েছেন। সেই এ্যাক্টের বিধান অনুসারে এখানে আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলা বিল এসেছে। সেই বিল যেভাবে এসেছে সেই ভাবে এই বিলকে গ্রহণ করার জন্য আবেদন করছি। এবং যারা সংশোধনী এনে নারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিয়েছেন তাদের আমি ধিক্কার জানাচ্ছি। এবং এই সভার সবাইর কাছে আবেদন রাখছি এই বিলটা আপনারা সবাই সমর্থন করুন। এই আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীউপেন্দ্র নাথ।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, দি ত্রিপুরা কমিশন ওমেন বিল ১৯৯৩, বিল নং ৭ সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে রাজ্যে জোট রাজত্বে আমরা লক্ষ্য করেছি প্রায় তিনশ মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। ধর্ষিতা হয়েছেন উদ্বাস্তু ময়দানের বহু নারী এবং মহিলা। তখন তারা ত্রিপুরা রাজ্যের কোথায়ও থানা বা আদালতে নালিশ পর্যন্ত করতে পারেন নি। অনেক দিন পর আমরা পত্রিকায় দেখলাম শেষ মুহূর্তে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত তারা গিয়েছেন এবং সেখান থেকে একটি কমিশন গঠন করেছিলেন এইটুকু আমি লক্ষ্য করেছি। নারীরা জন্ম লগ্ন থেকে বঞ্চিত। এই ধরনের ঘটনা দেখা যাচ্ছে বিবাহ দেওয়ার সময় থেকে দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের পণের দাবী এই পনের দাবীকে কেন্দ্র করে সমাজে বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করা হয়েছে। তারমধ্যে এখানে একটা কথা বলে দিচ্ছি, যেমন অনেকে বলে থাকেন একটা মেয়ে হলে মেয়ের বাপ ভেবে মরে কি দিয়ে মা বিয়ে দেব তারে।

আবার মেয়ের বাপ দরিদ্র হলে পরে মা, মাগো দেশে বরের বাজার অতি চড়া, পাত্র পক্ষের মেজাজ কড়া, কথা কয় না টাকা ছাড়া, কেবল স্বপ্নে হেরে। এই ধরনের বহু গানের বুলি। বিশেষ করে বাঙালী সমাজে শুনা যায় অন্য সমাজের কথা জানি না। তাই এখানে দেখা যাচ্ছে নারীর জন্ম লগ্ন থেকে বঞ্চিত। এছাড়া মুসলমান সমাজে যা দেখি এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বললে নাকি তাদের সংসার ভেঙ্গে যায়। মানে স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। ইদানিং পত্রিকায় লক্ষ্য করেছি যে একটা কমিটি গঠন হয়েছে। ঐ কমিটি থেকে ঘোষনা দেওয়া হয়েছে যে আর কোন সময় এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক এই কমিটিকে ফেলে এই ধরনের বিবাহ ভাঙ্গা যাবে না। জানিনা সেটা কতটুকু সত্য মিথ্য কিন্তু আমি পত্রিকায় দেখেছি। যদি এই ধরনের তিন তালাক দিলে সমাজ বা তাদের বিবাহ ভেঙ্গে না যায় তাহলে খুবই ভালো কথা। এছাড়া শাহবানু মামলায় দেখেছিলাম সুপ্রিম কোর্টে রায় শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাহ্য করেছিলেন। এছাড়া কিছুদিন পূর্বে পত্রিকায় দেখেছি পাকিস্তানের মেয়েরা কোর্টে গিয়ে সাক্ষী দিতে পারে না তা বেআইনী। সেটা আইন কি বেআইনী জানি না অনেক আগে আমি পত্রিকায় দেখেছি পাকিস্তানে মেয়েরা কোর্টে গিয়ে যেখানে স্বাক্ষী দিতে পারে না তাহলে সেখানে কোনও ধরনের নালিশও করতে পারবে না। এটা স্বাভাবিক এই কমিশন-এর সামনে নতুন যে বিল পাশ হতে চলছে, এই কমিশনের সামনে দেখা যাচ্ছে যে রাজ্যের যে কোন প্রান্ত থেকে কমিশন সমন দিয়ে কমিশনরে সামনে হাজির করা যাবে। এই ধরনের ক্ষমতা এই কমিশনে আছে। ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে যদি এই ধরনের কমিশন গঠন করা হয় তাহলে আমি স্বাগত জানাব। এবং ইতিমধ্যে যে পঞ্চায়েত বিল আসবে যেহেতু নারীদের অনেক অধিকার থাকবে এই ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সাত জন নিয়ে এই কমিশন গঠন এই রাজ্যের একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

পৌরানিক কাহিনীর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যেমন রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন, নলরাজা দময়ন্তীকে বনবাস দিয়েছেন, রাবন রম্ভাকে ধর্ষন করেছে, অহল্যাকে দেবরাজ ইন্দ্র ধর্ষন করেছেন, পরশুরাম মাতৃ হত্যা করেছেন, নারীরা যুগে যুগে লাঞ্ছিতা, বঞ্চিতা পৌরানিক কাহিনীর মধ্যে যা পাওয়া যায়।

অতএব এখানে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, এই সংশোধনীর বিরোধীতা করে

এই বিলকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার : -মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউজে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী দি ত্রিপুরা কমিশন ফর উইমেন বিল যা এনেছেন আমি সেই বিলের সমর্থনে বক্তব্য রাখছি তা ঠিক যে স্বাধীনতার ৪৬/৪৭ বৎসর পর আমাদের এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ঐতিহাসিক বিল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বিধানসভায় উপস্থাপন করেছেন। শুধু বিল উপস্থাপন করেই মহিলা কমিশন বা মহিলাদের নারা গণতান্ত্রিক অধিকার সেই অধিকার রক্ষা করা যাবে এটা আমি মনে করিনা। তবে একটা উদ্যোগ এর মধ্যদিয়ে নারীরা যেমন তাদের কথা বলার, তার অধিকার রক্ষার সুযোগ পাবেন ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ এই ত্রিপুরা সম্পর্কে তার গণতান্ত্রিক চেতনা.বোধ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং এই উদ্যোগ মহিলাদের রক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হবে স্যার আমরা লক্ষ্য করেছি যে কমিশন গঠন হয়েছে একটা কেন্দ্রে ১৯৯০ সালে। এটা সম্পূর্ন নির্ভর করে একটা কমিশন তার কাজ কর্ম কি হবে এটা নির্ভর করে গণতান্ত্রিক দৃষ্টি ভঙ্গির উপর এবং কোন একটা সরকার তার দৃষ্টি ভঙ্গির উপর। আমরা যতটুকু জানি গত ৫ বৎসর জোট জমানার সময় এই ত্রিপুরা রাজ্যে কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধি ত্রিপুরা রাজ্যে জোট জমানায় নারীদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তা পরিদর্শনের জন্য কেন্দ্রীয় মহিলা কমিশনের একজন সদস্য এখানে এসেছিলেন। রাজ্য সরকারে ছিলেন জোট জমানার প্রভুরা, সমীর রঞ্জন বর্মণ শেষের দিকটায়। সেই মহিলা কমিশনের সদস্য ত্রিপুরায় এসে এখানে সরকার থেকে যে ব্যবহার পাওয়া উচিত যে সাহায্য সহানুভূতি পাওয়া উচিৎ ছিল তা তিনি পাননি। তখন তিনি ছিলেন আমাদের ২ নং সদস্য নিবাস, সেখানে আমিও ছিলাম। লক্ষ করেছি যে, না সেখানে মহিলা কমিশনের সদস্য ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাননি। দুর্গম এলাকায় মহিলারা যেখানে আক্রান্ত হয়েছেন সেখানে যাওয়ার জন্য সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য সহায়তা করা হয়নি। আমি কথা গুলি এই কারনে বলছি যে একটা কমিশন যথেষ্ট নয়। সেই কমিশনকে সাহায্য করা সরকার এর গণতান্ত্রিক মানুষের একটা কর্তব্য এবং এ ভাবে না হলে একটা কমিশন তার সবটা কাজ করতে পারবেন না। যদিও এই কমিশন

উদ্যোগ নেবে এবং এই কমিশন আগামী দিনে নারীর যথেষ্ট অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেবে এই আশা আমি করছি। আর এটা আলোচনার মধ্যে অনেকেই বলেছেন এটা ঠিক সমাজতান্ত্রিক পুঁজিবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি চলছে আজকে শোষন সমাজে, এই শোষনের একটা বড় অংশের স্বীকার হচ্ছেন মহিলারা। কিছুদিন আগে আমরা লক্ষ করেছি পূর্বতন যে সোভিয়েত সরকার ছিল সেই সরকারটা ভেঙ্গে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে আজকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট মহিলাদের নিয়ে বানিজ্যিক পণ্য হিসাবে মহিলাদের ব্যবহারের পক্রিয়া চালু হচ্ছে এটাই প্রমান করে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মহিলাদেরকে কি চোখে দেখে আমাদের ভারতবর্ষেও ৪৬ বৎসর স্বাধীন একটা রাষ্ট্র এখানে বিভিন্ন কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যগুলি যেমন বিহার, উত্তরপ্রদেশ এই জায়গা গুলিতে বড়লোক জমিদার, জোতদারদের আক্রমনে সেখানকার তপশীল জাতিভুক্ত মহিলারা, হরিজন মহিলারা, উপজাতি অংশের মহিলারা এবং সংখ্যালঘু অংশের মুসলমান মহিলারা এরা যে ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তা পৃথিবীর কোন ইতিহাসে এমন ঘটনা নেই। স্বাধীন ভারতে যেখানে আমরা গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে দাবী করি পৃথিবীর গণতন্ত্র রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এবং আমাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে যখন আমরা বড়াই করি কাজেই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় কংগ্রেস (আই) শাসিত রাজ্যগুলিতে মহিলাদের যে আক্রমন এটা কলঙ্কের ইতিহাস ভারতবর্ষের মধ্যে। আমাদের এই ছোট্ট ত্রিপুরা রাজ্যেও লক্ষ করছি এই জিনিসটা এখনো আছে অনেকে বলছেন যে না ট্রাইবেল অংশের মানুষের মধ্যে তাদের সম্মান বোধ এবং স্বাধীনতা ছিল কিন্তু স্যার আমি আমার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখিছি এককালে তা ছিল কিন্তু ইদানিং কালে দেখা যাচ্ছে যে ট্রাইবেলদের মধ্যেও একটা মধ্যবিত্ত সমাজ গজিয়ে উঠেছে। এখন ট্রাইবেলদের মধ্যে নূতন করে পনপ্রথা চালু হয়েছে মধ্যবৃত্ত সমাজের মধ্যে যা অন্যান্য সমাজ থেকে এই প্রথাগুলি চালু হয়েছে। পুঁজিবাদি সমাজ ব্যবস্থার এটা পরিণতি বলা যায়। কিছুদিন আগে আমরা লক্ষ করেছি যে খোয়াই মহকুমার দুস্কি এলাকায় একটা ঝরঝর-ভাবে নির্যাতন চলছে, এখানে ডাইনি নাম দিয়ে সেই দুস্কি এলাকায় তিন জন মহিলার উপর আক্রমন করা হয়েছে এবং তাকে খুন করা হয়েছে আজকে সভ্য-সমাজে এইগুলি চলছে এবং সমাজে যারা অবহেলিত, বঞ্চিত তারা আজকে এইগুলির স্বীকার হচ্ছেন এই জিনিসগুলি আজকে দূর করার প্রশ্নে মহিলা কমিশন গঠন করার আজকে যে প্রস্তাব এসেছে এই প্রস্তাব অনেক সাহায্য করবে বলে আমি মনে করি।

মহিলারা আজকে শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, সারা ভারতেই আক্রমণের বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে, তাই শুধু আইন করেই দুষ্কৃতিদের হাত থেকে মহিলাদের রক্ষা করা যাবে না স্যার, বিগত ৫ বছর এই রাজ্যে যে একটা সরকার ছিল, সেটাকে জঙ্গল রাজ বলে আখ্যা দেওয়া যায়, কেন না, তখন এই রাজ্যে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে যে সব ঘটনা ঘটানো হয়েছে, যেমন উজান ময়দানের ঘটনা, আজকে এই বিধান সভাতেই আমার একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা হল—১৯৮৮ সালের মার্চ মাস থেকে ১৯৯৩ সালের মার্চ মাস অবধি রাজ্যে বধূহত্যা জনিত মামলার সংখ্যা কত? মাননীয় মন্ত্রী যে উত্তর দিয়েছেন, তাতে আমরা জানতে পারছি যে এই সময়ের মধ্যে এই রাজ্যে ৮৭টি বধূ হত্যার ঘটনা ঘটেছে এবং এগুলির বেশীর ভাগ ঘটেছে বিশালগড় কল্যাণপুর, কমলপুর ও সোনামুড়া থানাধীন এলাকার মধ্যে। স্যার, আমার তারপরের প্রশ্নটা ছিল গত ১৯ শে মার্চ, ১৯৯৩ ইং সনে সিধাই থানাধীন রাজাছড়া গ্রামে দিপালী দাশগুপ্ত নামে কোন গৃহ বধূর হত্যাজনিত মামলা নথিভুক্ত হয়েছে কি? তার, উত্তর যেটা বেরিয়ে এসেছে, তাতে আমরা জানতে পারছি যে মামলা একটা দায়ের করা হয়েছে, কিন্তু যারা আসামী তাদের এখনও ধরতে পারা যায় নি। যারা আসামী, এই বধূ হত্যার সঙ্গে জড়িত, সেই প্রদীপ দাশগুপ্ত তারা গত ১৯শে মার্চ তারিখে এই বধূকে খুন করেছে, এদের গ্রেপ্তার করার জন্য এখন পর্যান্ত কিছুই করা হয় নি। কারণ তারা নাকি কংগ্রেসের কর্মী এবং বিধায়ক রতন নাথের নির্বাচনের সময়ে তারা তার হয়ে এলাকায় কাজ কর্ম করেছে নির্বাচনের সময়ে তার এজেন্ট হয়ে নির্বাচনীয় বুথে এবং ভোট গণনার সময়ে কাউন্টিং এজেন্ট হিসাবে এরা কাজ করেছে তবু বলা হচ্ছে, আসামীদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অথচ, যে কোন ভাবেই হউক, রতন বাবু বিধায়ক নির্বাচিত হয়ে এই বিধান সভায় এসেছেন এবং উনি যে বধূ হত্যার খুনীদের আড়াল করে দেবেন, তাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই অথচ, ওরা নাকি মহিলাদের মান সম্মান রক্ষা করবেন, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। বিগত জোট সরকারেরআমলে যতগুলি নারী নির্য্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৫ বছরে, তার কোন আসামীকেই গ্রেপ্তার করা হয় নি, অথচ, আজকে সেই সব আসামীদের গ্রেপ্তার করার চেষ্টা হচ্ছে। তাই, মহিলা কমিশন বিল করেই যে নারীদের উপর নির্য্যাতন বন্ধ করা যাবে, বা তার সুরাহা করা যাবে, আমি তা মনে করি না। সেটা নির্ভর করছে, সরকার এর দৃষ্টিভঙ্গির উপর, বিগত জোট সরকারের সেই রকম কোন

দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলে আমাদের জানা নেই, কারণ তাদের ৫ বছরের রাজত্বে যে ৮৭টি বধূহত্যার ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে জড়িত আসামীদের গ্রেপ্তার করার কোন চেষ্টাই তারা করেন নাই। জনপ্রতিনিধি হিসাবে জোট সরকারের এক এক জন মন্ত্রী নারী ঘটিত কেলেংকারীর সাথে জড়িত ছিল, এবং এটা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতেও প্রকাশ পেয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের একজন মন্ত্রী তো নারী ঘটিত কেলেংকারীর সঙ্গে জড়িত হয়ে মন্ত্রীত্ব খুয়ালেন আবার কিছুদিন পরে দেখা গেল তিনিই আবার মন্ত্রীত্বে আসীন হলেন।

সবচেয়ে বেশী ত্রিপুরাতে নারীরা নির্যাতিত হয়েছিল। দীর্ঘ দিন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে জোট সরকারের মন্ত্রীসভা এই সমস্ত ঘটনায় গর্বিত ছিল। ত্রিপুরার সামাজিক জীবনকে বিষাক্ত করে তুলতে তারা তৎপর ছিল এবং সেই সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য এক শ্রেণীর কিছু যুবককে তারা তৈরী করেছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করার জন্য তারা প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েছিল। এইভাবে মা বোনদের উপর অত্যাচার, ইজ্জত লুঠ করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। যে দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে ৪৬ বছর কংগ্রেস সরকার কেন্দ্রে রাজত্ব করছে তার মূল ছিল পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ। সংবিধানে সমস্ত অংশের মানুষের অধিকার আন্দোলনের অধিকার, গণতন্ত্র রক্ষা করার অধিকারের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এই সব থাকা সত্বেও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ধারক এবং বাহক হওয়াতে তারা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের উপকার ছাড়া সাধারণ মানুষের জন্য কিছুই করতে পারছে না। যার ফলে গণতন্ত্র এই বিষাক্ত পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় বিপন্ন হয়ে উঠেছে। তবুও আমরা দেখছি তারা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা, সামন্তবাদকে এখনও জিয়েই রাখার জন্য তৎপর এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে মায়েরা বোনেরা এই ৪৬ বৎসর যাবত বঞ্চিত হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে বহু মহিলা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তথাপিও এই ভারতবর্ষে কংগ্রেস (আই) শাসিত বহু রাজ্যে নারীরা নির্য্যাতীত ধর্ষিত, হচ্ছে বরাবর ত্রিপুরা রাজ্যে এই জোট সরকারের আমলে মা বোনরা নির্য্যাতিত হয়েছে এই কলংকজনক ইতিহাস রচিত হয়েছে। কাজেই এই বিধান সভায় মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী যে উইম্যান কমিশন বিল এনেছেন সেটা ত্রিপুরার ইতিহাসে এবং সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা নজির হয়ে থাকবে। ত্রিপুরার মা

বোনদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে এই মহিলা বিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে এস. টি এবং এস. সি মহিলাদের উপর আক্রমনটা ছিল বেশী এবং সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুসলিম মহিলারা। কাজেই এই বিলের মুসলিম মহিলাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে থেকে একজনকে এই কমিশনে প্রতিনিধি রাখা হলে ভাল হবে। যারা এই কমিশনের থাকবেন তারা আশা করছি ত্রিপুরা রাজ্যের এস, সি এবং এস টি এবং মুসলিম মহিলাদের স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হবেন। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলা কমিশনের ভূমিকা ত্রিপুরার আপামর মহিলা সমাজের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং এই ব্যাপারে ত্রিপুরার মহিলা সমাজ বর্তমান সরকারের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসেন প্রসাদ মালসই।

শ্রীসেন প্রসাদ মালসই (কাঞ্চনপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মহিলা কমিশনের সম্পর্কে এখানে যে বিল মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এনেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন জানিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে এই বিলের উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, মহিলা কমিশন খুবই প্রয়োজন আছে। এই বিল আরো আগে আনা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। মহিলাদের বঞ্চনা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত আছি। আমি আর এ ব্যাপারে নতুন করে কিছু বলতে চাই না নারীরা যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত ছিলেন এবং আজকেও হয়ে আসছেন। কাজেই বঞ্চিত মানুষের মুক্তির অধিকার দেওয়ার প্রয়োজন আছে। স্যার, আমি গ্রামাঞ্চলে বাস করি। সেখানে আমি দেখেছি, গ্রামাঞ্চলের গরীব অংশের মানুষ টাকার অভাবে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না। নিজের ঘরেরই সংস্থান নেই। কাজেই সে এত টাকা কোথায় পাবে, মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য। স্যার, আগে ট্রাইবেল নারীরা বেশী বঞ্চিত হতেন না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের কথা বলছি। আমাদের উপজাতি সমাজের মধ্যে, বিশেষ করে রিয়াং কমিউনিটির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি রিয়াং মেয়ের বিয়ে হলে জামাইকে শ্বশুর বাড়ী তিন বছর থাকতে হত বাংলা ভাষায় বলে, 'আষাঢ় মাসে শ্বশুর গৃহে জামাই রাখা

হয়।' হাঁ, স্যার, শ্বশুর গৃহে জামাই বরণ। যদি শ্বশুর এতদিন জামাই'র থাকাটা পছন্দ না করেন, তাহলে, ২ বৎসর জামাই শ্বশুর গৃহে থাকে। স্যার, বর্তমানে উপ-জাতিদের মধ্যে ও বিশেষকরে, আজকে আলোকময় জগতের সাথে ট্রাইবেলরা থেকে তাদের মধ্যে পাওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আগের অনেক কিছুই তাদের মধ্য থেকে চলে গেছে। এখন তারা বিয়েতে অনেক কিছু দাবী করে বসে।

আজকে ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে তাদেরও মেয়ে বিয়ে দিতে হলে এখন অনেক টাকার জিনিষ দিতে হয়। আমি এখানে একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই — এবার কাশীরাম পাড়াতে একটা মেয়ের বিয়ে হয়েছে, সেখানে পাত্র পক্ষ স্কুটার রঙিন টি, ভি পর্য্যন্ত দাবী করেছে এবং সেগুলি বিয়েতে দেওয়া হয়েছে এবং সেই বিয়েতে ১,২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কতজন ট্রাইবেল এ রাজ্যে এক লাখ টাকা সম্পত্তি নিয়ে আছেন? আমারতো মনে হয় শতকরা একজনও নেই। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে সমাজে মহিলাদের অবস্থা ভীষণ হয়ে দাঁড়াবে। মহিলাদের স্বাধীনতা দেবার ক্ষেত্রে আগে ট্রাইবেলরা স্বামী মারা গেলে বা স্বামীর সাথে মনো-মালিন্য হয়ে ছাড় ছাড়ি হলে দ্বিতীয়বার তাদের বিয়ে হত। এই নিয়ম এখনও আছে। সেটা থাকলেও অনেক কমে গেছে। আজকে উপজাতি যুবক যুবতীরা শিক্ষাদীক্ষায় অনেক উন্নত হয়ে গেছে। কাজেই এই ধরনের বিয়ে গুলি আজকে অনেক কমে গেছে। স্যার, কি ট্রাইবেল, কি নন-ট্রাইবেল আজকে ভারতবর্ষের সর্বত্র মহিলাদের সমস্যা বাড়ছে মহিলাদেরকে আরও অনেক বেশী স্বাধীনতা দেবার জন্য, তাদের সমস্যা নিরসনের জন্য আজকে বিধান সভায় মহিলা কমিশন গঠন করার জন্য যে বিল উপস্থিত করা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করছি। আগামী দিনে মহিলারা যাতে আরও বেশী অধিকার পেতে পারে, তাদের যাতে আরও অগ্রগতি হয়, এই বিল শুধু কাগজে পত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে, শুধু বিল পাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রকৃত কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। মহিলারা যাতে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, এই বিল পাশ হওয়ার পর থেকেই মহিলারা যেন তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে সে ব্যবস্থা যেন করে দেওয়া হয় সেই আবেদনই আমি রাখছি। স্যার, আরেকট জিনিষ আমি এখানে বলতে চাই, সেটা বেশী দিনের কথা নয় মাসখানেকের মতো হবে। আগরতলা থেকে একজন বাঙ্গালী যুবক তার নামটা আমার মনে নেই,

কাঞ্চনপুর বাজারে একটা চায়ের দোকান আছে, সেই চা স্টল মালিকের ছোট বোন — ওরা ট্রাইবেল টাকে দেখতে গিয়েছিল। সেই বাজালী ছেলেটি ধর্মনগর ট্রাইবেল মেয়েটিকে দেখতে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের মেয়েটি পছন্দ হয় নি প্রথমে। পরে মেয়েটির ভাই চিন্তা করেছে কি ভাবে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া যায়। আমিও সেখানে আমন্ত্রিত ছিলাম। পরে ২৫ হাজার টাকা নগদ দিয়ে ঐ পাত্রের সাথে বিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে তার বাড়ীতে যায় এবং বিয়ের ১৩ দিন পর আবার মেয়েটি নিয়ে মেয়ের বাপের বাড়ী যায় এবং সেখানে দুই রাত্রি কাটিয়ে মেয়েটিকে ফেলে চলে আসে। আর সে সেখানে যায় নি। পরে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল সে আবার কোর্ট ম্যারেজ করেছে এবং সেই ২৫ হাজার টাকা সে তার দ্বিতীয় বিয়েতে খরচ করেছে

২৫ হাজার টাকা খরচ করে মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই মেয়েকে আবার তার মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই হচ্ছে মহিলাদের অবস্থা মাননীয় সদস্যরা আপনারা সবাই জানেন ১৯৯১ সালের জুন মাসে রসীরাম পাড়াতে একটা ঘটনা ঘটেছিল সজল দাসের বাড়ীতে এবং এই ঘটনাকে ভিত্তি করে কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ সরজমিনে তদন্ত করতে যায় এবং সেখান থেকে দুই আড়াই কিলোমিটার বাইরে বহু মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এমন কি স্বামীকে সামনে রেখে রেখে এবং মারতে মারতে তার হাতে ভেঙ্গে ফেলেছে সেই হাত এখনও জোড়া লাগেনি এবং এক পায়ে ভীষণ ব্যাথা পেয়েছিল এখন তাইএক পা নিয়ে অনেক কষ্ট করে তাকে চলতে হয়। সেখানে ৬ জন মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছিল মা, মেয়ে এবং পুত্র বধু থেকে আরম্ভ করে সবাইকে। তাদের ঘরের সমস্ত জিনিষ তছনছ করা হয় এবং বহু মূল্যবান জিনিষ নিয়ে চলে গেছে। এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে কিনা এটা আমার জানা নেই কারণ প্রথমে শুনেছিলাম কয়েকজন পুলিশকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে কিন্তু পরে দেখা গেল সেই সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়েছে। এই ভাবেই মহিলাদের উপর উপর অন্যায়, অত্যাচার এবং অবিচার করা হচ্ছে। ১৯৯১ সালের জুন মাসের পর শান্তিসিন্ধু পাড়াতে আবার মহিলাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং এটা স্বীকারও করা হয়েছে। এই ব্যাপারে একজন মহিলা কমিশনার নিয়োগ করা হয়েছে সেই মহিলা কমিশনারের কাছে সেই সমস্ত অত্যাচারীত মহিলারা সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তারা স্বীকার করার পর যারা অত্যাচার

করেছে তাদেরকে আসামী হিসেবে, অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে কোন রকম শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীদেবপ্রসাদ মালসই :— স্বীকার করার পরেও সেই মহিলাদের যারা অত্যাচার করেছে সরকার তাদের একজনকেও আসামী হিসাবে চিহ্নিত করে, অপরাধী হিসাবে চহ্নিত করে কোন রকম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে আমার জানা নাই। ক্রমভাবস্থায় মহিলাদের উপর যেমনভাবেই হোক না কেন মহিলারা পুরুষদের হাতে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত হচ্ছে। আর কি দেখেছি আমাদের সমাজের মহিলারা তার বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। যেমন কোন বাবার যদি দুই দ্রোন সম্পত্তি থাকে সেই সম্পত্তি এক দ্রোন করে দুই ছেলে ভাগ করে নেয়, আর যদি ৩ ৪ জন মেয়ে থাকে তাদের নামে জমির অধিকার তার বাবাই দেয়না। আর মহিলাদের আমরা দেখেছি একটা কান্না। মেয়েদের বিয়ে হলে স্বামীর বাড়ী যেতে হলে মেয়েরা কান্দে, মাও কান্দে, মেয়েও কান্দে। আর ছেলের মার ত কান্নার প্রয়োজন হয় না বা ছেলেরও কান্নার দরকার হয় না। মেয়েরা কাঁদেনা এইরকম ঘটনা আমার জানা নাই। মেয়েরা সবসময়ই বঞ্চিত। এই হচ্ছে ঘটনা। এইখানে যে বিল উৎথাপন করা হয়েছে তাকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে, আগামীদিনে এইটা যাতে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই ব্যবস্থা যাতে হয় তার জন্য আহ্বান রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুন ভৌমিক : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে 'দি ত্রিপুরা কমিশন ফর উইমেন বিল ১৯৯৩ উপস্থাপিত করেছেন আমি এই বিলকে সমর্থন করে স্বাগত জানিয়ে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এই পৃথিবীতে অর্ধেক নর, অর্ধেক নারী। সুতরাং এই পৃথিবীকে সুন্দর করতে হলে, এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধশালী করতে হলে, সমাজকে উন্নত করতে হলে নারী, পুরুষ উভয়েরই উন্নয়ন প্রয়োজন, উভয়েরই সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন। আমাদের যে সংবিধান, সেই সংবিধানে নারী এবং পুরুষের জন্য সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে এবং বিগত দিনে বিভিন্ন আইন যেমন ফৌজদারী কার্যবিধি, ইণ্ডিয়ান প্যানেল কোড, হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট বিভিন্ন আইন মহিলাদের জন্য সংস্কার করা হয়েছে যাতে করে মহিলাদের উপর চিরাচরিত অন্যায়,

অবিচার, জুলুম চলে আসছে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়। কিন্তু তা সত্বেও আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজ খুললেই দেখি সারা দেশে এবং সারা বিশ্বে মহিলাদের উপর বিভিন্ন আক্রমনের ঘটনা।

কিন্তু তা সত্বেও আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজে দেখি সারা দেশে এবং সারা বিশ্বে মহিলাদের উপর বিভিন্ন আক্রমনের ঘটনা, বিভিন্ন নীপিড়নের ঘটনা এবং এইটা প্রায় প্রতিনিয়তই চলে আসছে। আজকে এর বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন প্রয়োজন এবং সারা ভারতবর্ষে আন্দোলনও চলছে মহিলাদের অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য। ন্যাশানেল ফ্রন্ট তথা রাষ্ট্রীয় মোর্চা ১৯৮৯ সনে ভারতবর্ষের মহিলাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে একটা মহিলা কমিশন গঠন করা হবে এবং সেই অনুযায়ী সময়ের কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯০ সালে ন্যাশানেল কমিশন ফর উইমেন এ্যাক্ট এই আইন পাশ করানো হয় পার্লামেন্টে এবং সেই আইনের সংস্থান অনুযায়ী কেন্দ্রে একটা কমিশন গঠিত হয়েছে অনুরূপভাবে প্রতিটি রাজ্যে যাতে সেইভাবে কমিশন গঠিত হয় মহিলাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য এবং সত্যি কথা বলতে কি মহিলাদের সমান অধিকার পাওয়ার যে আন্দোলন সে আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য একটা কমিশন গঠন করার প্রয়োজন এবং সেই উদ্দেশ্যেই আজকে আমাদের সামনে এই বিলটা এসেছে। আমি এই প্রসঙ্গে আমাদের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা থেকে একটা উক্তি এই হাউসে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ওনার কবিতায় তিনি লিখেছেন অসতী মাতার পুত্র যদি জারজ সন্তান হয়, অসৎ পিতার পুত্র তবে জারজ কেন নয়। এইটা আমরা সবাই জানি, তিনি প্রতিবাদ করেছেন, মহিলাদের উপর যে অন্যায় অত্যাচার ও অবিচার চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। আজকে এই হাউসে আমরা ৬০ জন বিধানসভার সদস্য ও সদস্যা আছে, তার মধ্যে আমরা দেখি একজন সদস্যা হলেন মহিলা। কাজেই মহিলাদের যে প্রতিনিধিত্ব সর্ব্বক্ষেত্রে সেটা অত্যন্ত কম। কি রাজনৈতিক দল, কি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, কি পার্লামেন্টে, কি বিধানসভায় কি গ্রাম পঞ্চায়েতে সর্ব্বস্তরেই মহিলাদের রি-প্রেজেনটেশান খুব কম। আজকে আইন সম্পর্কে আমার বন্ধু মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন মহিলাদের জমির অধিকার, পিতার সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার সম্পর্কে সেটা আগে ১৯৫৬ সনের আগে হিন্দু কোর্ট অনুযায়ী মেয়েরা জমির অধিকার পেত না, শুধু ছেলেরা পেত। হিন্দু সাকসেশান এক্ট ১৯৫৬ করার পর এই ব্যাপারে সংশোধন

করে গেছে, এখন মেয়েরাও সমান অধিকার পাচ্ছে, মেয়েরাও পিতার সম্পত্তি সমানভাবে পাচ্ছে। কিন্তু যারা এখনও কোড হিন্দু মতে গাইডেড, যেমন এখানে যারা উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাদের এখনও কোড হিন্দু রয়ে গেছে, যার ফলে সেখানে মেয়েরা এখনও সম্পত্তির অধিকার পায় না। আজকে এখানে ওমেন কমিশন গঠন করার প্রশ্নে যে বিল আজকে আমাদের সামনে এসেছে সেই কমিশনের উপর যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষমতা হলো টু রিকমেন। দি সেইলস্ এন্ড মে বি ফাউণ্ড ন্যাসেসারী ইন দা ইন্টারেস্ট অফ্ দা ওমেন। সেই কমিশন রিকমেন করতে পারবে যে এই আইনের সংশোধন প্রয়োজন কি না ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বা দেশের ক্ষেত্রে এবং সেটা বিধানসভায় উপস্থিত করা হবে, সেখানে সেটার বিচার বিবেচনা করা হবে। কাজেই আজকে বিভিন্ন আইনে যে সমস্ত সংস্থান আছে। যেমন আই পি সিতে ১৯৯০ এ বের করা হয়েছে সেখানে মহিলাদের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে, বিয়ের পর স্বামীর বাড়ীতে গেলে তাদের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে, বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে, অনেকে আগুনে দগ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বধূ হত্যা হচ্ছে।

সেগুলির ব্যাপারে আইন করা হচ্ছে, এভিডেন্স অ্যাক্টকে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করা হচ্ছে কাজেই সেভাবে এইটাকে কার্যকরী করা যায় কিনা, সে সমস্ত কিছু চেষ্টা করা যায় কিনা আরো কিছু মহিলাদের স্বার্থে সংযোজন করার প্রয়োজন আছে কিনা সেইজন্যই একটা মহিলা কমিশন গঠন করা দরকার, সেইজন্যই এই বিল এসেছে।

কিন্তু আমাদের কাছে একটা জিনিস পরিষ্কার যে বিগত জোট আমলে ত্রিপুরা রাজ্যে মহিলাদের উপরে বর্বরোচিতভাবে যে আক্রমন হয়েছে সেটা সবচেয়ে বেশী সংঘটিত হয়েছে। সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে সে রকম কোন নজীর নেই যা গত পাঁচ বছরে ঘটেছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে। কিন্তু এইটাকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে দেখতে চাই না। কারণ এই সমাজে মহিলারা সবচেয়ে দুর্ব্বলতার শ্রেণীর সর্বকালে, সর্ব সময়ে তারা অত্যাচারিতা হয়েছে, নিপীড়িতা হয়েছেন। কাজেই সমস্ত রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে থেকে এর মোকাবিলা করতে হবে। কাজেই আজকে এই আইনকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এবং যে সমস্ত এখনো চালু রয়ে গেছে সে সমস্ত আইনকে কার্য্যকরী করার ক্ষেত্রে সরকারী তরফ থেকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে চেষ্টা করা উচিত। আমি মনে করি যে মহিলাদের জন্য আজকে আমাদের উপরে একটা গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে এবং এই অন্যায় অবিচারের শেষ করার জন্য একটা

আন্দোলন করা দরকার এবং একটা মুভমেন্ট হিসেবেই এই মহিলা কমিশন বিল এখানে এসেছে।

আরেকটা কথা বলব সেটা হচ্ছে যে একটা যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে তাতে বলা হয়েছে যে এই মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত হতে হবে এইটা হতে পারে না। কারণ একজন উপযুক্ত মহিলাকে চেয়ারপারসন করা উচিত এবং এইটা বিচার বিবেচনা করার জন্য একটা কেবিনেট রয়েছে এই কেবিনেটই সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে কাজেই এইটাকে গভর্ণরের উপর দেওয়া যায় না।

এখানে আরেকটা অ্যামেণ্ডমেণ্ড এসেছে এটা মনে হচ্ছে মাননীয় সদস্য খুব ও, বি, সি, দরদী। আমরা সব সময়ই ও, বি, সি দের দাবীদাওয়া সমর্থন করি এবং আমরা মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করব — সেভাবে আমাদের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এরা যারা গত পাঁচ বছর এই রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তারা ও, বি, সি, সি, প্রসঙ্গে অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন। কিন্তু আমাদের এইটা জানা আছে যে ত্রিপুরায় ও. বি, সি, কমিউনিটি কারা সেটা আইডেনটিফাইড না হওয়ায় সেভাবে এই ও, বি. সি, দের এই বিলে রাখা যায় না কারণ আমরা এখন ও. বি. সি দের কোন ডেফিনিশন দিতে পারবনা। গভর্ণমেন্ট কমিশন করে ও বি, সি, দের আইডেন-টিফাইড করার পর তাদের মেম্বার হিসেবে দেবার যুক্তিকতা থাকবে। কারণ সমাজের বিভিন্ন অংশের মহিলারা মেম্বার হতে পারে। কিন্তু এখানে এখন যে দাবী করা হয়েছে সেটা হলো ওদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও ২৭ দাবী বহলাম এখন দেখিনা ওরা কি করে। কাজেই এই মূহূর্ত্তে এইটা অ্যামেণ্ডমেন্ট করার প্রশ্ন আসে না।

আরেকটা অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে যে একজন প্রেসম্যানকে মেম্বার হিসেবে নেবার জন্য। এইটা ভাল কথা। যখন সরকার এই বিলকে কার্য্যকরী করবেন তখন দেখবেন প্রেস এর লোক মেম্বার হিসেবে নিলে যদি ভাল হয় সেটা সরকার বিবেচনা করবেন। আর ১০(এ) সম্পর্কে যেটা অ্যামেণ্ডমেন্ট করার জন্য বলা হয়েছে সেটা করার প্রয়োজন নেই।

আরেকটা জিনিষ পয়েন্ট আউট করতে চাই — সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় পাঁচ জনের যে কমিশন হবে — চেয়ার পারসন ভাইস চেয়ার পারসন এবং তিন জন মেম্বার সবটাই মহিলাদের থেকে হলেই ভাল হবে সেটা যদিও বিলে উল্লেখ নেই।

সেই ভাবে পরিষ্কার কিছু নেই। পার্সন আছে। সেটা মহিলাই হবে, নিশ্চয়ই সরকার মহিলাই করবেন। তবু আমার মনে হয়, এটা থাকলেই ভাল হত। এছাড়া আর একটা প্রবলেম হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেকশান থ্রী। এটা আশা করি মাননীয় শিক্ষ মন্ত্রী লক্ষ করবেন এখানে আছে একজন চেয়ারপার্সন এবং একজন ভাইস চেয়ারপার্সন। আর আছে তিনজন মেম্বার তার মধ্যে বলা হয়েছে - একজন সিডিউল কাস্ট এবং একজন সিডিউল ট্রাইব। যদি চেয়ারপার্সন বা ভাইস চেয়ার-পার্সন সিডিউল কাস্ট বা সিডিউল ট্রাইব থেকে হয় তা হলেও বাকী যে তিন জন মেম্বার তার মধ্যে একজন সিডিউল কাস্ট এবং একজন সিডিউল ট্রাইব হতে হবে। থ্রী, এর সাব সেকশান (২) বি) তার রোমান ওয়ান টু আছে, সো, দিস মেটারস্ মে লাইগুলি বি লোকট্ ইন টু বাই দা অনারেবল মিনিষ্টার। কিন্তু এইটা সত্য কথা যে এই কমিশন খুব দ্রুত গঠিত হওয়া দরকার। সেই কারণে দি ত্রিপুরা কমিশন ফর উইমেন বিল, ১৯৯৩ এই বিলটা পাশ হওয়া দরকার। যে কোন আইনেই কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে। সেগুলি ত্রুটি মুক্ত করার জন্য যথাসময়ে চেষ্টাও করা যেতে পারে। জাতীয় স্তরে মহিলা কমিশনের যে আইন হয়েছে সেটা যদি ১৯৫০ সালে হত তাহলে ভাল হত। কারণ আমরা এমনিতেই চল্লিশ বছর পিছিয়ে গিয়েছি। সুতরাং সেদিক থেকে আমি মনে করি এই বিলটাকে গ্রহণ করে নেওয়া দরকার সরকার যাতে বিলটা পাশ হওয়ার ও অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা নেন এবং মহিলাদের জন্য আইন লংঘন করা হচ্ছে সেটাকে যাতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করা হয়। মহিলাদের সংরক্ষণ এবং অধিকারের যে প্রচেষ্টা সেটা যাতে এই বিলের মাধ্যমে সেটা বাড়ানোর জন্য সাহায্য করবে। এবং সামনে নিয়ে যাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটী স্পীকারঃ - মাননীয় সদস্য দেবাব্রত কলই মহোদয়।

শ্রীদেবাব্রত কলই (অম্পিনগর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে— দি ত্রিপুরা কমিশন ফর উইমেন বিল, ১৯৯৩' উত্থাপিত হয়েছে, এই বিলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং এর সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে প্রথমেই বলা আছে টু প্রভাইড ফর দি কনস্টিটিউশান অব এ স্টেইট লেভেল কমিশন ফর উইমেন এণ্ড

কর মেটারস্‌' এই যদি হয় ন্যাশনেল উইমেন্‌স্‌ কমিশন গঠন হওয়ার পর প্রত্যেক রাজ্যকে এই ধরনের একটা বিল মহিলাদের সুবিচার-- ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যে বিল আনা হয়েছে কাজেই এখানে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা রবিমোহন জমাতিয়া যে সমস্ত সংশোধনী এনেছেন এর কোন যুক্তি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

কারণ এটা সম্পূর্ণভাবে রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করছে, রাজ্য সরকার বিবেচনা করবে। এবং আজকে মহিলাদের সুস্থ ন্যায় বিচার পাওয়ার লক্ষ্যে যে বিল আনা হয়েছে, এখানে আমরা দেখেছি যে আজকে বিরোধী সদস্য বিহীনভাবে এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি এটা খুবই দুঃখ জনক ঘটনা। আজকে এত বড় একটা মহিলা বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছে অথচ বিরোধী সদস্যরা কি সব পশ্চিম বাংলায় খুন হয়েছে রাজনৈতিক আন্দোলনকে অজু হাত দেখিয়ে এখান থেকে চলে গেলেন। এটা মহিলাদের সঙ্গে একটা প্রতারণার সামিল। যাই হউক, আজকে এমন কতকগুলি জিনিষ আছে যে মহিলারা প্রাণ খুলে কিছু বলতে পারে না। আনাচে কানাচে তাদের উপর যে অসামাজিক অত্যাচার হচ্ছে এবং সামাজিক কুসংস্কার তার জন্য দায়ী। আজকে যে মহিলা কমিশন গঠন করা হলো এটা পরিস্কার যে আমাদের রাজ্যে নিপীড়িত মহিলারা যারা নির্যাতিতা বিভিন্ন দিক থেকে যারা নির্যাতিত, বিভিন্ন দিক থেকে তারা সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আজকে এনারা কমিশনের সামনে দাঁড়িয়ে প্রাণ খুলে কথা বলা তাদের অভিযোগ জানানোর একটা সুযোগ এনে দিয়েছেন। এবং শুধু তাই নয়, এই মহিলা কমিশন বিলের মধ্য দিয়ে মহিলাদের ব্যাপারে আর বেশী রাজ্য সরকার পদক্ষেপ নেওয়ার একটা সুবিচার করার ক্ষেত্রে এই মহিলা কমিশন বিল একটা সহায়ক হিসাবে থাকবে। যে সমস্ত রাজ্য সরকারের পক্ষে প্রতিবন্ধকতা ছিল বিভিন্ন কারণে আজকে মহিলা কমিশন গঠন হওয়ার ফলে তাদের প্রকৃত ঘটনা জানার ক্ষেত্রে বা তদন্ত করার ক্ষেত্রে এটা একটা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এই কমিশন। এবং আমরা দেখেছি এই মহিলা কমিশন বিলকে রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা না করে, কারণ মহিলাকে মহিলা হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। পুরুষ শাসিত সমাজে সমস্যা একটা দুর্বল অংশের মানুষ হিসাবে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। কাজেই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক ভাবে যে সমস্ত অত্যাচার হয় এটা শুধু মহিলাদের উপর নয়, শিশুদের উপর নয়, এটা পুরুষদের উপর অত্যাচার হয় কিন্তু প্রসঙ্গটা আমি সেইভাবে নিতে চাই না।

এখানে বিলের মধ্যে মাননীয় সদস্য অরুন ভৌমিক বলেছেন যে, তিন জনের মধ্যে এক জন হবে এস. টি. হ্যাঁ, অবশ্যই এটা ভালো যুক্তি। এস. টি. অনেকে আছেন গ্রামের মহিলারা উপজাতি মহিলারা যার, বাংলা ভাষা পরিষ্কার ভাবে বলতে পারেন না, বুঝেন না এবং এমন অনেক মহিলারা আছেন যারা ককবরক ভাষাও বলতে পারেন না। এখানে ভাষাগত কতগুলি সমস্যা রয়ে গেছে। যদিও ককবরক ভাষাভাষি ওরাই বেশী। এবং এস. সি, থেকেও রাখা দরকার। এখানে অবশ্য শর্ত রেখেছেন। কিন্তু টোটাল চেয়ার পার্সন এবং ভাইস চেয়ার পার্সন সেটা মাননীয় সদস্য অরুন বাবু বলেছেন, এটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। এই যে পাঁচ জন নিয়ে মহিলা কমিশন গঠন করা হবে সমস্ত সদস্যদের আমরা ধরে নিতে পারি যে, এটা মহিলাদের মধ্যে হবে। কাজেই আজকে আমি এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। কারণ হচ্ছে কি বিভিন্ন বক্তারা অনেক কিছু উদাহরণ হিসাবে দিয়েছেন, কাজেই বলার কিছু নেই। এখানে যে বিল আনা হয়েছে টেকনিক্যাল রিপোর্ট পরিষ্কার লেখা আছে এটা সংবিধানের ৭ম তপশিল ক্ষমতা মোতাবেক এই বিলটা আনা হয়েছে। তার মানে ৭ম তপশিলে এ-লিস্ট, বি-লিস্ট এ-লিস্ট এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন। বিলিস্ট হচ্ছে নিশ্চয় রাজ্য সরকারের ক্ষমতাধীন এই বিল আনা হয়েছে। কাজেই মাননীয় বিরোধী সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া যে সমস্ত সংশোধনী এনেছেন এর কোন প্রয়োজন নেই। রাজ্য সরকার তাঁর সুস্থ বিবেচনার মধ্য দিয়ে একটি কমিশন গঠন করবে। কাজেই আজকে এই বিলের উপর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ, তিনি উপস্থিত নেই। মাননীয় সদস্য শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আনন্দ মোহন রোয়াজা।

শ্রীআনন্দ মোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, দি ত্রিপুরা কমিশন ফর উইমেন বিল গত ২০ তারিখ মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী উত্থাপন করেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমি মনে করি এই বিল মহিলাদের জন্য একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এখানে বিলের বিরোধীতা করে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যা বলেছেন আমি তাকে

পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার আলোচনা শুরু করছি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর মহিলাদের জন্য কিছুই করা হয় নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী মহিলাদের অধিকার দেওয়ার জন্য চেষ্টা না করে মহিলাদের অধিকার গুলিকে তারা নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখে দিয়েছিলেন। তার জন্য আজকে ত্রিপুরায় নয় বিভিন্ন রাজ্যে যেমন নাগাল্যেণ্ড, মনিপুর প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের জন্য কিছুই করা হয়নি। আজকে মহিলাদের জন্য বিল আনা হচ্ছে তার জন্য আমরা গর্ভিত এবং তা অভিনন্দন যোগ্য বলে আমি মনে করি। এখানে অনেক সদস্য আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিশেষ করে আমাদের উপজাতি মা বোনদের বেদনা দায়ক। এই যে মহিলা তাদের বেদনা, লাজ লজ্জা, তাদের ব্যথা তা তাদের অন্তরে থাকলেও তারা তা মুখে প্রকাশ করতে পারেনি কোন দিন। এখনে বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন যে চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এই গুলি রাজ্যপালের কাছে দেওয়ার জন্য। এটার প্রশ্নই উঠেনা। যেখানে রাজ্য সরকারের হাতে অধিকার আছে সেখানে রাজ্যপালের হাতে তোলে দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। এই মহিলায় রাজ্যের পিছিয়ে পরা মহিলাদের অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য যখন প্রস্তাব উৎথাপন করেছেন সেটাকে যারা বিরোধীতা করেছেন তা কোন দিনই মানা যায় না। আগে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এই বিল-এর নামই শুনিনি। আজকে এই বিল গুলি আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আগে ইন্দিরা গান্ধী থাকতে যদি এইটা দিত তা হলে মহিলারা আরো অগ্রসর আরো চেতনা, আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্রের পক্ষে আমরা আরো সহজে অগ্রসর হতে পারতাম বিশেষ করে আমাদের উপজাতি অঞ্চলের ট্রাইবেল মা বোনেরা তারা আজকে স্বামীর হাতে পিটা খায়, শ্বশুর বর কাছে পিটা খায় শ্বাশুরীর হাতে পিটা পায়, আজকে তারা ঘরের কাজ করে কিন্তু তাদের ভরন পোষন নেই আজকে তারা এই অবস্থার মধ্যে বাস করছে। সুতরাং তাদের জন্য এই বিল একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আজকে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার এই বিল উৎথাপন করেছেন তার জন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কাজেই এই গুলি করা দরকার। আমাদের ট্রাইবেলদের মধ্যে কি মহিলা কি পুরুষ তাদের কোন রাজনৈতিক বাস্তব চেতনা নেই এক মহিলাকে ৭ বার ডাইভোর্জ করে তাকে ৭ বার গ্রহন করে সেখানে কোন বিচার নেই যদি এই বিলগুলি পাস করে মহিলাদের হাতে তুলে দিতে পারে তা হলে কিছুটা আইন কানুন এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে তারা অগ্রসর হবে কাজেই এটা একান্ত দরকার এবং প্রয়ো-

জন বলে আমি মনে করি। এই বলে আমার সংক্ষেপ বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ

ডাঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় শিক্ষমন্ত্রী ত্রিপুরা মহিলা কমিশন গঠন করার জন্য যে বিল এই হাউসে উত্থাপন করেছেন, আমি সেটাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। তার কারণ মহিলাদের সম্পর্কে বিশেষ করে আমাদের দেশে অনেক বড় বড় কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কার্যাক্ষেত্রে আমরা দেখি, আমাদের দেশের মহিলারা বঞ্চনার শিকার হন, যার জন্য তারা সর্বক্ষেত্রে সুবিচার পাচ্ছেন না বা সমান অধিকার পাচ্ছেন না। বৈষম্যের পীড়নে তারা আজকে ক্ষত-বিক্ষত, এই অবস্থাটা কাম্য নয়। অতীতের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা দেখব পুরুষ শাসিত যে সমাজ আমাদের ছিল সেই সমাজের মধ্যেও মহিলাদের সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা হলেও আমাদের যারা সমাজপতি আমাদের যারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা-কার তাদের কণ্ঠ থেকে একদিন উচ্চারিত হয়েছে — পুত্রার্থে প্রিয়তে ভার্য্যা, পিণ্ড প্রয়োজনে স্ত্রী। এই ধরনের মতামত আমাদের শাস্ত্রকারেরা এক সময়ে দিয়েছিলেন যে পিতার পিণ্ডের প্রয়োজনে স্ত্রীর প্রয়োজন, এটাকে কোন অবস্থায় সমর্থন করা যায় না। অথচ সেই যুগেই আমরা দেখেছি মৈত্রী, গার্গীর মত বিদুষী মহিলারা ঐ সমস্ত জেরা জাল ভেঙ্গে বড় বড় শাস্ত্রকারদের সঙ্গে যুক্তি তর্কের লড়াই বেঁধেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মহিলারা সেই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখি কৌলিন্য প্রথা। তখন এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে ছিল যেখানে সমাজে নিয়ম করে দেওয়া হয়ে ছল যে বালিকাদের বিয়ে দিতে হবে এবং কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে না দিলে জাত যাবে, না হলে তাদের মর্য্যাদা রক্ষা হবে না। কাজেই কুলীন পাত্রের খুঁজে নেওয়ার জন্য কন্যাদায়ীরা বিচলিত হয়ে পড়তেন। আর, কুলীন পাত্র খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল ৫ বছরের মেয়ের জন্য ৬০/৭০ বছরের এক বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে আসা হল এবং তার হাতেই মেয়েকে সমর্পন করা হল, মেয়েটির ভবিষ্যৎ অন্ধকার জেনেও আমাদের দেশের কবিরা এক সময়ে এটা নিয়ে অনেক ব্যাঙ্গ বিদ্রোপ করেছেন, এক কবি লিখেছেন — বৃদ্ধ দাদুরা আছেন দেশে, করেন যারা সদগতি, বণমার্থে তারা আধা বাঙ্গা পরের ধনে লাখপতি, এই ছিল আমাদের মেয়েদের আগের অবস্থা, সেই সময়ে কবি সত্যেন দত্ত এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের জীবন দুর্বিসহ সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে লিখলেন বৃদ্ধ পতি মারা গিয়েছেন সমস্ত সমাজের লোক এসে মেয়েটিকে ধরে বেঁধে নিয়ে এসে-

ছেন, তাকে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে - আর, সেখানে বলা হচ্ছে সিঁথিতে সিন্দুর পড়ে, শঙ্খ সিন্দুর নিয়ে এবার সে স্বর্গে চলে যাবে। কিন্তু চিতাতে যখন আগুন দেওয়া হয়, তার চিৎকারকে ঢাকবার জন্য আকারা ডাক, ঢোল ইত্যাদি বাজানো হয়। এই রকম একটা অবস্থাও আমাদের সমাজের উপর দিয়ে গেছে।

যুগে যুগে নারীরা বৈষম্যমূলক আচরণের কারনে নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নারীরা একই সঙ্গে পরিবারের দ্বারা এবং সমাজের দ্বারা শোষিত হচ্ছেন। আজকেও দেখা যায় কোন কোন পরিবারের ছেলেদেরকে বেশী অধিকার দিচ্ছে। ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং পড়াতে ছেলের প্রতি যে উদ্যোগ নিচ্ছেন, কন্যা সন্তানের প্রতি সেটা করা হচ্ছে না। মেয়েদেরকে কোন রকমভাবে একটা চাকুরী দিয়ে দিতে পারলেই হলো তার উচ্চ শিক্ষার সম্ভাবনা থাকলেও সে সেটা পাচ্ছে না বেশী দূরে নয় আমাদের মা ঠাকুরমার দিকে তাকালে বুঝা যায় যে তাদের জেনারেল কোয়ালিফিকেশন। তাদেরকে কলেজে পাঠানো হয় নি। তাদেরকে ঘরের বাহিরে বের হতে দেখা হয় না। অনুশাসনের জাতা কলে তারা অন্ধ। তাদেরকে পর্দার আড়ালে থাকতে হচ্ছে, পর পুরুষের মুখে তারা দেখতে পারবে না। তাদেরকে স্বাধীন সত্বার বিকাশের ক্ষেত্রে অহরহ বঞ্চিত করা হচ্ছে অথচ নারীদের শ্রম সেটা আমরা পাচ্ছি না। সংসারের চৌহদ্দির বাহিরেও যে নারীদের দেবার আছে। উল্লেখ করা যেতে পারে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মাতঙ্গিনী হাজরা, সরোজিনী নাইডুর মত মহিয়সী মহিলার কথা ভারতের মানুষ ভুলবে না। কিন্তু নারী আন্দোলনও পিছিয়ে নেই। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ১০ ঘন্টার কাজও উপযুক্ত পারিশ্রমিক এর দাবীতে ইউরোপের নিউইয়র্কে দরজী মেয়েরা মিছিল করে। ১৮৭১ সালে প্যারী বিপ্লবের সময় শ্রমজীবি মহিলারা সজ্ঘবদ্ধভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম করে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ক্লারা জেটকিন নারী পুরুষদের সমানাধিকারের দাবীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন করে। এক সময়ে ফরাসী দেশের নারীরাও পুরুষদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য লড়াই করেছেন। ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে জার্মানীতে প্রথম আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের দরজী মেয়েরা ভোটাধিকার অর্জনের জন্য আন্দোলন করে। ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ডেন মার্কের কোপেনহাগেনে, ২য় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই জিনিসগুলি আমরা লক্ষ্য করি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নারী আন্দোলনের জন্য এই আন্দোলনের সূচনা এই ভাবে হয়েছিল। নারীদের অবদান সম্পর্কে আমরা কি বলি? আজকে এই যে কৃষি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হচ্ছে, দেশে বিদেশে অথচ কৃষি আবিষ্কার প্রথম করেছিলেন নারীরা। সে কথা কি আমরা একবারও বলি? নারীরা উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, কিন্তু পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা দেখল, নারী মুখ্য ভূমিকা নিলে "আমরা হয়ে যাব গৌণ"। কাজে কাজেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। স্ট্যালিন তাঁর এনার্কিজম তার সোস্যালিজম রচনায় বলেছেন, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা পুরুষের হাতে চলে আসে পারিবারিক জীবনেও শ্রম বিভাগে বিভাগের ফলে নারীর দায়িত্ব সাংসারিক কার্য্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় স্যার, অ্যাঙ্গেলস বলেছেন, আমি এখানে অ্যাঙ্গেলসের একটু উদ্ধৃতি পড়ছি :-

"The emancipation of women will only be possible when the women can take part in production in a learge social scale."

কাজেই নারীকে আমরা আজকে সেই পর্য্যায়ে এখনও নিয়ে যেতে পারি নি, পারছি না। আমাদের দেশে নারীরা কিভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন, তার খবর আমরা পত্র পত্রিকায় দেখতে পাই পণ প্রথা দুষ্ট ব্রণের মত আমাদের সমাজের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। পণের জন্য নারীদের আজকে কত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেনা পাওনা গল্পে বলেছেন, 'নারীরা কি একটি টাকার থলি'? যতক্ষণ টাকা আছে, ততক্ষণ তার দাম আমরা দেখি, নিষ্ঠুরতা আজও সমাজ থেকে চলে যায় নি। ভারতবর্ষে আইন হয়েছে। সেই আইন নিয়ে কিংবা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আজও অছিলায় পণ আদায় করা হচ্ছে। এই সম্পর্কে একটু সমালোচনা করতে হয়। নারীদের আজকে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার। এমনও দেখা যায়, এই সমাজে, বাবা গহনা ঘাটি, টাকা-পয়সা না দিতে পারলে, মেয়েরাও কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়। এটাও তাদের মধ্যে দেখা যায় কাজেই মেয়েদেরও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। নারীরা ব্যবসা বাণিজ্যের পণ্য নয় এটা বুঝতে পারা উচিত। নারীকে নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করবে, নয়ত বিক্রি করতে এটা চলতে পারে না স্যার, আর্থিক দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে আমরা দেখতে পাই, নারী পাচারের ব্যবসা চলছে অবাধে তাদেরকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, পতিতাবৃত্তির দিকে,

অথবা বিদেশ থেকে বড় বড় পয়সার লোক এসে অল্প পয়সায় কিনে নিয়ে যাচ্ছে নারীদের। স্যার, বিজ্ঞাপন হিসাবে নারীদের নগ্ন ছবি প্রকাশ করা হচ্ছে ব্লু ফিল্ম যেগুলিকে বলা হয়, সেগুলিতে নারীদের দগদগে নগ্ন চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। সেখানে সমাজকে উচ্ছন্নে নিয়ে যাবার ব্যবস্থায় নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। নারীর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিয়ে সুরসুরি দেওয়া হচ্ছে এই ভাবে নারীকে একটি পাপ-পঙ্কিল পরিবেশের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে এখানে প্রতিবাদ কোথায়? এগুলি আজকে বন্ধ হওয়া উচিত। সেন্সরের সীমা আছে। তার বেড়া ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। এই সব ফ্লিম সাধারণ্যে প্রচার হচ্ছে, সমাজের মধ্যে চলছে। আমরা আরো দেখি, কমার্শিয়াল ছবির নাম করে বিজ্ঞান যে নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে নারীরা হচ্ছেন, লালসার শিকার। বিবাহিত জীবনের নানা শাসনের ফলে নারীকে আত্ম হত্যা করতে হচ্ছে। কথা বলার কোন অবকাশ নেই। এখনও তার কথার দাম দেওয়া হয় না। তিলে তিলে, পলে পলে গঞ্জনা পায়, আত্ম হত্যা করে। সমাজের কাছে নারী বিচার পায় না। স্যার, নারীর সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে এখানে অনেক বলা হয়েছে। আমি আর সেগুলির পুণরাবৃত্তির করতে চাই না আমার বক্তব্য হচ্ছে, নারীর অধিকার থেকে নারীকে কিভাবে বঞ্চিত করা যায় তার জন্য আইন থাকলেও আইন ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

কোন কোন জায়গায় দেখা যায় যে মেয়েকে দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া হয়- সম্পত্তিটা ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হোক, আমি এই সম্পত্তির দাবী করছি না মেয়েরা লিখে দিল, বাস সম্পত্তির দাবী চলে গেল। স্যার, আমাদের দেশে অনেক আইন হয়েছে। ১৯৫৪ সালে বিশেষ বিবাহ আইন, ৫৫ ইং সালে হিন্দু বিবাহ আইন, ৫৬ ইং সালে উত্তরাধিকার আইন, ৬১ ইং সালে প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন ৭৬ ইং সালে সমবেতন আইন হয়েছে এবং ৮৪ ইং সালে পন প্রথা নিবারণী আইন হয়েছে। এই আইন হওয়া সত্বেও নারীর অধিকার সর্বত্র সমান ভাবে রক্ষিত হয় নি। আমরা লক্ষ্য করেছি নারীদেরকে পুরুষদের মতো সম মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। যদিও নারীরা তাদের সম্ভাবনার পরিচয় কিছু কিছু দিচ্ছেন। আমাদের মেয়েরা আজাদ হিন্দু ফৌজ সংগ্রামে নেতাজীর নেতৃত্বে তিনি যে ঝাঁসীর রাণী রেজিমেন্ট খুলে ছিলেন তার ক্যাপটেন ছিলেন লক্ষী স্বামীনাথন। তাঁর নেতৃত্বে নারীরা দৃপ্ত ভাবে পুরুষদের পাশাপাশি সংগ্রাম করেছে। আজকে তারা আর অবলা নেই, আজকে ওরা সাহসী

নারী। লক্ষী স্বামীনাথন, আজকে উনি লক্ষী সাইগল, সর্ব ভারতীয় নারী আন্দোলনের সাথে একনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। আজকে আমাদের দেশের নারীরা বিভিন্ন ভাবে এগিয়ে গেছেন।

তারা শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে গেছেন, চিকিৎসা শাস্ত্রে এগিয়ে গেছেন, খেলা ধুলায় এগিয়ে গেছেন। আজকে তাদের সমান ভাবে এগিয়ে যাবার ক্ষেত্রে নানা ভাবে বঞ্চিত করেছে এই সমাজ, যাকে আমরা সভ্য বলে দাবী করি। আজকে এই সমাজে কি নারীরা তাদের অধিকার পাচ্ছে? আজকে নারীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে. এই ত্রিপুরা রাজ্যেও হচ্ছে। আজকে ওজান ময়দানে নারী নির্যাতন হয়েছিল। সেখানে সমস্ত সমাজের বাপিয়ে পড়ার কথা, তীব্র আন্দোলন হবার কথা সেই অপরাধীদেরকে আড়াল করার জন্য সরকারী প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। আজকে তাদের প্রতিনিধিরা এখানে সংশোধনী আনেন। কিসের জন্য? রাজনীতি করার জন্য, রাজনৈতিক স্বার্থে তাঁরা এই সব সংশোধনী এখানে এনেছেন। স্যার আজকে নারীদের নিরাপত্তা নেই। এখানে কয়েকজন নারীর উপর নির্যাতন করা হয়েছিল যার ফলে কয়েকজন গৃহবধু আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। বহু নারীকে মেরে ফেলা হয়েছে, এখনও নারী নির্যাতন হচ্ছে, পনের জন্য নারীদের বিড়ম্বনা পেতে হচ্ছে. সমান ভাবে বাঁচার সুযোগ পাচ্ছে না। গরীব অংশের মানুষদের মধ্যেই এগুলি বেশী হচ্ছে। গরীব অংশের ফেমিলিতে একটা ছেলে এবং একটা মেয়ে যদি থাকে তাহলে দেখা যায় লেখা-পড়ার ক্ষেত্রে ওরা ছেলেকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে নারদের যদি সত্যিকারে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে এই বৈষম্য দূর করতে হবে, নারীর অধিকার রক্ষায় এই কমিশনটি অনেকটা সহায়ক ভূমিকা নেবে। স্যার, আমি আজকে হাউসের কাছে এই দাবী রাখছি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় যে বিল এখানে উপস্থাপন করেছেন সেটা যাতে আপনি সর্বসম্মত ভাবে গ্রহন করতে পারি তার উদ্যোগ নেবেন এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য মহাদয়রা এখানে যে সংশোধনী এনেছেন সেগুলিকে গ্রহন করার ক্ষেত্রে আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছিনা। কাজেই এই সংশোধনীগুলিকে গ্রহন না করে গ্রহন না করা জন্য অনুরোধ রাখব। এই বিলে যদি ভাষাগত কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে তাহলে সেগুলিতে সংশোধন করে বিলকে যেন আমরা সবাই গ্রহ করি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটী স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

শ্রীদশরথদেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মহিলা কমিশন গঠনের জন্য যে বিল উৎথাপিত হয়েছে এবং এখন যা আলোচনা চলছে এটা খুব সময়োপযোগী এবং বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই বিল উৎথাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্কার ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত, বঞ্চিত নারী সমাজের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কি এটা বুঝা দরকার। কারণ এই বিলটা উৎথাপন করা হয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে বিভিন্ন আইনে আমাদের সংবিধানে নারীদের অধিকার সম্পর্কে অনেক আইনগত ব্যবস্থা আছে সেগুলি এখানে যারা আলোচনা করেছেন একটি একটা করে নামগুলি উল্লেখ করে বলেছেন তাই আমি আর সেই বি[illegible] নামগুলি উল্লেখ করে সময় নষ্ট করতে চাই না। স্বাধীন সংবিধানগত যে অধিকার নারীদের দেওয়ার কথা এটা আইনগত স্বীকৃত। তাছাড়া মানসিক মূল্যবোধ যে অধিকারগুলি নারীদের পাওয়া সেটা মুখে মুখে সবাই স্বীকার করে এটা সত্যি। আমাদের সমাজে বা ত্রিপুরা রাজ্যের নারীরা সেটা ভোগ করতে পারছেন না, সেটা দেখার জন্যই একটা মহিলা কমিশন গঠন করা হয়েছে। এই যে একটা আইনসম্মত সংগঠন মহিলাদের অধিকার, তাদের বঞ্চনার বিষয় তারা নিজেরা আলোচনা করতে পারেন এবং তারা আইনের আশ্রয় নিতে পারেন যদি কোন বিষয় আরও বেশী তাদের অধিকার ভোগ করা প্রয়োজন হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সুপারিশ করতে পারেন এবং সেই সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার আইন [illegible] করতে পারেন। এই সুযোগ গ্রহন করার জন্যই এই মহিলা কমিশন গঠনের জন্য এই বিল উৎথাপিত হয়েছে। এই বিল সম্পর্কে কিছু মিস্ আণ্ডারষ্টেণ্ডিং আছে কারণ আমি এখানে বসে মাননীয় কয়েকজন সদস্যদের বক্তব্য শুনলাম যে এই কমিশনের মেম্বার শুধু মহিলা মেম্বার কিনা? এটা পরিস্কার মহিলা কমিশনের মেম্বার মহিলাই হয় তার চেয়ারম্যান পারসন এবং ভাইস চেয়ারম্যান পারসন বলছে তাঁরা মহিলা পুরুষ হলে চেয়ারম্যান হইতে এবং ভাইস চেয়ারম্যান হইত এটাই শব্দ। যেখানে মহিলা হয় সেখানে চেয়ার পারসন ইউজ হয় এবং ভাইস চেয়ার পারসন ইউজ হয়। ইংরাজী সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারনার জন্য এই প্রশ্ন তাঁরা উৎথাপন করেছেন। চেয়ার পারসন বললেই মহিলা হবে এটা পুরুষ হয় না। পুরুষ হলে চেয়ারম্যান হয় কাজেই এখানে সবই মহিলা মেম্বার হবে।

এই সম্পর্কে কোন রকম ভুল ধারনার কোন ব্যাপার নেই। আইন তো আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে অনেক আছে ১৯৫৪ সালে আমি যখন পার্লামেন্ট ছিলাম তখন এই আইনটা পাশ হয়েছিল। কিন্তু এই আইন কি বন্ধ হয়ে আছে? না বন্ধ হয় নি কারণ তাহলে প্রাক্তনমন্ত্রী জহর সাহার বিরুদ্ধে যে সব কেলেংকারীর কথা শুনেছি এটা শুনা যেত না। অনধিকার প্রবেশ এটা তো এই আইনে চালু হয় নি। এখন এই মুহূর্তে কমিশনের দেখার বিষয় হবে আইনগুলি ঠিক ভাবে চালু হয় কিনা। তপশীলি জাতি তপশীলি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকদের উপর যে জুলুম হয় সেটা বন্ধ করার জন্য আইনও আছে। এই আ ইন ভি পি সিং—এর আমলে তৈরী হয়েছিল কিন্তু তাই বলে কি তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতিদের উপর অত্যাচার বন্ধ হয়েছে? ত্রিপুরায় তো হয় নি। অনেকে উজান ময়দানের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। আরও অনেক অনেক ঘটনা আছে। আমি হাউসের সময় নষ্ট করতে চাইনা এইগুলি সবাইরই অভিজ্ঞতা আছে। কাজেই মহিলা কমিশন থাকলে এই কমিশনের মাধ্যমে এইগুলির বিচার বা তদন্ত করানো যেত। অন্ততঃপক্ষে কমিশনের ত শাস্তি দেওয়ার অধিকার তাদের নেই, কমিশন অন্যায় হয়েছে এই কথা তারা তদন্ত করে বলবে তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে কোর্টে যাওয়া যায়, তখন শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিতে পারে এই কমিশন খুব উপযুক্ত সময়ে হয়েছে। এখানে অনেক আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের কথা বলা হয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেল মহিলাদের জন্য অধিকারের প্রথম লড়াই করেছিল গনমুক্তি পরিষদ। লড়াই করে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার জন্য। এবং তাতে নিজস্বভাবে সিদ্ধান্তও নেয় এবং গণমুক্তি পরিষদ ট্রাইবেলদের মধ্যে মহিলাদের সম্পত্তির অধিকারও দিয়েছিল। যেহেতু তাদের কোন সরকার পাওয়ারে নেই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস রাজত্বে এগুলি শেষ করে দিল। এমনকি মহিলাদের বাড়ীতে যে পুরুষ প্রধান সমাজ সৃষ্টি হয়েছে, প্রধান ফিউডেল সমাজ। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সব ক্ষমতা হচ্ছে পুরুষের হাতে এবং পুরুষের হাতে ক্ষমতা থাকে। ফলে নারীরা যে শুধু সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় শুধু তা না, স্বামীর হাতেও নিগৃহীত হয়। বউ পেটানো পুরুষ সমাজের একটা নিকৃষ্ট জঘন্য ঘটনা। এমনকি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বউ পেটানো এখনো সমাজের মধ্যে আছে। একথা বলতে পারিনা বিশেষ

করে পোওরেষ্ট সেকশানের মধ্যে আছেই। এগুলি কে দেখবে? কাজেই একটা মহিলা কমিশন আমরা চাই। ভারতবর্ষে যেটা হয়েছে, সেটাও হয়েছেই, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আমরা মহিলা কমিশন করবার জন্য আমাদের একটা সিদ্ধান্ত ছিল। এইবার আমরা যখন ক্ষমতায় এসেছি, বামফ্রন্ট সরকার এই মহিলা কমিশন গঠন করে এই মহিলাদের উপরে ন্যায় বিচার দেওয়া যায় কিনা তাদের কথা ভাববার, তাদের কথা চিন্তা করবার মত একটা আইনসংগত কোন সংগঠন, কোন কমিটি গঠন করা যায় কিনা এইটা আমরা চিন্তা করেছিলাম এবং এই মহিলা কমিশন এর জন্য সরকার নিজের মত করে মহিলা কমিশন গঠন করতে চায়নি। আমরা আইন করে আইনের মধ্যে দিয়ে এই কমিশন গঠন করার জন্য এইখানে দিয়েছি। কাজেই মহিলা কমিশন গঠন করার জন্য যে বিল এখানে উৎথাপন করা হয়েছে এই বিলটাকে এই হাউসে পাশ করে নিয়ে অতি সত্বর যাতে মহিলা কমিশন গঠন করা যায়, মহিলাদের উপর জাষ্টিস দেওয়া যায় সেই সুযোগটা করার জন্যই এই বিলটা এইখানে এসেছে। এটাই আমার শেষ বক্তব্য আর এখানে তার একটা কথা উল্লেখ করতে চাই এই বিল উৎথাপনের মধ্যে দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের মহিলাদের সম্পর্কে যে ন্যায় তাদের উপর জাস্টিস্ দেওয়ার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন রয়েছে এই বিল আনার মধ্য দিয়ে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ বিলটির উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত আলোচ্য বিলটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলো ভোটে দিচ্ছি।

সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো :— "1. Clouse (a) of Sub-section (2) of the Section 3 may be amended as below—

(a) (i) a Chairperson who shall be nominated by the Governor.

(ii) a vice Chairperson who shall be nominated by the State Government.

2. A new Sub-Clause namely sub-clausee (iii) in Sub-Section (2) of the Section 3 may be inserted as below –

(b) (iii) one shall be member of OBC.

3. A new Clause namely Clause (d) may be inserted after Clause

(c) in Sub-Section (2) of the Section 3. 3 (2) (d) Two members shall be nominated by the Governor out of whom one shall be connected with PRESS.

মিঃ স্পীকারঃ—4. A new Section namely 10A may be added as below 10A The Commission may visit any part of India for spot study and abroad for acquiring practical knowledge on womens right

5. Sub section (1) "of the section 15 may be corrected with the following words " The State Government may be notification" in place of—" The State Government may be notification" etc."

(বিলটির উপর আনীত সংশোধনী প্রস্তাবগুলো বাতিল হলো।)

মিঃ—স্পীকার : – আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ১৫ নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো, ।

মিঃ স্পীকার : — এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :—" বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।"

মিঃ স্পীকার : – সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো, " The Tripura Commission For Women Bill. 1993 (Tripura Bill No. 7 of 1993)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উৎথাপন। আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উৎথাপন করার জন্য।

শ্রী অনিল সরকার (শিক্ষামন্ত্রী) : – মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে," The Tripura Commission for Women Bill. 1993 (Tripura Bill No 7 of 1993)" পাশ করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী

মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো : "The Tripura Commission for Women Bill. 1993 (Tripura Bill No, 7 of 1993)." পাশ করা হউক।

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো)

মিঃ স্পীকারঃ— এই সভা আগামী ২৩শে জুলাই, শুক্রবার, ১৯৯৩ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

List of Markets where market sheds would be constructed.
(Ref. Admitted starred question No. 159)

ক্রমিক নং	বাজারের নাম	কৃষি মহকুমা	নুতন শেড নির্মানের সংখ্যা
১	২	৩	৪
১।	আনন্দ নগর	বিশালগড়	১ নং
২।	গোলাঘাটী	ঐ	,,
৩।	খয়েরপুর	জিরানীয়া	,,
৪।	বামুটিয়া	মোহনপুর	,,
৫।	কলকলিয়া	ঐ	,,
৬।	গান্ধীগ্রাম	ঐ	,,
৭।	কটিকছড়া	ঐ	,,
৮।	নূতন নগর	ঐ	,,
৯।	সোনাই	ঐ	,,
১০।	সোনারাম	ঐ	,,
১১।	চেবরী	খোয়াই	,,
১২।	উয়ামুড়ি	মাতাবাড়ী	,,
১৩।	গর্জি	ঐ	,,
১৪।	হুলাখেত	ঐ	,,
১৫।	শিলাঘাটি	ঐ	,,
১৬।	কলমা	বগাফা	,,
১৭।	ঠকরানী বাজার	ঐ	,,

১	২	৩	৪
১৮।	কালির বাজার	ঐ	,,
১৯।	গররদংগ	ঐ	,,
২০।	জুলাইবাড়ী	ঐ	,,
২১।	তুইদো	অমরপুর	,,
২২।	পাল্লুক (সাম্প্রি)	ঐ	,,
২৩।	গণ্ডাছড়া	গণ্ডাছড়া	,,
২৪।	মুহুরীপুর	রাজনগর	,,
২৫।	ছামনু	ছামনু	,,
২৬।	থালছড়া (ব্রজমনি)	ঐ	,,
২৭।	দসদা	কাঞ্চনপুর	,,
২৮।	পেঁচারথল	ঐ	,,
২৯।	কচুছড়া	সালেমা	,,
৩০।	জিওলছড়া	ঐ	,,
৩১।	রাজনগর	পানিসাগর	,,
৩২।	পানিসাগর	ঐ	,,
৩৩।	বাংথু	কুমারঘাট	,,
৩৪।	শ্রীপুর	ঐ	,,
৩৫।	লাউগাং	বগাফা	,,

ANNEXURE—"B"

Admitted Starred question No. 20
Name of Member—Shri Makhanlal Chakraborty
Will the Hon'ble State Minister Incharge of Fisheries Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ এই পাঁচ বছরে পূর্বতন জোট সরকার আগরতলা সহ রাজ্যের অন্যান্য বাজার সমূহে কত কেজি সরকারী মাছ ন্যায্য মূল্যে জন

সাধারণের কাছে বিক্রি করেছে,

২) ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে ৯-৫-৯৩ তারিখ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার কত কেজি মাছ ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করেছে,

৩) বহুল প্রচারিত চিংড়ি চাষ ও কচ্ছপ চাষ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা কি ?

৪) এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে কি পরিমান গলদা চিংড়ি বিক্রী হয়েছে (আর ব্যয়ের হিসাব সহ) (৯—৫—৯৩ ইং পর্যন্ত হিসাব)

উত্তর

১) ১৯৮৮ থেকে ১৯৯২ এই পাঁচ বছরে পূর্বতন জোট সরকার আগরতলা সহ রাজ্যের অন্যান্য বাজার সমূহে মোট ৯, ৭০,০৩২ কেজি মাছ ন্যায্যমূল্যে জনসাধারণের কাছে বিক্রি করেছেন।

২) ১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে ৯/৫/৯৩ তারিখ পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকার মোট ৩২, ৮৫০ কেজি মাছ ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করেছে।

৩) কচ্ছপ প্রকল্প N. E. C. র অনুমোদন না পাওয়ায় শুরু করা হয় নাই, চিংড়ি মাছ চাষ প্রকল্প উৎসাহ ব্যঞ্জকভাবে চলেছে।

৪) এখন পর্যন্ত এই প্রকল্পে মোট ১৬১৪ কেজি গলদা চিংড়ি বিক্রী হয়েছে। ইহা হইতে মোট ১,৬১, ৪০০, টাকা পাওয়া গেছে। গলদা চিংড়ির বাচ্চা কলকাতা থেকে কেনা বাবদ গত দুই বৎসরে ৪, ৫৭, ২১৫, টাকা খরচ হয়েছে।

Admitted Starred question No. 28.

Name of Member :—Shri Pabitra Kar, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) সরকার কি অবগত আছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার আর, এস, এস, বজরংদল সহ কতগুলি সংগঠনকে বেআইনী ঘোষনা করেছিল।

২) অবগত থাকলে ত্রিপুরায় উপরোক্ত সংগঠনগুলি কাজ কর্ম ছিল কি তার বিবরন ?

৩) ত্রিপুরা সরকার এই সংগঠন সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিয়েছিল কি ?

৪) না দিয়ে থাকালে কেন নেওয়া হয়নি তার বিবরন ?

উত্তর

Name of Minister—Shri Dasarath Deb, Chief Minister, Tripura.

১) হ্যাঁ।

২) ত্রিপুরাতে এইসমস্ত সংগঠনগুলি সাধারনতঃ তাদের সাংগঠনিক কাজকর্মেই লিপ্ত থাকিত।

৩) ভারত সরকারের আদেশের পরিপেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকার ঐ সমস্ত সংগঠণের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

৪) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred question No. 34
Name of Member—Shri Amal Mallik.
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the ICAT Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১) রাজ্যে বর্তমানে কয়টি ইনফরমেশান সেণ্টার আছে ?

২) ইহা কি সত্য বাইখোরায় ১৯৯২-৯৩ইং বর্ষে একটা ইনফরমেশন সেণ্টার খোলার সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল ?

৩) থাকলে ইহা কবে নাগাদ খোলা হবে ?

উত্তর

১) ৩৯টি।

২) সত্য নহে।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 58.

Name of the Member :— Shri Tapan Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister Incharge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ হইতে মার্চ ১৯৯৩ সময়কালে ডেইলী দেশের কথা পত্রিকার কোন কোন সাংবাদিক ও এজেন্ট আক্রান্ত হয়েছেন,

২) আক্রান্তকারীদের পরিচয় সরকার জানেন কি এবং এর মধ্যে কোন রাজনৈতিক দলের লোক আছে কি,

৩) উক্ত আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

১নং, ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর তালিকায় দেয়া গেল।

১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ১৯৯৩ইং সনের মার্চ মাস পর্য্যন্ত 'ডেইলী দেশের কথা, পত্রিকার যে সমস্ত সাংবাদিক ও এজেন্ট আক্রন্ত হয়েছিলেন তাদের নাম, আক্রমনকারীদের পরিচয় এবং আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে গৃহিত ব্যবস্থাদির বিবরন নিয়ে দেয়া গেল:—

সাংবাদিক ও এজেন্ট এর নাম ১	আক্রমনকারীদের পরিচয় ২	আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থাদির বিবরণ
১) শ্রীশুভ্র মজুমদার এজেন্ট মজুবাজার	অজ্ঞাত কংগ্রেস (আই) সমর্থক	পুলিশের নিকট কেহই এই ব্যাপারে কোন অভিযোগ দায়ের করে নাই।
২) শ্রীগোপাল বিশ্বাস এজেন্ট, বড় পাথারী	অজ্ঞাত কংগ্রেস (আই) সমর্থক	পুলিশের নিকট এই ব্যাপারে কোন অভিযোগ দায়ের করেন নাই। স্থানীয় তদন্তেও অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।
৩) শ্রীরতিমোহন রায় এজেন্ট, সাতচাঁদ	শ্রীঅনুপ রায় ও অন্যান্য কংগ্রেস (আই) সমর্থক	ঐ

১	২	৩
৪ শ্রীতাপস দত্ত সাংবাদিক	শ্রীতমাল ভৌমিক শ্রীরাজু মজুমদার শ্রী অরুন মজুমদার কংগ্রেস (আই) সমর্থক বিলোনীয়া	সাংবাদিক শ্রীতাপস দত্তের কাগজপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাটি বিলোনিয়া থানার গোচরে আনা হয় তদন্তে প্রকাশ যে, অভিযুক্তকারীদের নিকট থেকে তাহার কাগজপত্র গুলি উদ্ধার করা হয় তাই অভিযুক্তকারীদের বিরুদ্ধে আর কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই।
৫। শ্রীবিশ্বরূপ গোস্বামী সাংবাদিক কৈলাশহর	কংগ্রেস (আই) সমর্থক	কৈলাশহর থানায় অভিযোগটি মোকদ্দমা নং ১৮ (৭) ৯০ নথি ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তদন্তে কোন প্রকার স্বাক্ষী প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।
৬ শ্রীমসলীম আহমেদ সাংবাদিক, অমরপুর	শ্রীকে,এল,যাদব অফিসার, আসাম রাইফেলস।	তদন্তে অভিযোগের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।
৭। শ্রীসুভাষ দেবনাথ এজেন্ট, যতনবাড়ী	কংগ্রেস (আই) সমর্থক।	অভিযোগটি প্রমাণিত হয় নাই।
৮। শ্রীঅরুন দেব, সাংবাদিক	কংগ্রেস (আই) দুষ্কৃতকারী কর্তৃক খুন।	ঘটনাটি সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩২৬/৩০৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬/৭.৯০ নথিভুক্ত করে তদন্ত করা হয়। গ্রেপ্তার-কৃত ব্যক্তিদের যথা—

১	২	৩
		১। বিক্রম দেব ২। নির্মল দেব ৩। মানিক সাহা এবং আর্ত- সমর্পনকারী ব্যক্তিদের যথা — ১। বনমালী দেবনাথ ২। অরুন সাহা ও ৩। গৌতম সাহার বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হয়।
৯। শ্রীসমীর ধর, জয়েন্ট নিউজ এডিটর।	পুলিশ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও গ্রেপ্তার।	তাহাকে পশ্চিম আগরতলা থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪০৬/৩২৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ২ (১০) ৯০ এর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং জামিনে মুক্তি দেয়া হয় এবং চার্জশীট দাখিল করা হয়।
১০। শ্রীধনঞ্জয় দেবনাথ, ষ্টাফ রিপোর্টার, সাব্রুম।	সি, আই, মনীন্দ্র কর্মকার, সাব্রুম এবং অন্যান্য কর্তৃক সাব্রুম লকআপে অত্যাচার	অভিযোগটির কোন প্রমান পাওয়া যায় নাই।
১১। শ্রীকিনারাম চাকমা সাংবাদিক, গণ্ডাছড়া।	শ্রীসন্তোষ সাহা, কংগ্রেস (আই) সমর্থক।	ঘটনাটি গণ্ডাছড়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৩/৫০৬ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬ (৩) ৯৩ নথিভুক্ত করে এবং দোষীব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ফাইন্যাল রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাটির নিষ্পত্তি ঘটে।

১	২	৩
১২। শ্রীধনঞ্জয় দেবনাথ. সাংবাদিক, স ব্রুম।	১। শ্রীঅশোক দেওয়ানজী ২। শ্রীবিকাশ দেবনাথ।	অভিযোগটির তদন্তক্রমে সি, আর, পি. সি এর-১০৭ ধারায় Prosctut Report মাননীয় বিচারকের নিকট দাখিল করা হয়। P.R.No. 28/29
১৩। শ্রীজহর লাল চক্রবর্তী ষ্টাফ্ রিপোর্টার, মহাকরণ,	অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারী	তদন্তে অভিযোগটির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।
১৪ শ্রীসন্তোষ বিশ্বাস সাংবাদিক, বিশালগড়	এস, আই, শ্রীঅমৃত কর এবং অন্যান্যরা	তদন্তে জানা যায় যে ডেইলী দেশের কথার সাংবাদিক শ্রীসন্তোষ বিশ্বাসকে বিশালগড় থানার ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৪৪৮/৩৭৯/৩০৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ৫ (৫) ৮৯ এবং ১৪৮/১৪৯/৪৫৮/৪২৭/৩২৩ ধারায় মোকদ্দমা নং ৬ (৫) এর পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়। মামলায় চার্জশীট দাখিল হইয়াছে। সাংবাদিক শ্রীসন্তোষ বিশ্বাস এস, আই- অমৃত কর এবং শিবদাস চৌধুরীর ও গোপাল বর্মার বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন যাহা বিচারাধীন।

১	২	৩
১৫। শ্রীভাস্কর চক্রবর্ত্তী এজেন্ট বিলোনীয়া	শ্রীস্বদেশ মাদক, কং(ই) সমর্থক মুহুরীপুর।	এই ধরনের কোন অভিযোগ বাইখোরা থানায় দায়ের করা হয় নাই।
১৬। শ্রীচন্দন গোপ এজেন্ট।	অজ্ঞাত কং(ই) সমর্থক।	থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করা হয় নাই।
১৭। শ্রীসজল ভট্টাচার্য্য সাংবাদিক, খোয়াই।	১। শ্রীশংকর পাল। ২। শ্রীঅরুন পাল। ৩। শ্রীতমজিত দাস। ৪। শ্রীস্বপন দত্ত। ৫। শ্রীপ্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য। সবাই কং(ই) সমর্থক।	এই বিষয়ে খোয়াই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৪২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ২৪ (১১) ৮৯ নথিভুক্ত করা হয়। মোকদ্দমাটির চার্জশীট দাখিল করা হইয়াছে

Admitted Starred Question No. 60.

Name of the Member : Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble State Minister Incharge of the Fisheries Depa-rtment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য রাজ্যের জনসাধারনের উপকারার্থে সরকার প্রতি মহকুমা সদরে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সরকারী মাছ বিক্রী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২। যদি নিয়ে থাকেন তাহলে তারজন্য স্থায়ী ষ্টল তৈয়ারী করা হবে কিনা?

উত্তর

১। প্রতি মহকুমা সদরে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সরকারী মাছ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই। তবে প্রতিদিন আগরতলা এবং উদয়পুরের সরকারী মাছ বিক্রীর ষ্টলে নিয়মিতভাবে মাছ বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না। তথাপী আগরতলায় ৫টি ও উদয়পুরে ১টি স্থায়ী ষ্টল করা হইয়াছে। প্রয়োজনে অন্যান্য মহকুমায় দপ্তরের বিভিন্ন F. A. অফিসগুলির মাধ্যমে মাছ বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

Admitted Starred Question No. 62

Name of the Member :— Sri Amal Mallik.

Subject : –Information regarding D. R. W., Casual Labour, Seasonal Labour.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state : –

প্রশ্ন

১। বিলোনিয়ার সাড়াসীমা নারিকেল ও মশলা বাগানে ১৯৯৩ ইং ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজন ডি আর ডব্লিউ, ক্যাজুয়েল, সিজন্যাল শ্রমিক ছিল।

২। ইহা কি সত্য বর্তমানে অনেকেই কাজে যেতে পারছে না।

৩। সত্যি হলে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। বিলোনিয়ার সাড়াসীমা (বাঁশপাহুয়া) নারিকেল ও মশলা-বাগানে (জয়কান্তপুর) ১৯৯৩, ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কর্মরত ডি, আর, ডব্লিউ, ক্যাজুয়েল ও সিজন্যাল শ্রমিকদের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

ক্রমিক নং	বাগানের নাম	কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা			
		ডি আর ডব্লিউ	ক্যাজুয়েল	সিজন্যাল	মোট
১।	বাঁশ পাহুয়া নারিকেল বাগান	৬৪	৫৪		১১৮
২।	মশলা বাগান	১০	৯		১৯

২। না, ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 105.

Name of the M. L. A. : Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে পশু-পালন চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা কত,

২। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে নুতন কোন পশু-পালন চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

৩। যদি থাকে তাহা হলে কেন্দ্রগুলি কোন্ কোন্ ব্লক এলাকায় গড়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বর্তমানে রাজ্যে পশু-পালন চিকিৎসা কেন্দ্রের সংখ্যা ৪৩১টি।

২। ১৯৯৩-৯৪ সালের Annual Plan-এ রাজ্যে ১৯টি নূতন পশু-চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার Provision রাখা আছে।

৩ পশু-চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি কোন্ কোন্ ব্লক এলাকায় গড়া হবে তার স্থান এখনও নির্দ্ধারণ করা হয় নাই.

Admitted starred question No 107

Name of Member : Sri Tapan Chakraborty, M L A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be pleased to state ;

১। সাম্প্রতিক বন্যায় উত্তর জেলায় ধর্মনগর, কৈলাসহর, এবং কমলপুর মহকুমায় কতটি কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার সংখ্যা,

২। এই সকল ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবার সমূহের জন্য রাজ্য সরকার কি কি সহায়তা দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার বিবরণ, এবং

৩ ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার-এর থেকে কোন সাহায্য পাওয়া গেছে কি-না তার বিবরণ।

১ সাম্প্রতিক মে ও জুন মাসের বন্যায় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ধর্মনগর, কৈলাসহর, ও কমলপুর মহকুমাগুলির অন্তর্ভুক্ত কৃষিমহকুমা ভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবারের এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সংখ্যা নিম্নরূপ :

কৃষিমহকুমার নাম	ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবারের সংখ্যা
পানিসাগর—	১২, ৯৩৯
কাঞ্চনপুর —	৭, ৪৯২
কুমারঘাট —	২৬, ৯৫১
ছা-মনু—	৪, ১১০
সালেমা —	২, ৪৬০
	মোট — ৫৩, ৯৫২

২ ক্ষতির পরিমাণের নিরিখে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই মে, ৯৩ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ উত্তরজেলার ৮,০০০ (আট হাজার) কৃষক পরিবারের প্রত্যেককে ০-২ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করার জন্য বীজধান, সার ও কীটনাশক ঔষধ এর মিনিকিট (আনুমানিক ৩৮০ টাকা) বিতরণ করেছেন।

একইভাবে জুন' ৯৩ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ২৭০০০ (সাতাশ হাজার) পরিবারকে জমির যোগ্যতা অনুযায়ী ধান, বাদাম, মাষকলাই, গম ও সরিষা চাষের জন্য বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধের মিনিকিট-এর মাধ্যমে পূর্ণচাষের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি ফসলের জন্য প্রতিক্ষেত্রে সর্বোচ্চ জমির পরিমাণ, উৎপাদন উপকরনের মূল্য এবং উপকৃত কৃষকদের সংখ্যা এইরূপ :

	ফসলের নাম	প্রতিটিক্ষেত্রে জমির পরিমাণ	উপকরণের মূল্য	উপকৃত কৃষকদের সংখ্যা
১।	ধান : ক) মে মাসের বন্যার জন্য—	০·২ হে.	৩৮০ টাকা	৮,০০০ চাষী
	খ) জুন মাসের বন্যার জন্য —	০২ ,,	৩৮০ ,,	১৫ ০০০ ,,
২।	বাদাম —	০·১ ,,	৩৮০ ,,	৩ ০০০ ,,
৩।	গম -	০·২ ,,	৩৬০ ,,	২ ০০০ ,,
৪।	মাষকলাই -	০ ২ ,,	২৫০ ,,	৩,০০০ ,,
৫।	সরিষা—	০ ২ ,,	১৫০ ,,	৪ ০০০ ,,
		উত্তর ত্রিপুরা মোট —		৩৫ ০০০ চাষী

তদুপরি বন্যাক্লিষ্ট ২,৫০০ ও ৭,৫০০ জনের প্রত্যেকটি ৭০ টাকা মূল্যের যথাক্রমে অনুবীজ ও শীতকালীন সব্জীর বীজ মিনিকিট বিতরনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে রবি মরশুমের জন্য।

৩। কৃষি ব্যাপারে এখনও কোন কেন্দ্রিয় সাহায্য পাওয়া যায়নি।

Admitted Starred Question No. 123

Name of Member : Shri Makhan Lal Chakraborty

প্রশ্ন

১। বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যা কত,

২। তারমধ্যে জেনারেল, তপশিল উপজাতি, বিভিন্ন গোষ্ঠী. তপশিল জাতী সংখ্যা, হিন্দু মুসলমান, মুনিপুরী সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা হিসাব।

৩। ১৯৮১ইং সনের লোক গননার পর বর্তমান গননায় সংখ্যার দিক থেকে গুনগত পার্থক্য কি ?

উত্তর

১। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ২৭,৫৭ ২০৫, জন।

২। মোট লোক সংখ্যার মধ্যে ১৪,৫২ ৭৪৪ জন সাধারণ, ৪ ৫১, ১১৬ জন তপশিলী জাতি এবং ৮,৫৩ ৩৪৫ জন তপশিলী উপজাতি ভুক্ত।

বিভিন্ন ভাষা ভাষী বা বিভিন্ন সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা জন গননার কার্যালয় থেকে এখনও পাওয়া যায় নি।

৩। ১৯৮১ সালের জন গননায় ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ছিল ২০,৫৩,০৫৮ জন এবং ১৯৯১ সালের জন গননায় তা বেড়ে দাড়িয়েছে ২৭,৫৭,২০৫, জন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯১ সালের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে মোট ৭,০৪,১৪৭ জন। অর্থাৎ এ ১০ বছরে লোক সংখ্যার বৃদ্ধির হার প্রায় ৩৪ ৩০ শতাংশ।

১৯৯১ সালে ত্রিপুরার শিক্ষিতের (যাদের বয়স ৭ বা তার বেশী) ৬০.৬৪ শতাংশ, যা ১৯৮১ সালে ছিল ৫০ ১০ শতাংশ।

১৯৮১ সালের জন গননা অনুসারে মোট লোক সংখ্যার মধ্যে ৩,১০,৩৮৪ জন (১৫ ১২ শতাংশ) তপশিলী জাতি এবং ৫,৮৩,৯২০ জন (২৮ ৪৪ শতাংশ) তপশিলী উপজাতি ভুক্ত ছিলেন। ১৯৯১ সালে জনগননায় মোট লোক সংখ্যার মধ্যে ৪ ৫১,১১৬ জন (১৬.৩৬ শতাংশ) তপশিলী জাতি ও ৮,৫৩,৩৪৫ জন (৩০.৯৫ শতাংশ) তপশিলী উপজাতি ভুক্ত।

১৯৮১ সালের জন গনমা অনুসারে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে লোক সংখ্যা ছিল ১৯৬ জন যা ১৯৯১ সালের গননায় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৩ জন।

১৯৮১ সালে প্রতি এক হাজার পুরুষের অনুপাতে মহিলার সংখ্যা ছিল ৯৪৬ জন এবং তা ১৯৯১ সালের গননা অনুসারে ৯.৪৫ জন।

১৯৮১ সালে মুখ্য-কর্মীর (Main Worker) সংখ্যা ছিল ৬.০৮,৫৮৯, জন যা লোক সংখ্যার ২৯ ৬৪ শতাংশ। ১৯৯১ সালে মুখ্য কর্মীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮,০২,০৬৩ জন যা মোট লোক সংখ্যার ২৯.০৯ শতাংশ।

Admitted Starred Question No. 123

Name of the Member :— Shri Lenprasad Malsai M. L. A.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য জোট সরকারের কোন্ কোন্ মন্ত্রী এখন ও তাদের নিজস্ব বাস ভবনে সিকিউরিটি ফোর্স রেখে দিয়েছেন,

২। সত্য হইলে কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে এবং কি কারণে এখন ও তাদের সিকিউরিটি ফোর্স রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১। হ্যাঁ ইহা সত্য।

২) বিগত কংগ্রেস (আই) টি,ইউ.জে.এস জোটের নিম্নোক্ত প্রাক্তন মন্ত্রীগণকে নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের নিজ নিজ বাস ভবনে নিরাপত্তা রক্ষি (Home Guard) রাখার সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়েছে।

১) শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার ২) শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ ৩) শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং
৪) শ্রীরতন চক্রবর্তী ৫) শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ৬) শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা
৭) শ্রীবীরজিৎ সিনহা ৮) মতিলাল সাহা

Admitted Starred Question No. 132.

Name of the Member :— Shri Lenprasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে উগ্রপন্থী তৎপরতা বৃদ্ধির প্রতিরোধে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন. তার বিস্তৃত তথ্য,

২। যদি এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা না নিয়ে থাকেন তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১। উগ্রপন্থী তৎপরতা প্রতিরোধ করে বর্তমানে সি. আর. পি. এফ এবং আসাম রাইফেল বাহিনীকে ত্রিপুরা রাজ্য পুলিশের অধীনে নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। সীমান্ত বরাবরেও ঐ রকম উগ্রপন্থী দমনের জন্য সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ব্যাপক আছে। উগ্রপন্থীদের হামলা লুটতরাজ ইত্যাদি প্রতিরোধ করে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ক্যাম্পও স্থাপন করা হইয়াছে। জাতীয় সড়ক ইত্যাদিতে উগ্রপন্থীদের হামলার করে প্রতিরোধে টহলদারীর ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

সরকার উগ্রপন্থীদের, উগ্রপন্থী কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে জাতীয় জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসিলে তাঁহাদের পুর্নবাসনের অন্যান্য যাবতীয় ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া ঘোষনাও দিয়েছেন।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 142

Name of the Member :— Shri Ratan lal Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to State :—

১। সদর মহকুমার অন্তর্গত সিধাই থানার অধীনে মোহনপুর ও জগৎপুরের মধ্যখানে জনগনের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোন পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা আছে কিনা?

২। থাকিলে কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। এমন কোন পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের নিকট নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 145.

Name of the Member : – Shri Ratan lal Nath.

Will the Hon'ble Minister-In-charge of Fisheries Department be pleased to State : –

প্রশ্ন

১। জোট সরকারের আগে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাধীন থাকার সময় Fisheries Apex Society চেয়ারম্যান কে ছিলেন ?

২। ঐ সরকারের আমলে উক্ত সোসাইটির আর্থিক কোন গড়মিল ছিল কিনা ?

৩। গড়মিল থাকলে তাহা তদন্ত না করার কারণ কি ?

উত্তর

১। জোট সরকারের আগে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাধীন থাকার সময় Fisheries Apex Society চেয়ারম্যান ছিলেন : —

১) শ্রীনকুল দাস
২) শ্রীপ্রফুল্ল চৌধুরী

২। ঐ সরকারের আমলে উক্ত সোসাইটির আর্থিক গড়মিল ছিলো না।

৩। প্রশ্নই আসে না।

Admitted Starred Question No. 151.

Name of the Member : Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble State Minister-In-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের পর ৫ এপ্রিল ১৯৯৩ হইতে ১৫ জুন ৯৩ পর্যন্ত

রাজ্যে সর্বমোট কয়টি গৃহদাহ, ধর্ষন ডাকাতি চুরি এবং রাহাজানি হইয়াছে,

২। ৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ হতে ১৫ মে, ১৯৮৮ তারিখের মধ্যে ঐ ধরনের ঘটনার সংখ্যা কি রকম ছিল ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 153.

Name of the M. L. A. : Shri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Home Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমান সময়ে আরক্ষা দপ্তরে শূন্যপদের সংখ্যা কত,

২। এর মধ্যে তপঃজাতি ও তপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদের সংখ্যা কত,

৩। ঐ সব শূন্যপদ পূরণ করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কি ?

৪। না নেওয়া হইলে তার কারণ কি ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 153,

Name of the Member :— Shri Dipak Nag,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে, গত ২৮শে ও ৩১শে মে ১৯৯০ ইং অমরপুর, অম্পি, রাজার

পুলিশ গাড়ীর উপর আক্রমণ হয়েছিল,

২। সত্য হয়ে থাকলে তার বিবরণ ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। ক) গত ২৮-৫-৯৩ ইং তারিখ সংঘটিত ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ঐ দিন সকাল ৮-৩০ মিঃ এর সময় ৬৪ নং সি,আর,পি,এফ, ব্যাটেলিয়নের জোয়ান গণ ২টি জীপ গাড়ী করে তাহাদের কমান্ডেন্টকে অমরপুরে এস্কর্ট করে দিয়ে অম্পিতে ফিরে আসার পথে বীরগঞ্জ থানাধীন কমলাই নামক স্থানে ওত পাতিয়া থাকা কতিপয় অজ্ঞাত ট্রাইবেল দুষ্কৃতকারীরা সি, আর পি এফ জোয়ানদের উপর দেশী বন্দুক ও দেশী কামান সহকারে হামলা চালায় ফলে একজন জোয়ান গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। তাহাকে প্রথমে অম্পি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে অম্পি হাসপাতালের ডাক্তারের উপদেশ মত আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

এই ঘটনাটি বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩১৮/৩০৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৫(১) (ক) ধারায় মোকদ্দমা নং ১৮ (৫) ৯৩ নথিভুক্ত করে তল্লাসীর কাজ আরম্ভ করে। তল্লাসীকালে পুলিশ এলাকা থেকে ৪টি দেশী তৈরী বন্দুক, ৫টি দেশী তৈরী কামান উদ্ধার করে।

ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বীরগঞ্জ থানাধীন তিন ঘরিয়া নিবাসী শ্রীসুচিত্রা মোহন জমাতিয়া এবং কামলাই নিবাসী শিশন দাসকে গত ২৮-৫-৯৩ ইং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর তাহাদের ঐ দিনই ছেড়ে দেওয়া হয়।

২। খ) গত ৩১-৫-৯৩ ইং তারিখে সংঘটিত ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে ঐ দিন বেলা ১১-৪৫ মিঃ এর সময় এস,ডি,পি, ও, অমরপুর অন্যান্য ষ্টাফ সহ দুইটি জীপ গাড়ী করে সরকারী কাজে অম্পির উদ্দেশ্যে যখন যাইতে ছিলেন তখন বীরগঞ্জ থানাধীন তিন ঘরিয়া নামক স্থানে ওত পাতিয়া থাকা কতিপয় দুষ্কৃতকারীরা

তাদের গাড়ীর উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ করে। গাড়ীটির ক্ষতি সাধন করে। পুলিশ পাল্টা গুলিবর্ষন করিলে দুষ্কৃতকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

এই ঘটনাটি বীরগঞ্জ থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭/৪২৭ ধারায় এবং অস্ত্র আইনের ২৭ ধারায় মোকদ্দমা নং ১৯ (৫) ৯৩ নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তদন্ত কালে পুলিশ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বীরগঞ্জ থানাধীন তিন ঘরিয়া নিবাসী ১) শ্রীগোপ জমাতিয়া ২) শ্রীমিলন জমাতিয়া ৩) শ্রীনরেন্দ্র মোহন জমাতিয়া ৪) শ্রীআনন্দ কিশোর জমাতিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ৩১-৫-৯৩ ইং তারিখ বীরগঞ্জ থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর গত ১-৬-৯৩ ইং তারিখে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No 160.

Name of the Member :— Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble State Minister Incharge of Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান বন্যায় ফিসারী ডিপার্টমেন্টের কত টাকার কি পরিমাণ মাছের ক্ষতি হয়েছে?

২। ডম্বুরের মাছ কি সারা রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়?

উত্তর

১। ফিসারী ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব মাছের ক্ষতি সামান্যই। ক্ষতির পরিমাণ ১০৪০ কেজি: মাছ যাহার মূল্য ৩২,০০০ টাকা মাত্র।

২। ১৯৯৩ ইং সনের মে ও জুন মাসে সারা রাজ্যের কাঞ্চনপুর ব্যতীত প্রতি মহকুমায় জরুরি ভিত্তিতে কিছু না কিছু পরিমাণ মাছ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান

সরকার পরিকল্পনা নিচ্ছেন যাতে পরবর্তী সময়ে নিয়মিত ভাবে প্রতি মহকুমার ভন্ডুরের মাছ সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

Admitted Starred Question No 162.

Name of Member : Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে লোকরঞ্জন শাখার সংখ্যা কত ?	৪৪৩টি।
২। নুতন করে লোকরঞ্জন শাখা খোলা হবে কিনা ?	হ্যাঁ।
৩। জোট আমলে ১ম বামফ্রন্টের আমলে দেওয়া শাখাগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাহারা কি নুতন করে নুতন শাখা খোলার সুযোগ পাবেন ?	পুর্নগঠিত করে নুতন ভাবে খোলার সুযোগ দেওয়া হবে।
৪। রাজ্য কবি শিল্পীদের নিয়ে নুতন করে কিছু করার কোন চিন্তা ভাবনা সরকারের আছে কিনা ?	হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 172.

Name of Member : – Shri Sudhan Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to State :

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের সব কয়টি V. L. W সেন্টারে V. L. W নেই,

২। সত্য হইলে কয়টিতে নেই ও তার কারন কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।
২। ১৪১টি ডি এল ডব্লিও, সারকেল বর্তমানে ডি. এল. ডব্লি. একক ভাবে নেই। পদের সংখ্যা কম থাকায় বিভিন্ন দপ্তরে ও সংস্থাতে ডি, এল. ডব্লি. ডেপুটেশনে পাঠানোর ফলে এই শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই খালি ডি. এল ডব্লি. সার্কেলের কাজকর্ম নিকটবর্তী সার্কেলে কর্মরত ডি. এল. ডব্লি. কর্তৃক দেখাশোনা করা হয়।

Admitted Starred Question No. 174

Name of Member : — Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সাব-ডিভিসন্যাল জুডিসিয়্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট পদটি উচ্চতর ধাপে (up-gradation) উন্নীত করার প্রস্তাবটি দীর্ঘদিন যাবৎ স্থগিত আছে?
২। যদি তাই হয়, সেই প্রস্তাবটি বর্তমানে কি অবস্থায় আছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ, রাজ্য সরকার সাব-ডিভিসন্যাল জুডিসিয়্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট পদটিকে গ্রেড থ্রি (Gr. III) থেকে গ্রেড টু (Gr. II) পদে উন্নীত করার জন্য একটি প্রস্তাব বিগত ৪ ৯-৮৭ ইং তারিখে মাননীয় গৌহাটি হাইকোর্টে পাঠায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত এর অনুমোদন আসেনি।
২। যেহেতু সর্ব ভারতীয় বিচারক সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত মামলায় (রিট পিটিশন/সিভিল রুল নং ১০২২/৮৯) ভারতের সুপ্রীম কোর্ট সম্প্রতি তার রায়ে বলেছে যে নিম্ন আদালতের গঠন, পদ সমূহের নামকরণ, বেতন কাঠামো ইত্যাদি সর্ব ভারতীয়

ক্ষেত্রে একই রকম হবে। সুপ্রীম কোর্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন কোর্টে বিচারাধীন আছে। তাই এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের প্রস্তাবকে হাইকোর্ট অনুমোদন দিতে রাজী হয়নি। তাই এই প্রস্তাব গৌহাটি হাইকোর্টে আপাততঃ স্থগিত অবস্থায় আছে।

Admitted Starred Question No. 175
Name of Member : – Shri Arun Bhowmik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to State : –

1. How many cases are pending in three District Courts constituted under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities Act, 1989).

Answer

1. Materials are under Collection.

Admitted Starred Question No. 180,
Name of the Member : Shri Sudhan Das,

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Information, Cultural Affairs & Tourism Department be pleased to state.

	প্রশ্ন	উত্তর
ক)	তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে টি, ভি, দেওয়া হয়েছিল ?	বিভিন্ন পঞ্চায়েত সহ অন্যত্রও টি, ভি, দেওয়া হয়েছিল।
খ)	দিয়ে থাকলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতটা দেওয়া হয়েছিল এবং সর্বমোট মূল্য কত ?	৮২৬টি। মূল্য জানা নেই।

গ) সেই টি ভি গুলি বর্তমানে আছে কিনা, থাকলে কারা ব্যবহার করে।	হ্যাঁ। তদানীন্তন বিধায়ক ও শাসক দলীয় নেতৃবৃন্দ যাদের দিয়েছিলেন তারাই ব্যবহার করেন।

Admitted Starred Question No 187*

Name fo the Member :— Shri Subal Rudra

Will the Hon'ble State Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মোট কতটি ফিসারী সমবায় সমিতি আছে; এবং তারমধ্যে কতটি সমবায় সমিতি চালু অবস্থায় এবং কতটি অচল অবস্থায় আছে ;

২। অচল সমবায়গুলিকে চালু করার প্রশ্নে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করবেন কিনা ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে সর্বমোট ১২৮টি ফিসারী সমবায় সমিতি আছে ; এবং তার মধ্যে ৩১টি সমবায় সমিতি চালু অবস্থায় এবং ৯৭টি অচল অবস্থায় আছে।

২। উক্ত অচল সমবায়গুলিকে চালু করার জন্য সরকার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রশাসক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 188.

Name of the Member : Shri Subal Rudra

Will the Hon'ble State Minister Incharge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে মৎস্য দপ্তরের আওতাধীন-এ মোট কতটি জলাশয়, পুকুর ও দীঘি আছে।

২। উক্ত জলাশয়, পুকুর ও দীঘিগুলিতে মৎস্য চাষ সম্প্রসারনের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

১। সারা রাজ্যে মৎস্য দপ্তরের আওতাধীনে মোট ২২৬টি (৩৭১'৪৫ হে:) জলাশয়, পুকুর ও দীঘি আছে। ইহাছাড়াও ডম্বুর রিজার্ভার (৪,৫০০ হে:) দপ্তরের আওতাধীনে আছে।

২। নিবিড় মৎস্যচাষ, মিশ্র মৎস্যচাষ লীজের মাধ্যমে মৎস্যচাষ ও অন্যান্য উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 220.

Name of the M.L.A :—Shri Amitabha Dutta

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত চন্দ্রপুরে স্থাপিত Liquid Nitrogen Plant কারখানাটি স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,

২। সত্য হলে তার কারণ

৩। উক্ত Liquid Nitrogen Plant-টির সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে Liquid Nitrogen উৎপাদনের জন্য অতিসত্বর কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২ এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ধর্মনগরের Liquid Nitrogen Plant-টি আগরতলার R.K. Nagar-এ অবস্থিত Plant-টির পাশে বসানো দরকার। আগরতলার চালু Plant-টির অভিজ্ঞতার দেখা যায় যে, একটি Plant এক জায়গায় বসালে সেটি প্রতিদিন চালু রেখে চাহিদামত Liquid Nitrogen উৎপাদন সম্ভব হয়না। ধর্মনগর তথা ত্রিপুরায় Liquid Nitrogen সরবরাহ করে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা উপযুক্ত ভাবে অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে ২টি Plant এক জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 222.

Name of the Member : — Shri Khagendra Jamatia,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :

১। বর্তমানে কয়টি উগ্রপন্থী গোষ্ঠী সারা ত্রিপুরাতে তাদের সন্ত্রাস কার্য্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার তা অবগত আছেন কিনা?

ANSWER

১। বর্তমানে রাজ্যে দুইটি উগ্রপন্থী সংগঠণ তাহাদের সন্ত্রাস মূলক কার্য্যকলাপ সারা ত্রিপুরাতে চালিয়ে যাচ্ছে।

Admitted starred question No. 228

Name of Member : Sri Sudhir ch. Das,

Will the Hon'ble Minister-in-Gharge of the Agriculture Department be pleased to state ;

১। সাধারণ কৃষিঋণ মকুপ সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি?

ANSWER

১। না। তবে কেন্দ্রিয় সরকারের ১৯৯০ ইং সনের কৃষিঋণ মকুপ প্রকল্প ত্রিপুরা

সরকারও গ্রহন করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 230.

Name of the Member :— Shri Samir Deb Sarker.

Will the Hon'ble State Minister-in-charge of Fisheries Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সাম্প্রতিক ১৯৯৩ সনের জুন মাসের বন্যায় খোয়াই বিভাগের মৎস্য চাষীদের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

১) আলাদা ভাবে খোয়াই মহকুমার জন্য এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

ANNEXURE— "C"

Admitted Un-Starred Question No. 25

Name of the Member : — Shri Samir Deb Sarker,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১) ১৯৮৮ সনের মার্চ মাস থেকে ১৯৯৩ ইং সনের মার্চ মাস অব্দি রাজ্যে বধূ হত্যা জনিত মামলার সংখ্যা কত, (থানা ভিত্তিক হিসাব)

২) ১৯ শে, মার্চ ১৯৯৩ ইং সিধাই থানার অন্তর্গত রাজাছড়া গ্রামে দিপালী দাসগুপ্ত নামে কোন গৃহবধূ হত্যাজনিত মামলা নথিভূক্ত হয়েছে কি,

৩) ঐ মামলা কোন তারিখে নথীভুক্ত হয়েছে, অভিযোগ কাদের বিরুদ্ধে এবং অভিযোগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

ANSWER

১) বিগত ১৯৮৮ সনের মার্চ মাস থেকে ১৯৯৩ ইং সনের মার্চ মাস পর্যান্ত রাজ্যে বধূ

হত্যা জনিত মামলার সংখ্যার থানা ভিত্তিক হিসাব দিয়ে দেয়া গেল :—

থানার নাম	নথিভুক্ত কেইসের সংখ্যা
১) পূর্ব্ব আগরতলা থানা—	৯টি
২) পশ্চিম আগরতলা থানা—	৪টি
৩) জিরানীয়া থানা —	৩টি
৪) বিশালগড় থানা—	১২টি
৫) টাকারজলা থানা —	১টি
৬) খোয়াই থানা —	১২টি
৭ সিধাই থানা—	১টি
৮) তেলিয়ামুড়া থানা—	৭টি
৯) কল্যাণপুর থানা —	৯টি
১০) সোনামুড়া থানা—	১টি
১১) মেলাঘর থানা —	২টি
১২) কলমছড়া থানা—	১টি
১৩) কৈলাশহর থানা —	১টি
১৪) ফটিকরায় থানা—	২টি
১৫) কাঞ্চনপুর থানা—	১টি
১৬) কমলপুর থানা—	৩টি
১৭) ধর্মনগর থানা —	২টি
১৮) পানিসাগর থানা —	২টি
১৯) রাধাকিশোরপুর থানা—	৫টি
২০) কিল্লা থানা—	১টি
২১) বিলোনীয়া থানা—	১টি
২২) শান্তির বাজার থানা—	১টি
২৩) বাইখোরা থানা—	২টি

২৪) সাক্রুম থানা – ১টি

২৫) বীরগঞ্জ থানা – ২টি

২৬) নূতনবাজার থানা— ১টি

মোট ৮৭টি

২) হ্যাঁ।

৩) বিগত ১৯-৩-৯৩ ইং তারিখ সিধাই থানাধীন রাজাছড়া গ্রামের দীপালী দাসগুপ্তের মৃত্যুর ঘটনায় গত ২০-৩-৯৩ ইং তারিখ সিধাই থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮(ক)/৩০২ ধারায় মোকদ্দমা নং ৯(৩)৯৩ সিধাই থানাধীন রাজাছড়া গ্রাম নিবাসী ১) শ্রীদিলীপ দাসগুপ্ত, ২) শ্রীপ্রদীপ দাসগুপ্ত এবং ৩) শ্রীকার্ত্তিক ধরের বিরুদ্ধে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়।

এফ, আই, আর, এ বর্ণিত অভিযুক্ত শ্রীকার্ত্তিক ধরকে গত ২০-৩-৯৩ ইং তারিখ গ্রেপ্তার করে ২১-৩-৯৩ ইং তারিখ আদালতে প্রেরণ করা হয়।

অপর অভিযুক্ত (১) শ্রীদিলীপ দাসগুপ্ত এবং ২) শ্রীপ্রদীপ দাসগুপ্ত পলাতক বিধায় এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই তবে তাদেরকে গ্রেপ্তারের প্রয়াস অব্যাহত আছে।

ঘটনাটির তদন্ত অব্যাহত আছে।

Admitted Un-Starred Question No. 28.

Name of the Member : - Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge for Agriculture Department be pleased to state : -

১। ডাঙ্কেল প্রস্তাব সম্পর্কে রাজ্য সরকার তাদের মতামত কেন্দ্রের নিকট পাঠিয়েছেন কি ?

২। পাঠিয়ে থাকলে এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের মতামত কি তার বিবরণ।

৩। এই প্রস্তাবে রাজ্যের কৃষকের স্বার্থের কি কি ক্ষতি বা লাভ হতে পারে তা রাজ্য সরকার খতিয়ে দেখেছেন কি ?

৪। খতিয়ে দেখলে তার বিস্তারিত বিবরণ—

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের রিপোর্ট রাজ্য সরকার বর্তমানে খতিয়ে দেখেছেন।

৪। প্রশ্ন উঠেনা।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on 23rd July. 1993. Friday at 11-00 A.M.

PRESENT

Shri Bimal Sinha, the Hon'ble Speaker, the Hon'ble Deputy Speaker, the Hon'ble Chief Minister, Nine numbers of Ministers, Three numbers of State Ministers, 37 Members.

: Questions & Answers :

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়গণ কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন।

মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এবং শ্রীপান্নালাল ঘোষ। আপনাদের যে কেউ প্রশ্নের নাম্বার বলতে পারেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯০।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯০।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজে বর্তমানে কতজন পার্ট টাইম শিক্ষক, শিক্ষিকা

আছেন,

২। ঐ সমস্ত পার্ট টাইমারদের মধ্যে পারিশ্রমিকের কোন বৈষম্য আছে কিনা,

৩ বৈষম্য থাকলে তাহা কি ধরনের, এবং

৪। বৈষম্য দূরীকরণের কোন সিদ্ধান্ত সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার বিভিন্ন ডিগ্রী কলেজে মোট ৭৫ জন পার্ট টাইম শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন।

২। হ্যাঁ।

৩। ত্রিপুরার সাধারণ শিক্ষা বিষয়ক স্নাতক শ্রেণীর মহাবিদ্যালয়ের পার্ট টাইম সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের মাসিক ২৫০ টাকা সাম্মানিক ভাতা দেওয়া হয়।

বানিজ্যিক ও শিল্প আইনের জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষকরা ভিন্নহারে সাম্মানিক ভাতা পেয়ে থাকেন। এই সমস্ত শিক্ষকদের মধ্যে যারা চাকুরীজীবি, আইনজীবি তাহারা মাসিক ৫০০ টাকা হারে এবং যারা চাকুরী ছাড়া আইনজীবি আংশিক সময়ের জন্য চাকুরী করেন তাহারা মাসিক ৭০০ টাকা হারে সাম্মানিক ভাতা পেয়ে থাকেন।

৪। বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এইটা পরীক্ষাধীনে আছে-এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন কিনা এবং এইযে পার্ট টাইম শিক্ষক শিক্ষিকাদের কেউ পাচ্ছেন ২৫০ টাকা কেউ পাচ্ছেন ৭০০ টাকা. অথচ তারা সবাই শিক্ষকতা করেছেন। কাজেই এইটা অতি সত্বর দেখে ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিষয়টি নিশ্চয়ই সরকার দেখবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক : — মি. স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯৯

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এড মিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৯

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের হাতে কয়টি রাস্তা নতুন করে রাজ্য সরকার হস্তান্তর করেছেন এবং

২) ঐ সব রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে জেলা পরিষদের হাতে রাজ্য সরকার নতুন করে কোন রাস্তা হস্তান্তর করেন নাই।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কি কারণে ১৯৯৩-৯৪ বছরে জেলা পরিষদের হাতে কোন রাস্তা হস্তান্তর করা হয় নাই ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার এ. ডি.সি, র হাতে কোন রাস্তা হস্তান্তর করবে কি করবেনা সেটা নির্ভর করে এ. ডি. সি র প্রস্তাবের উপর। এ. ডি,সি. আমাদের কাছে কোন প্রস্তাব দেয়নি। তারপর আমরা দিলেও তারা যে নিতে পারবে তা ঠিক নয়। কারণ তাদের যে ইনফ্রাকষ্ট্রাকচার আছে তাতে দেখা গেছে আগে যে এ. ডি সি, র হাতে রাজ্য সরকার যে সমস্ত রাস্তা দিয়েছিলেন তার রক্ষণাবেক্ষণ বা মেইনটেন্যান্স করার ক্ষমতা এ ডি সি, র ছিলনা। পরে আমরা সে সমস্ত রাস্তা ফেরত দেবার জন্য বলেছি। কাজেই ১৯৯৩-৯৪ বছরে কোন প্রস্তাব এ ডি সি থেকে আসেনি। যদি আসে তবে নিশ্চয়ই রাজ্য সরকার সেটা বিবেচনা করে দেখবেন।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা (ছাওমনু) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, ছৈলেংটা থেকে হাইটমুখ পর্য্যন্ত বছর পাঁচেক আগেও গাড়ি যেত।

কিন্তু এ, ডি সি নেওয়ার পরে সেখানে গাড়ি যায় না। লালছড়া পর্যন্ত যেতে পারে না। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : মি: স্পীকার স্যার, এখানে প্রশ্নটা অবশ্য সেরকম ছিল না। এটা আলাদা প্রশ্ন। এ, ডি, সির হাতে যে রাস্তাগুলি নেওয়া হয়েছে তার মেইন্টিনেন্স-এর দায়িত্বও এ, ডি, সির হাতে। কাজেই এখানে এ, ডি, সির হাতে যেসমস্ত রাস্তা আছে সেগুলি কিভাবে আছে সেই তথ্য আমার কাছে নেই। এ, ডি, সির কাছে থাকতে পারে।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত পাঁচ বছর আগেই এ, ডি,সির হেড কোয়ার্টার থেকে দশরাম পাড়া হয়ে আসাম-আগরতলা রোডের সঙ্গে লিংক-আপ হওয়ার কথা ছিল। এবং রাস্তাটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এটা কেন হয় নাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার জানা নেই। আর যেহেতু এটা এ, ডি, সি কনসার্ন। তবে এটা কেন হয় নাই পরবর্তী সময়ে এ, ডি, সির সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মি: স্পীকার স্যার এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১২০।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১২০

প্রশ্ন

১। বর্তমান এ, ডি, সি, সীমানা পরিবর্তন করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি

এ, ডি, সির ভিতরে এবং অঃ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি এ, ডি, সি সীমানার বাহিরে আনার প্রস্তাব রাজ্য সরকারের আছে কি ?
২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যকরী করা হবে ?

১। স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকা সীমানা পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব রাজ্য সরকারের আছে।
২। রাজ্য সরকার জেলা পরিষদের সীমানা পুনঃনির্ধারণের জন্য দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ পর্য্যায়ের কমিশন গঠণ করে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :-- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে সীমানা পুনঃনির্ধারনের পরিকল্পনা আছে। আমরা লক্ষ করেছি স্যার, এ, ডি, সি এলাকায় বামফ্রন্ট আমলে যে সীমানা নির্ধারন হয়েছিল, সেখানে রেভিনিউ মৌজার ভিত্তিতে করে সীমানা নির্ধারন হওয়ার ফলে আমরা লক্ষ করেছি যে রেভিনিউ মৌজাকে ভিত্তি করে করার পরেও কিছু কিছু জায়গা রয়েছে ট্রাইবেল এলাকা এ, ডি, সির বাইরে হয়েছে। আমাদের কল্যানপুরেই আছে। সেটা এতবড় হওয়াতে সেখানে দুইটা গাঁওসভা করতে হয়েছিল। একটা পূর্বকল্যানপুর এবং আর একটা পশ্চিম কল্যানপুর। পশ্চিম কল্যানপুর গাঁওসভার একাংশ ভাগই ট্রাইবেল। কিন্তু যেহেতু রেভিনিউ মৌজার অন্তর্ভুক্ত সেহেতু এটা এ, ডি, সির বাইরে থেকে যায়। এরকম রেভিনিউ মৌজার মধ্যে কুঞ্জবন এলাকাও পড়ে গিয়েছে। ৪০ শতাংশ নন ট্রাইবেল আছে বিলাতলী এলাকায়। সেটা এ ডি, সির মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। কাজেই, এইগুলি কি গাঁওসভা হিসাবে ধরা হবে নাকি রেভিনিউ মৌজা হিসাবে ধরা হবে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ, ডি, সি, পুনঃগঠনের প্রশ্নে কোন কোন এলাকাগুলি এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে নেওয়ার ব্যাপারে এ, ডি, সির

বাইরে আসবে এবং ডেফিনিট মৌজার ভিত্তিতে হবেনা গাঁওসভার ভিত্তিতে হবে সেই সম্পর্কে আমরা কমিশন গঠণ করার আগে নিশ্চয়ই আমরা এগুলি দেখে ঠিক করব। এখনো সেই সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা করা হয় নাই।

শ্রীঅমল মল্লিক : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে এ ডি, সির সীমানা নির্দ্ধারনের ব্যাপারটা পূর্ণ বিবেচনার সিদ্ধান্ত সরকারের আছে। এবং সেই জায়গায় বলেছেন দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠণ করা হয়েছে। সেই দুই সদস্য বিশিষ্ট দুইজন এর নাম কি কি এবং কমিশন কাজ আরম্ভ করছে কিনা, এবং কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স বা সাইড লাইন কোন বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিনা, দেওয়া হয়ে থাকলে কি কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, কমিশন এখনও হয়নি, করা হবে বলেছি। এই কমিশনের টার্মস্ অব্ রেফারেন্স কি হবে তাও পরে ঠিক করা হবে। কারণ এই এ ডি, সির রি-ড্রয়িং-এর প্রশ্নে এর আগেও জোট সরকারের আমলে একটি কমিটি গঠণ করা হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। এবং সেই সময় উপজাতি কল্যান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী যিনি ছিলেন দ্রাউবাবু তিনি নিজে এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এই কমিটি এই সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং সেই সিদ্ধান্তগুলি চুড়ান্ত আকারে কোন সময় নেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময় এ, ডি, সি, থেকে যখন (হরিনাথ বাবু সি, ই, এম.) ১৯৯১ ইং সালে এ, ডি, সি, থেকে রাজ্যপালের কাছে একটি প্রস্তাব দেয় যে, এ, ডি, সির রি-ড্রয়িং-এর ব্যাপারে একটি কমিশন গঠণ করা হউক। তখন রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের ভিউজটা জানতে চেয়ে একটি চিঠি লিখেছেন রাজ্য সরকারের কাছে। কিন্তু দেখা গেল রাজ্য সরকারের কোন সিদ্ধান্ত কাকে দিয়ে কমিশন হবে, কমিশন আদৌ হবে কিনা এই সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই তথ্য আমাদের কাছে নেই, বা কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই। কাজেই এটা কেন করা হলনা, সেই সময় জোট সরকার কেন করলেন না এটা তাঁরা জানেন। আমরা এই সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। এই কাজটা তাড়াতাড়ি করার সদ ইচ্ছা সেইদিন সংবাদের যদি থাকত তাহলে হয়ত

কমিশন ইতিমধ্যে হয়ে যেত এবং কমিশনের কাজকর্মও চলত আর এই রি-ড্রয়িং এর কাজটা প্রায় একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়। কিন্তু এটা হয়নি।

কাজেই, এখন আমাদের তৃতীয় নতুন বামফ্রন্ট সরকার আমরা নতুন করে একটা কমিশন সেখানে দুইজন বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করে এটার পুরো ব্যাপারটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপরে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা জানাব।

শ্রীসমীর দেব সরকার (খোয়াই) : – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা যতটুকু জানি যে এবার বিধানসভার মধ্যে নতুন পঞ্চায়েত বিল আসছে সেখানে এ,ডি,সির এলাকার পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন এবং নন-অফিসিয়াল পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচনের যে প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে, এতে এ,ডি,সি, এলাকা পুন নির্দ্ধারনের প্রশ্নে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে করা সম্ভব হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : – মাননীয় স্পীকার স্যার যেহেতু পঞ্চায়েত বিল সবে মাত্র ইনট্রডিউস হয়েছে এবং হবে। কাজেই যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে, হয়ত বামফ্রন্ট সরকারের ধারণা আছে তাড়াতাড়ি পঞ্চায়েত নির্বাচন করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাজেই এই কমিশনের ব্যাপারটা আমরা তাড়াতাড়ি গঠন করে যাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে করার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় তাহলে হতে পারে। এটা সবটা কমিশনের ফাংশানের উপর নির্ভর করবে। আর পঞ্চায়েত নির্বাচন কখন হবে এটা আমরাও জানি না এখন পর্যন্ত। তবে সরকার তাড়াতাড়ি করবেন এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগুচ্ছেন। কাজেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এটা করা যাবে কিনা এখন এটা বলা কঠিন। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যাতে করা যায় সেই ব্যবস্থা থাকবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :– এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮ স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৮ স্যার :

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল এস সি, এস টি এবং জেনারেল এই তিন ক্যাটাগরি প্রার্থীদের মেধা (মেরিট) পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারিত হয়ে থাকে ?

২) মেধা ক্ষেত্রে এই ধরনের বিভাজন কতটুকু আইনসিদ্ধ ?

৩) মেধার ক্ষেত্রে এই বিভাজনের ফলে এস, সি ও এস, টি প্রার্থীদের মধ্যে প্রকৃত মেধাবান প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন কিনা সরকার তা উপলব্ধি করেন কি না ?

৪ ইউ পি.এস সি. এবং টি,পি.এস.সি. তে এই ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে কিনা, রাজ্য সরকার তা অবগত আছেন কিনা ?

উত্তর

১) ইহা সত্য।

২) ইহা আইন সিদ্ধ।

৩) এই বিভাজনের ফলে এস সি, এস টি প্রার্থীদের প্রকৃত মেধাবান প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছে না।

৪) টি পি এস সি তে এ ধরনের ব্যবস্থা চালু আছে, ইউ,পি.এস,সি, তে আছে কিনা সরকারের জানা নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পৃথক পৃথক ভাবে ক্যাটাগরি আছে। তা হলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিশ্চই অবগত আছেন যে এই রকম একটা প্রতিযোগীতা মূলক পরিক্ষা এস,সি, এস.টি এবং জেনারেল এই ভাবে পৃথক পৃথক করার নজির কোথাও নেই। তা সত্বেও এখানে এই ধরনের রাখা হয়েছে। আর ইউ পি এস,সি এবং টি,পি.এস,সি, পরীক্ষায় মেরিট লিষ্ট পৃথক পৃথক হয় না তা যুক্ত ভাবে প্রকাশিত হয়। যেমন প্রথম ১০ জন বা ২০ জনের মধ্যে যদি এস সি কিংবা এস টি প্রার্থী থাকে তাদের মেধা ভিত্তিক নিয়োগ করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ যেমন ১৯৮৯ সালে আই এস পরীক্ষায় প্রথম হন আমাদের ত্রিপুরার

ছেলে সে কমলপুর মহকুমার সাকাই বাড়ীর থাংলুর ডার্লং, উনি অ-সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন, নিয়োগ পান এবং উনার এই ভাবে পাওয়ার ফলেই আরেকজন এস,টি, মহিলা সেই খাসিয়া মহিলা এস,টি সিটে পেয়ে যান। যার ফলে এস,টি, দের আরো বেশী চাকুরীর সুযোগ থেকে যায়। এই ধরনের মেধা আলাদা আলাদা করার ফলে সেটা আটকে যায় কিনা, সেটা চিন্তা করেছেন কিনা ? আমাদের ত্রিপুরাতেও দেখা গেছে ১৯৯০ সালে টি.পি.এস সি, টি.সি এস, পরীক্ষাতে যে সব এস.সি, এবং এস, টি. কেণ্ডিডেট প্রথম ১০ জন কিংবা ২০ জনে ছিলেন তারা মেরিট হিসাবে নিয়োগ পান। ফলে এস.সি, এবং এস,টি, ছেলেমেয়েদের মধ্যে চাকুরী বেশী হয়। এই ধরনের যদি আইন থাকে তা হলে তারা বাধার সম্মুখীন হবে কারার সেটা কি সরকার ভাবছেন না?

শ্রী দশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :-- মিঃ স্পীকার স্যার যেসব প্রশ্ন উঠেছে আলাদা কোন মেরিট লিষ্ট রাখা হয় কি এই সব প্রশ্ন। কিন্তু টি.পি,এস,সি, ও ইউ,পি,এস,সি. বা অন্যেন্ট এন্ট্রান্স-এ যে সমস্ত রেজাল্ট রাখা হয় এটা মেরিট ভিত্তিতে, এমাং দি এস,সি এমাং দি এস.টি হিসাবে রাখা হয়। সিটগুলি এস টি. বা এস.সি, হিসাবে রিজার্ভ থাকে এবং রিজার্ভ সিটের জন্য যখন বাচাই করা হয় যেমন ৩টা যদি সিট থাকে এস. সি. দের জন্য তা হলে এটা এস,সি, রা পাবে এবং কারা পাবে তাদের মধ্যে এ্যাকর্ডিং টু মেরিট এস.সি, র মধ্যে হবে। এস,সি দের মেরিট টেষ্ট টা জেনারেলের সঙ্গে দিতে হয়। এস,টি, এর ক্ষেত্রেও তাই। কাজেই, এখানে এস,সি, এস,টি তার কোঠার থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন উঠেনা। ইউ,পি এস,সি তে ও তাই।

সিডিউল্ড ট্রাইবসদের ক্ষেত্রে বা সিডিউল্ড কাস্টদের ক্ষেত্রেও তাই, কাজেই এই ক্ষেত্রে সিডিউল্ড ট্রাইবস বা সিডিউল্ড কাস্ট কেউ বঞ্চিত হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। ইউ,পি, এস সিতে ও তাই। এছাড়াও সিডিউল্ড ট্রাইবস, সিডিউল্ড কাস্টস এবং জেনারেলদের নিয়ে একটা লিষ্ট হয়, সেখানে যদি কোন সিডিউল্ড ট্রাইবস অথবা সিডিউল্ড কাস্টস-এর নাম লিষ্টের টপে থাকে, তাহলে সে জেনারেল কোটাতেই পেয়ে যাবে, সেখানে সিডিউল্ড ট্রাইবসের মেরিট লিষ্ট অথবা সিডিউল্ড কাস্টের মেরিট লিষ্ট-এর প্রশ্ন নেই। কাজেই মাননীয় সদস্য মিস্ আওয়াস্টেং এর যে প্রশ্ন উঠিয়েছেন, সেই প্রশ্ন আছে উঠে না।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— তাহলে যেখানে এই ধরনের প্রতিযোগীতা হয় যেমন মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষাগুলিতেও এস.সি এবং এস.টি দের এভাবে করা যেতে পারে ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— এটা করা যায় কিনা, তা বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রীদীপক নাগ।

শ্রীদীপক নাগ (মজলিশপুর) : — স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪১।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার – ১৪১।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে রাজ্যে অনেক জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরে এখনও তারা জমির বন্দোবস্ত পান নি ?

২) সত্য হলে, ঐ সকল পরিবারকে পুনর্বাসনের ভূমি এলটমেন্ট দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

১) জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পরই ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয় না।

২) যে সকল পরিবারকে পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়ে থাকে, সেই সকল পরিবারকেই ভূমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী : – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত হলেও তাদের জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হয় না। তাহলে এই যে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত করার পলিসিটা কি, দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) : – স্যার, মূলতঃ ভূমিহীনদের পুনর্বাসন প্রকল্প বিভিন্ন ধরনের, যে পুনর্বাসন প্রকল্পগুলি আছে, সেগুলি মহকুমা শাসকেরাই করে থাকেন এবং তারাই ঠিক করেন এই প্রকল্পগুলি কোথায় কোথায় চালু করবেন, তারপর বেনিফি-সিয়ারিদের নামের লিষ্ট করে সেটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরে পাঠিয়ে দেন, সেখানে বেনিফিসিয়ারীদের চুড়ান্ত করে স্কীম অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারপর স্কীম ওয়াইজ তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়। অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয় সাধারণতঃ জায়গাগুলি ডিমারকেট করে এস, ডি, ও এর কাছে নামের লিস্ট পাঠাতে হয়। এই ভাবে কাজটা একটু বিলম্বিত হয় ঠিকই কিন্তু পুনর্বাসনের কাজ আটকে থাকেনা। এস, ডি, ও রা তখন সেটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে পাঠালে কাজটা হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (বাতাবাড়ী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৪, সোসিয়েল এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীমতী কাত্তিকবালা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ১৫৪।

প্রশ্ন	উত্তর
১। রাজ্যের অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্রগুলিতে খাদাহারের জন্য চাল, ডাল ইত্যাদি কিভাবে সরবরাহ করা হয় ?	১। প্রত্যেক ব্লকের বি, ডি, ও সরকারী গোদামগুলি থেকে প্রয়োজনীয় চাল, ডাল, ইত্যাদি সংগ্রহ করে প্রত্যেকটি অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করেন।

২। উক্ত কেন্দ্রগুলির জন্য চাল, ডাল, সরবরাহের দায়িত্ব ল্যাম্পস ও প্যাকস-এর হাতে তুলে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা এবং — ২। না।

৩। অঙ্গনোয়াদী কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা? — ৩। না।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা :— সাপ্লিঃমেন্টারী স্যার, মাননীয়া মন্ত্রী মহোদয়া জানাবেন কি যে কিছু কিছু ল্যাম্পস এবং প্যাক্স যা অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্রগুলিতে বালাহারের জন্য চাল, ডাল সরবরাহ করত এগুলির মধ্যে কিছু অংশ তাদের রাজ্য সরকারের কাছে পাওনা আছে। যারফলে তারা সাপ্লাই বন্ধ করে দিয়েছে। এটা সত্য কিনা?

শ্রীমতী কার্ত্তিককন্যা দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কিছু অভিযোগ এসেছে কিন্তু এই ব্যাপারে কোন তথ্য এখনও আসেনি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৬৫। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং- ১৬৫।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যের বাঁশ বহিরাজ্যে বিক্রির জন্য পাঠানো হয় না,

২) যদি সত্য হয় তাহার কারণ কি,

৩) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে ব্যাপক ভাবে বে আইনীভাবে বাঁশ কাঠ পাচার হচ্ছে,

৪) সত্য হইলে এই বে-আইনী পাচার বন্ধের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) ইহা সত্য যে, মাঝে মাঝে ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা বাঁশ পাচার হয়।

৪) বে-আইনী পাচার রোধ করার জন্য, সরকার থেকে নিম্ন বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে,

১) বনরক্ষী বাহিনীগুলিকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

২) বনে টহলের ব্যবস্থাকে তীব্রতর করা হয়েছে।

৩) ভারত বাংলাদেশ সীমানায় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত টহলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪) পৃথক ত্রিপুরা ফরেষ্ট পুলিশ বাহিনী গঠণ করা হয়েছে।

৫) বনায়ন ও বন সংরক্ষণে ঐ এলাকায় আংশিক আয় প্রদান করে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রকল্প রচনা করা হয়েছে।

৬) বে আইনী বনজ বস্তু সংগ্রহে যে সমস্ত গাড়ী-যন্ত্রপাতি ও হাতিয়ার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় তা বাজেয়াপ্ত করার বিধান রেখে ভারতীয় বন আইন সংশোধন করা হয়েছে।

৭) ভারতীয় বন আইন সংশোধন করে অপরাধীদের জরিমানা ৫০ টাকা হইতে ৫,০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৮) ফরেষ্ট ড্রপগেইট গুলিকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।

৯) বে-আইনী গাছ কাটা ও সরবরাহ করার তথ্য কোন ব্যক্তির কাছ হইতে পাওয়া গেলে সেই ব্যক্তিকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নগদ পুরস্কার দিবার বিধান আছে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :— স্যার, ত্রিপুরার দামছড়া এলাকা থেকে বাঁশ নিয়ে গিয়ে লঙ্গাই নদীতে গড়ে। মিজোরাম সরকার সেই বাঁশের রয়েলিটি আয় করেন, এই খবর

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা তা জানাবেন কিনা?

শ্রী ফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— এ তথ্য আমার কাছে নেই। তবে আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে আমি বলতে পারব।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— গত জুন মাসের শেষ সপ্তাহে এবং জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে খোয়াই থেকে বাঁশ পাচার করার সময় ২টি ট্রাক পুলিশ আটক করেছে। স্যার, আমরা দেখি, প্রায়ই বাঁশ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। রাস্তার ধারে বেড়ার মত বেধে ফেলা রাখা হয়, এবং সন্ধ্যার পর তা বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের কাগজের কলে ত্রিপুরার বাঁশ ব্যবহার হচ্ছে, এখবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা? জানা থাকলে, সরকার থেকে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকেই বাংলাদেশ। দীর্ঘ ৮৭৯ কি, মি, বাংলা বর্ডার। এই তিন দিক দিয়েই দুষ্কৃতকারীরা বাংলাদেশের ত্রিপুরার বনজ সম্পদ পাচার করছে। এটা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে বাঁশ এবং অন্যান্য বনজ সম্পদ পাঠাতে কোন বাধা নেই। ত্রিপুরার বাঁশ কাছাড়ের পাঁচগ্রামে হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন যায়।

বাঁশ থেকে তৈরী আগরবাতির কাঠি, ফুল ঝাড়ু, গাছ এবং কাঠ ট্রেনজিট পাশ মূলে বাহির যায় তবে বহিঃরাজ্যে কাঠ পাঠানোর ব্যাপারে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। ত্রিপুরা রাজ্যে এমনিতেই কাঠের যোগান কম। অতএব কাঠ রপ্তানির ব্যাপারে কড়াকড়ি না করলে বনের বিলুপ্তি ঘটবে।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— স্যার আমি আমার উত্তর পাইনি। আমি স্পেসিফিক জায়গার নাম বলেছি।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, এই অভিযোগটি আমি তদন্ত করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ এবং শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭৬ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭৬ স্যার।

প্রশ্ন

১ রাজ্যের সম্প্রতিক বন্যায় কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই ক্ষতির পরিমাণ কত, এবং

২' এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা,

৩) নিয়ে থাকিলে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে,

৪) বর্তমান শিক্ষা বৎসরে এখন পর্য্যন্ত কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুষ্কৃতিকারীরা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন, এবং

৫) আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত চুরাইবাড়ী হাইস্কুলটি পুনরায় নির্মাণের জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছে।

উত্তর

১) রাজ্যে সাম্প্রতিক বন্যায় মোট ১৮২টি স্কুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্ষতির পরিমান ৬৫ ৫৭ লক্ষ টাকা।

২) হঁ্যা।

৩) ক্ষতিগ্রস্থ স্কুলের পুনর্নির্মাণ এবং মেরামতি ইত্যাদি বাবৎ মং ২০'০০ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে।

৪) বর্তমান শিক্ষাবর্ষে মোট ৪টি স্কুলগৃহ আগুনে পুড়ে যাবার তথ্য সরকারের কাছে আছে।

৫) আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ চুরাইবাড়ী হাইস্কুলটি পুনর্নির্মানের জন্য মোট ১৯'৮৪৭ লক্ষ টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে এবং গৃহ পুনর্নির্মানের কাজ জরুরী ভিত্তিতে শুরু হয়েছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, চুড়াইবাড়ী হাইস্কুলটি এক বৎসরের

মধ্যে দুইবার দুস্কৃতকারীরা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। সেই দুস্কৃতকারীদের পুলিশ এরেষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, দুস্কৃতকারীদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কিনা আমি জানিনা। তবে এলাকার লোকদের খুঁজে বার করা দরকার কারা দুস্কৃতকারী। এই স্কুলটিকে দুস্কৃতকারীরা দুইবার পুড়িয়ে দিয়েছে, সেটা তো পুলিশ দিয়ে পাহাড়া দেওয়া সম্ভব নয় এলাকার লোকদের দলমত নির্বিশেষে সেই দুস্কৃতকারীদের ডিটেক্ট করা উচিৎ। কিছুদিন আগে তেলিয়ামুড়াতে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমি বলেছি দুস্কৃতকারীদের যদি পুলিশে ধরে না দেওয়া হয় তাহলে কোন গ্র্যান্ট দেব না। সঙ্গে সঙ্গে তারা দুইজনকে ধরে পুলিশে দিয়ে দিয়েছে। এখন তাদেরকে গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার : – শ্রীঅমিতাভ দত্ত।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) : – এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৭৭ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী): – এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৭৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শহরের কে, এন, বিদ্যামন্দিরে বন্যা এবং সাধারণ বৃষ্টির জল ক্লাস ঘরগুলিতে প্রবেশ করার ফলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার যে অসুবিধা হচ্ছে তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা?
২। উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য এই বিদ্যালয়টির তরফ থেকে কোন রূপ অভিমত জানিয়ে শিক্ষা বিভাগে কোন অনুরোধ পত্র দেওয়া হয়েছে কিনা, এবং
৩। দেওয়া হইলে এ সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১। হ্যাঁ করা হবে।

২। হ্যাঁ।

৩। উত্তর জেলার বন্যা বিধ্বস্ত স্কুলগুলির পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য সামগ্রিক ভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। উক্ত জেলার উপশিক্ষা অধিকর্তাকে বিধ্বস্ত বিল্ডিংটি নিরীক্ষন পূর্ব্বক মেরামতের কাজ গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এই স্কুলের জন্য ৫০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়ার বিষয় যথাযথ বিবেচনা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রীসুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) : -- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৬।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : - মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড নাম্বার - ২০৬।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতটা স্কুলে মিড-ডে মিল চালু আছে,

২। মিড ডে মিলের মাথা পিছু বরাদ্দ বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

৩। মিডডে মিল পরিচালনা করার জন্য কোন কমিটি আছে কিনা,

৪। কমিটিগুলি কারা কিভাবে গঠণ করেছিল, এবং

৪। ঐ কমিটিগুলি মেয়াদ যতদিন পর্যন্ত ?

উত্তর

১। বর্তমানে আগরতলা পৌর এলাকা ও নোটিফায়েড এলাকা ব্যাতিরেকে সমস্ত মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চ বুনিয়াদী, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে পৃথকীকৃত প্রাথমিক শাখা সহ মোট ২৩৫০টি বিদ্যালয়ে মিড-ডে-মিল চালু আছে।

২। মিড-ডে-মিলের মাথা পিছু বরাদ্দ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

৩। হ্যাঁ।

৪। মিড-ডে মিল পরিচালনা করার জন্য ১৯৯২-৯৩ ইং সালে রাজ্যস্তরে শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীকে সহ-সভাপতি করে ১৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠণ করা হয়। তাছাড়া কমিটির অন্যান্য সদস্যদিগকে বিধানসভার সদস্য, জেলা পরিষদের সদস্য ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের মধ্য হইতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আবার বিদ্যালয় স্তরেও ৫ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। বিদ্যালয় স্তরের কমিটিতে সবচেয়ে সিনিয়র সহ-শিক্ষক সম্পাদক পদে ও প্রধান শিক্ষক সদস্য পদে থাকেন। বাকী ৩ (তিন) জন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির মধ্য হইতে থাকেন।

৫) কমিটিগুলির মেয়াদ সাধারণত: দুই বৎসর।

শ্রীসুধন দাস :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মিড ডে মিল যখন প্রথম চালু হয়েছিল সে সময়ে টিফিনের জন্য যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ ছিল বর্তমান দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির মধ্যে দাড়িয়ে আগে যে পরিমাণ টিফিন ছাত্রছাত্রীরা পেত এখন সেই পরিমাণ টিফিন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সেই কথা বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীরা আগে যে পরিমাণ টিফিন পেত সেই পরিমাণ টিফিন দেওয়ার জন্য মিড ডে মিলের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকার-এর আছে কিনা ?

২নং হচ্ছে মিড ডে মিলের জন্য যে পরিচালন কমিটি আগে ছিল সেখানে নুতন করে কমিটি গঠন করার এবং পুরানো যে কমিটি আছে সেই কমিটি নুতন করে গঠন করা হয়েছে কিনা এটা পরিস্কার করে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীঅখিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, পুরানো কমিটিগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং নুতন কমিটি গঠন করার আমাদের পরিকল্পনা আছে। আগে মিড-ডে মিলের জন্য দৈনিক ৭৫ পয়সা বরাদ্দ ছিল কিন্তু বর্তমানে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে কাজেই সে ক্ষেত্রে মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ২৩৫০টি স্কুলে মিড-ডে মিল চালু হয়েছে এবং এই মিড-ডে মিলের আওতায় কতজন ছাত্র এসেছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য এখন আমার হাতে নেই।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুন ভৌমিক।

শ্রীঅরুন ভৌমিক (বড়জলা) :- মিঃ স্পীকার স্যার, এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২০৭

অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এড্‌মিটেড কোয়েশ্চান নং— ২০৭।

প্রশ্ন

1. What steps have so fare been taken regarding implementation of Mendal Commission recommendations in Tripura, and
2. Whether the Govt. has any plan for creation of a O.B.C. Corporation in the State,

Answer

1. Identification of O.B.C in the light of the Mendal Commission recommendation is under active consideration of the Government.
2. Steps will be taken for settled up of O.B.G Development Corporation after the O.B Cs are identified and necessary notification is made in this regard.

শ্রীঅরুন ভৌমিক : – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ও,বি,সি, কর্পোরেশান না করার ফলে তাতে ও.বি.সি কারা সেটা আইডেনটিফিকেশান না হওয়ার ফলে ও,বি,সি, কর্পোরেশান করা যাচ্ছে না। এখন আইডেনটিফিকেশান হওয়ার পরে ও.বি,সি, কর্পোরেশান করা হবে। এর ফলে কেন্দ্রীয় যে ও বি,সি, কর্পোরেশান হয়েছে সেখানে ২০০ কোটি টাকা ক্যাপিটেল নিয়ে যেটা করা হয়েছে সেখান থেকে এইখানকার স্টেট কর্পোরেশান টাকা পাচ্ছে না এবং ফলে এইখানকার যারা ও,বি,সি, ভুক্ত লোক তারা কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না. সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাহলে

অ ইডেনটিফিকেশানটা হল সবচেয়ে আগে করা দরকার তা না হলে ও,বি,সির জন্য কিছুই করা যাবে না। আমরা জানি গত ১৯৯০ সনের ১৩ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার ও বি.সির জন্য রিজার্ভেশান দিয়েছে তারপর বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা সুপ্রীম কোর্টে হয়েছে এবং সেই সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলে শেষ পর্যন্ত এইটা কার্যকরী হওয়ার কথা, সেটাও বিভিন্ন কারণে দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ও.বি,সির জনগণ ত্রিপুরা রাজ্যের তাদের মনে একটা আশংকা রয়েছে, সারা দেশের ও,বি,সি জনগণের মনে আশংকা রয়েছে এইটা রাষ্ট্রীয় যে চা সরকার করার পর থেকে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বা দলের লোকেরা এইটাকে বানচাল করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা করছে। সেই অবস্থায় এইখানে ও,বি সি লোকদের মনে এটা যাতে স্থির বিশ্বাস থাকে যে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মণ্ডল কমিশনের রিকমেণ্ডেশান ত্রিপুরায় কার্যকরী হবে সেটা বাস্তবায়িত করার জন্য আইডেনটিফিকেশান অফ দি কমিউনিটিস্ সেটা করার জন্য কোন সময়সীমা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) : - স্যার ও.বি,সি কমিশন করার জন্য আমরা অলরেডী সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সম্ভবত: টুইদিন ফোর্টনাইট আমরা এইটা করতে পারব এবং এই কমিশন হওয়ার পরে আইডেনটিফিকেশানের কাজ আমরা তাদের উপর দেব। ও,বি সি, কর্পোরেশানের কথাটা আমরা এখনও রুল-আউট করছি না, কিন্তু কমিশন করার পরে আমরা বলব সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে অর্থ সাহায্য না পেলে পরে কমিশন হবে না। তবে প্রথমে ও,বি.সি, কারা এইটা আইডেনটিফিকেশান হোক এইটা আমরা চাই। এইটা আমরা করতে পারব বলে আমি আশা করছি। কারণ, আমাদের প্রায় সিলেকশান অফ পারসন ঠিক হয়ে গেছে। আর কিছু সময় আছে, আমরা তাড়াতাড়িই করব। ও.বি সি, কমিশন টুইদিন ফোর্টনাইট করা যাবে।

শ্রীঅরুন ভৌমিক : স্যার, আমি জানতে চাইছি কমিশনকে কত সময় দেওয়া হবে আইডেনটিফিকেশানের জন্য। কারণ কমিশন আইডেনটিফিকেশান চালাতে ৫ বৎসরও লাগাতে পারে। আমাদের ও বি,সি লোকদের মনে যাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে আমরা তাদের জন্য এই কাজটা করছি। তার জন্য কমিশনকে কত সময় দেওয়া হবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার ২০০ কোটি টাকা দিয়েছেন এবং সীতারাম

কেশরী, কেন্দ্রীয় কল্যাণ মন্ত্রী বলেছেন যে ও,বি,সি, কর্পোরেশান না হওয়ায় ফলে উনি রাজ্যগুলিকে টাকা দিতে পারছেন না। উনি এক সম্মেলনে বলেছিলেন। এই হল প্রেস রিপোর্ট। আইডেনটিফিকেশান হলে কর্পোরেশান হবে এবং তখন টাকা পাবে। আমার প্রশ্ন হল আইডেনটিফিকেশানের জন্য যে কমিশন করা হবে সেই কমিশনকে কত সময় দেওয়া হবে সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, টার্মস অব রেফারেন্স এখন আমি নির্ধারিত বলছি না। তবে টার্মস অব রেফারেন্স খুব বেশী ঢিলে হলে তা আমাদের কাজই হবে না। যত তাড়াতাড়ি কাজটা হয় তার জন্য আমরা দেখব।

মিঃ স্পীকার (ধর্মনগর) :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— স্যার, বন্যার কারণে সুবল রুদ্র আসতে পারেনি, তাই আমি আপনার অনুমতি নিয়ে তার প্রশ্নের নাম্বারটা বলছি।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে বলুন।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার– ২০৯

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৯

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতটি মাদ্রাসা ও মোক্তব সরকার নিয়ন্ত্রণ করছেন।

২। উক্ত শিক্ষার উন্নতি কল্পে সরকার কি কি চিন্তা ভাবনা করছেন, এবং

৩। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগের সাথে তাল মিলিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নত করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৯টি জুনিয়র মাদ্রাসা, ৪টি সিনিয়র মাদ্রাসা ও ১৪টি মোক্তব সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন আছে।

২। উক্ত শিক্ষার উন্নতি কল্পে সরকার মাদ্রাসা ডেভলাপমেন্ট অ্যাডভাইসারী কমিটি গঠন করেছেন।

৩। মাদ্রাসা ডেভলাপমেন্ট এডভাইসারী কমিটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতিকল্পে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, শ্রীসহিদ চৌধুরী। (অনুপস্থিত) মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর দাস।

শ্রীসুধীর দাস (সুরমা) :— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার - ২১৪।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—২১৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৯৯২-৯৩ আর্থিক বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ড এবং বুক গ্রেন্ট-এর টাকা আজও অনেক ছাত্র-ছাত্রী পায়নি,

২। যদি না পেয়ে থাকে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। আংশিক সত্য।

২। বিগত আর্থিক বৎসরে ১৮টা স্কীম-এ মোট ৩,৫৭ ৬৭,৮৫৭ টাকা (তিন কোটি সাতান্ন লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশত সাতান্ন) বিভিন্ন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত বরাদ্দের পুরো টাকা খরচের অনুমোদন না পাওয়ায়

কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীসুধীর দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ছাত্র-ছাত্রীরা স্টাইপেণ্ড পেয়েছে। কিন্তু আমার জানা মতে একটা ঘটনা আছে এবং এই ধরনের কিছু কিছু ঘটনা আরও হয়েছে। স্যার, তারকা মুড়ার স্কুলের হেড-মাষ্টার মহাশয় ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন পথে উগ্রপন্থীরা সমস্ত টাকা লুট করে নিয়ে গেছে। ফলে সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা আর স্টাইপেণ্ড পায়নি। কাজেই এখন তাদের সেই স্টাইপেণ্ডের টাকাটা পাবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং (কুলাই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার — ২১৯।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ২১৯।

প্রশ্ন

১। বিগত জোট সরকারের আমলে রাজ্যের তপশীল উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে পোষাক, স্কুল ষ্টাইপেণ্ড, বই, মিড-ডে-মিল ও অন্যান্য কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

২। ঐ সময়ের মধ্যে কতটি ভাঙ্গা স্কুল ঘর মেরামত করা হয়েছে, এবং

৩। ভাঙ্গা স্কুল ঘর মেরামত বাবদ কত টাকা খরচ হয়েছে, তার হিসাব ?

উত্তর

১। তপশিলী উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের প্রি-মেট্রিক স্কলারশীপ, মেরিট স্কলারশীপ,

বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড, পোষ্ট-মেট্রিক স্কলারশীপ, ড্রেস এবং বুক্ গ্র্যান্ট, রি-ইম্বার্স্‌মেন্ট অব এগজামিনেশন ফি, অ্যাটেনডেন্স স্কলারশীপ, মিড্-ডে-মিল এই সমস্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

২। এই সময়ের মধ্যে ২,৭১৩টি ভাঙ্গা স্কুলঘর মেরামত করা হয়েছে।

৩। ২ কোটি ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৬৬৮ টাকা খরচ হয়েছে।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই পাঁচ বছরে জোট সরকারের আমলে এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন – কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি আমাদের রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে আমার এলাকায় দুর্গম অঞ্চলে বর্তমানেও স্কুল-ঘরগুলি ভাঙ্গাচুরা আছে এবং আসবাবপত্র বা ছাত্রছাত্রীদের বসবার জন্য কোন ব্যবস্থা নাই। আর মিড-ডে-মিল এর জন্য এখানে যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিলেন— সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি – বিভিন্ন দুর্গম এলাকার স্কুলগুলিতে মিড-ডে-মিল দেওয়া হয়েছে এটা আমার দৃষ্টিতে আসেনি। এবং যে ষ্টাইপেণ্ডের কথা বলা হয়েছে— বুক গ্র্যান্টের কথা বলা হয়েছে – উপজাতির গরীব ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে যে বই দেওয়া হয়েছে পড়াশুনা করার জন্যে এইগুলি আমার দৃষ্টিতে আসেনি। কাজেই এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি স্কুলের নাম উল্লেখ করুন।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— স্যার, উদাহরণ স্বরূপ আমি বলতে পারি খগেন্দ্ররোয়াজা পাড়া জে. বি. স্কুল, তলসি রোয়াজাপাড়া জে. বি. স্কুল এবং আরো অনেক স্কুল আছে নাম দেওয়া যেতে পারে—তারমধ্যে এই কয়েকটির নাম উল্লেখ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই ধরনের কাগজপত্র ঐ সময়ে ষ্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশীপ বাবদ আছে তাতে দেখা যায়, ৫৪ কোটি ৬৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা এই ব্যাপারে খরচ করা হয়েছে এবং ছাত্র সংখ্যা দেখানো হয়েছে— ৬৮২,১৫২ জন। মিড্-ডে-মিল বাবদ গত পাঁচ বছরে খরচ করা হয়েছে ১২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা। এবং ছাত্র সংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার. এই হচ্ছে

মোটামুটি খরচের তালিকা। এছাড়া এ,ডি,সি, এলাকা এর বাইরে রয়েছে।

আর এখানে মাননীয় সদস্য যে স্কুলগুলির কথা বললেন মেরামত করা হয়েছে, তার হিসেব হচ্ছে পশ্চিম ত্রিপুরা ১৪৫৫টি, উত্তর ত্রিপুরা ৬০৮টি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৬০৮টি স্কুলঘর মেরামত করা হয়েছে। কাজেই এখানে হিসেবটা একেবারে পরিস্কার। কিন্তু কোথায় কি হয়েছে সেটা আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে। আর মাননীয় সদস্য এখানে যে স্কুলগুলির কথা বললেন সেগুলি নিশ্চয়ই খোঁজ করে দেখা যাইতে পারে।

শ্রীহ্যাসমাই রিয়াং : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার গত দশ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিকারীবাড়ী ছত্রারামপাড়ার গরীব উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক স্কুলঘর নির্মান করা হয়েছিল। সেই স্কুলে মোট আমলে কোন আসবাবপত্র দিয়েছে বলে আমি লক্ষ্য করিনা এবং বর্তমানেও সেই স্কুল একই অবস্থায় আছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ১০০ জন ছাত্র এবং ১০০ জন ছাত্রী সেখানে পড়াশোনা করবে এই সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এখন পর্যান্ত সেই সংখ্যা পূরণ করা যায়নি। কাজেই এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ১০০ জন ছাত্র এবং ১০০ জন ছাত্রীর সংখ্যা পূরণ করা হবে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যাতে এই ব্যাপারে সাহায্য করা হয়। আমি এইটুকু বলতে পারি এই ধরনের যে আশ্রমিক স্কুলগুলি আছে শুধু উপজাতিদের জন্য এগুলিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে। তারজন্য এডুকেশান, তার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, শিক্ষক ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আগে কি হয়েছে সেটা প্রশ্ন নয়। তবে আমি কথা দিচ্ছি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্যবৃন্দ, কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ যে সমস্ত তারকা চিহ্নীত প্রশ্নের উত্তরগুলির উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নাই, সেই সমস্ত উত্তরগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES "A & B")

CONDEMNATION MOTION

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— স্যার, একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপর আমি প্রস্তাব আনছি। গত ২১শে জুলাই কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিং-এ অবরোধের মাঝে পশ্চিমবঙ্গ যুব কংগ্রেস (আই) হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের দ্বারা কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর সম্পত্তি ধ্বংস করেন। যে সমস্ত জীবনহানীর খবর পাওয়া গিয়েছে তার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ঐ যুব কংগ্রেস (ই) তারা পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার জন্য এই হিংসাত্মক কার্যকলাপ সংঘটিত করে পশ্চিমবঙ্গের স্বাভাবিক অবস্থা ক্ষুন্ন করার বিভিন্ন প্রয়াস চালায়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা, কনটেক্সটা শুনে নিন তারপর আপনারা বক্তব্য রাখলে বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— এই জিনিষ পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ কোন অবস্থাতেই মেনে নেবেন না। ত্রিপুরার জনগণ এবং এই বিধানসভা উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা করছে। স্যার, গত ২১শে জুলাই যে ঘটনা হয়েছে, এই ঘটনা বর্ণনাতীত এবং অচিন্তনীয়। ঘটনা এবং তার পরবর্তী সময়ে গতকাল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যে উচ্ছৃঙ্খলতা তারা করেছে এটা কোন সভ্য দেশে এরকম চলতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা সীট বসুন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সেখানে স্যার, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর বর্বরোচিত আক্রমন করা হয়েছে। যদি এটা এখানে উত্থাপন করা হয় তাহলে ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে এবং এই বিধানসভার পক্ষে সেটা অত্যন্ত অবমাননাকর ব্যাপার হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এটাতো মাননীয় সদস্য জিরো আওয়ারে সম্পূর্ণ নিয়ম অনুযায়ী উত্থাপন করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক (বিধায়ক) :— কাজেই এই জায়গায় এই জিনিষটা স্যার, যেখানে পশ্চিমবঙ্গে আজকে বন্ধ চলছে স্যার। কাজেই এই জায়গায় এই প্রশ্ন উত্থাপন করে ত্রিপুরা বিধানসভার প্রতি .. ..

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ, হাউসের কাছে আমার অনুরোধ হাউস আমাকে চালাতে দিন। আপনারা আপনাদের বক্তব্য বলেছেন। গতকালকে আপনারা ওয়াক আউট করেছেন, আপনাদের বক্তব্য নিয়ে আপনারা অলরেডি ওয়াক আউট করেছেন। আজকে যে বক্তব্য মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী রেখেছেন। এটা ওনার অধিকার আছে। জিরো আওয়ারে উনি প্রসিডিউর মত করেছেন। কাজেই এটা কি করে ডিস্টার্ব করা যায়? কাজেই আপনারা বসুন। আমাকে প্রাইভেট মেম্বার রেজুলেশান-এ যেতে দিন।

REFERENCE PERIOD

মি: স্পীকার : — আমি একটি নোটিশ মাননীয় সদস্যের নিকট থেকে পেয়েছি। গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিচ্ছি। যে নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীরতন লাল নাথ। আপনি আপনার বিষয়টি উল্লেখ করুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— স্যার, আমার নিন্দা প্রস্তাবের কি হলো?

মিঃ স্পীকার :— নিন্দা প্রস্তাব তো হয়েছে। আবার নিন্দা প্রস্তাব নতুন করে কি হবে?

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— না, এটা কি হাউস একসেপ্ট করল?

মিঃ স্পীকার :— নিন্দা প্রস্তাব অলরেডি টেকেন। আমি বলছি জিরো আওয়ারে এটা রাইট আছে। দেট ইজ এক্স্পেকটেড।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : - মাননীয় সদস্য এটা প্রসিডিউর মত এডমিট করা হয়েছে প্রথম কথা হচ্ছে আইদার এড্জার্ণমেন্ট মোশান আর জিরো আওয়ার নোটিশ অর ডিসকাশনের জন্য নোটিশ দেওয়া অর প্রাইভেট মেম্বার রেজুলেশান এই কয়েকটি ফরমের যে কোন একটি ফরমে আনতে পারে আপনারা কালকে যেটা আনলেন সেটা কোন ফরমে আনেন নি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার —: মাননীয় সদস্য জিরো আওয়ারে যখন তোলেন এটার জন্য ভোটা ভোটি হওয়ার প্রয়োজন পরেনা।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ হাউস চালাতে সাহায্য করুন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিধায়ক) :— স্যার, এটা ভোটাভোটি হয় না, আলোচনা হয় না, এটা আমরা তুলেছি স্যার, আলোচনা হয় না স্যার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— রুল্‌স্ এণ্ড প্রসিডিউরের ৩৫৯ সেকশানে কি বলেছে—

A motion that the Policy or Situation or Statement or any other Matter be taken into consideration shall not be put to the vote of the House.

গণ্ডগোল

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— কি বলেছেন স্যার, সেটার মধ্যে তো আমরাও অংশগ্রহণ করতে পারতাম।

গণ্ডগোল

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উনি কি বলেছেন তা তো আপনারা শুনতেও চাননি, উনি বলার আগে আমি বার বার বললাম, উনার কন্টেন্টটাকে শুনার জন্য বলেছিলাম।

গণ্ডগোল

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কেউ দমন করে না। এরা পশ্চিমবঙ্গে যা করেছে, আইনত একটা নির্বাচিত সরকারকে ভাঙার জন্য ওরা সমস্ত বোমা, পিস্তল নিয়ে যে সব গোলমাল করেছে তাতে কোন সরকার বোমা, পিস্তলের কাছে আত্মসমর্পন করে সরকার থেকে চলে যেতে পারে না।

গণ্ডগোল

মি: স্পীকার :— এখনো আপনারা শুনছেন না।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— তারা সেই ব্যবস্থাই করেছে, কাজেই এরা যা করেছে এটা কোন গণতান্ত্রিক দল এই কাজ করতে পারে না।

গণ্ডগোল

একটা আইনত নির্বাচিত সরকারকে বাতিল করার জন্য যে পন্থা তারা গ্রহন করেছে

পশ্চিম বঙ্গে এটা ভারতবর্ষের কোন গণতন্ত্র মানুষ সমর্থন করে না এবং এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এটাকে গণতন্ত্র বলে না, এটাকে গুণ্ডাইজম বলে।

গণ্ডগোল

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার আপনার এই একপেশে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরা হাউজ থেকে ওয়াক আউট করছি স্যার।

গণ্ডগোল

স্যার, এটা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক এবং এটা একপেশে সিদ্ধান্ত, তার প্রতিবাদে আমরা হাউজ থেকে ওয়ার্ক আউট করছি।

গণ্ডগোল

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার এই বিধানসভাটা মোংরামির জায়গা হতে পারে না।

গণ্ডগোল

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ আপনারা বসুন, প্লিজ আপনারা বসুন।

গণ্ডগোল

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার সরকারকে তারা উৎখাত করার জন্য তারা চক্রান্ত করছে। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। সেই জায়গায় কোন সরকার চুপ করে বসে থাকতে পারে না। রাজ্যের মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব পশ্চিম বাংলা সরকারের রয়েছে। সেই দায়িত্ব পালন করেছে পশ্চিম বাংলা সরকার।

মিঃ স্পীকার :— সাইলেন প্লিজ, সাইলেন প্লিজ।

(এই সময় বিরোধী সদস্যরা ওয়ার্ক আউট করে সভা ছেড়ে চলে যান) এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি যে নোটিশটি পেয়েছিলাম মাননীয় সদস্য রতন নাথ, বিষয়টি উৎথাপনের জন্য অনুমতি পেয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী বিষয়টি উৎথাপনের

অনুমতি দিয়েছি, যেহেতু উনি যেই এটা বাতিল বলে গণ্য করা হল। অন্য আরেকটি রেফারেন্স পিরিয়ড এনেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর। উনার বিষয়টি গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।

পবিত্র কর :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো— "১৮/৭/৯৩ ইং তারিখ থেকে বিপর্যয়কারী বন্যায় রাজ্যের ব্যাপক জন ক্ষতি সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— এখন, মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তুর উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারেন, আর যদি এক্ষুনি তিনি প্রস্তুত না থাকেন, তাহলে সময় চাইতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী): — স্যার, আমি আগামী ২৭শে জুলাই, ১৯৯৩ তারিখে এই বিষয়টির উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী এছ বিষয়ের উপর আগামী ২৭শে জুলাই তারিখে তাঁর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

পরবর্তী উল্লেখ পর্বের নোটিশটি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার মহোদয়। তাঁর নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী সেটি সভার সামনে উল্লেখ করার জন্য আমি মাননীয় সদস্যকে অনুমতি দিয়েছি। এখন, আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে তাঁর উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তুটি সভার সামনে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, উল্লেখ পর্বে আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল ৪১ জন হোম গার্ডকে প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিভিন্ন অফিসারদের বাড়ীতে আর্দালী হিসাবে ব্যবহার করা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— এখন, আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস

কর্তৃক আনীত উল্লেখ পর্বের নোটিশটির বিষয়বস্তুর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি এক্ষুনি তাঁর বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তো সময় চাইতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ২৭শে জুলাই, ১৯৯৩ তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আগামী ২৭শে জুলাই তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আজকে কার্যসূচীতে ৩টি উল্লেখ পর্বের বিষয়বস্তুর উপর সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ তাদের বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য বিষয়বস্তুগুলি প্রথমটি গত ২০-৭ ৯৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় খাদ্য ও জনসংস্তরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় খাদ্য ও জনসংস্তরণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর তাঁর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। বিষয়বস্তুটি হল, রাজ্য জুড়ে রান্নার গ্যাসের সংকট সম্পর্কে।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় রাজ্য জুড়ে রান্নার গ্যাসের সংকট সম্পর্কে উল্লেখপর্বে যে নোটিশ দিয়েছেন, তার সম্পর্কে আমি জানাচ্ছি যে বর্তমানে আগরতলা শহরে আই,ও,সি/এ,ও,ডি কর্তৃক নিযুক্ত ৫টি এবং অন্যান্য মহকুমার ৪টি গ্যাস সরবরাহকারী ডিলার আছে। তারমধ্যে আগরতলা ৫টি, উদয়পুর ১টি, খোয়াইতে ১টি, ধর্মনগর ১টি ও কৈলাশহর ১টি। স্যার, মাননীয় সদস্য এর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে প্রয়োজনের তুলনায় উপরে বর্ণিত ৯টি গ্যাস এজেন্ট খুবই অপ্রতুল। তদুপরি, রাজ্যে রিফিল সিলেণ্ডার দূরবর্তী স্থান যথা আই,ও,সি এবং এ,ও,ডির বোটলিং স্টেশন শিলচর, নিউবনগাইগাঁও এবং তুলিয়াজান হতে ট্রাক যোগে সরবরাহ করা হয়। উৎসাস্থল হতে দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজ্যের অবস্থান হেতু পরিবহন জনিত অসুবিধার জন্য প্রায়সই সরবরাহ বিঘ্নিত হয়। ফলে বর্ষাকালে প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ কম পরিলক্ষিত হয় এবং সময় সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সংকট সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য গত মে এবং জুন

মাসে পর পর বন্যার এবং রাস্তার ধ্বংস নামার ফলে গ্যাস সরবরাহ প্রচণ্ডভাবে বিঘ্নিত হয়। ফলে সাময়িক সরবরাহ সংকট এড়ানো সম্ভব হয়নি এবং কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে বিবৃতি দিলেন, তার থেকে এটা বুঝা যাচ্ছে যে বর্তমানে বন্যার যে দুর্যোগ এবং রাস্তার ধ্বংস নামার ফলে এজেন্টরা ভুক্তাদের গ্যাস সরবরাহ ঠিকমত করতে পারেননি বা সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। তাই, আমি মাননীয় মন্ত্রীর মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাইছি যে বর্তমানে আগরতলা এবং তদ্‌পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জ্বালানী কাঠের অভাব হেতু এই সঙ্কটাও আরও বেড়ে গিয়েছে কাজেই, বর্ষার সময়ে তিনমাস যাতে পর্যাপ্ত পরিমানে রান্নার গ্যাসের স্টক গড়ে তোলা যায়, তারজন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, আমরা অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য কিছু উদ্যোগ নিয়েছি, সেটা হল প্রত্যেকটি এজেন্টের নাম ভোক্তার সংখ্যা, মাসিক চাহিদা এবং বর্তমান বুকিং অনুযায়ী গ্যাস সরবরাহ পিছিয়ে থাকার তারিখ ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখছি এবং তাতে যদি দেখা যায় যে পরিমাণ গ্যাসের চাহিদা আছে এবং গ্যাস সরবরাহ যদি তার থেকে কম হয়।

তাতে দেখা যায় যে বর্তমানে গ্যাসের চাহিদা যা আছে সেই তুলনায় গ্যাসের যোগান হচ্ছে না। এই জন্য কিছু অসুবিধা থেকে যাচ্ছে। এছাড়া যাদের সিঙ্গেল সিলিণ্ডার ছিল তারা ডাবল করেছেন এই জন্যও কিছু কিছু সংকট সৃষ্টি হয়েছে আমরা এই জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নুতন নুতন এজেন্সি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছি এবং আমরা বলছি আরও নূতনভাবে আগরতলায় ৪টি, বিশালগড় একটি, জিরানীয়া একটি, সোনামুড়া একটি, বিলোনীয়া একটি করে গ্যাস এজেন্সি দেওয়ার আবেদন করছি এখানে আগরতলায় এল.পি.জি রেজিষ্ট্রিকৃত সংখ্যা হলো ১৪ হাজার। ধর্মনগর, উদয়পুর খোয়াই এর সংখ্যা হলো প্রায় ১০ হাজার। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী আমরা আরও ৯টি নূতন এজেন্সি দেওয়ার জন্য আবেদন করেছি। এই সম্পর্কে বলা যায় যে নূতন এজেন্সি স্থাপনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু বিধি নিষেধ আছে। আমি

ব্যক্তিগতভাবে গত ২৯শে জুন মাননীয় কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করেছি জরুরী ভিত্তিতে আরও সাত হাজার কানেকশন নূতন দেওয়ার জন্য বলেছি। মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব দিয়েছেন যে গ্যাস সংগ্রহ করে এখানে ব্যবস্থা করা। এটা চিন্তা করতে পারি। আপাততঃ কোন চিন্তা নাই। তবে এই সংকটের দিকটা ভেবে দেখতে হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনবরত চাপ সৃষ্টি করছি যাতে গ্যাস এজেন্সি বাড়ানো যায়।

শ্রীপবিত্রকুমার কর :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, গ্যাসের তো অভাব আছে স্যার। তারপরে দেখেছি নির্ধারিত তারিখে গ্যাস আনতে গেলে আমি গ্যাস পাচ্ছি না। এই গ্যাস কালোবাজারে দুইশো তিনশো টাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না?

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : - মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন বা অভিযোগ আমার নেই। যদি থাকে তবে আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসমীরদেব সরকার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, গত জুন মাসে খোয়াইতে যে এজেন্সি আছে তার পাশেই একটা দোকান আছে যিনি কাস্টমার তিনি সময় মতো গ্যাস পাচ্ছেন না। খোঁজ করে দেখা গেল পাশের দোকানে গ্যাস সিলিণ্ডার। তখন মহকুমা শাসকের কাছে নালিশ করলে সেটা তদন্ত করে দেখা গেল পাচারের জন্য ঐ গ্যাস সিলিণ্ডার রাখা হয়েছে। পরে তাকে এরেষ্ট করা হয়। এই ভাবে মফঃস্বলের গ্যাস কালোবাজারে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : - মাননীয় সদস্য যে অভিযোগ তুলেছেন তা খুবই গুরুতর। আমি আগেই বলেছি, এ ধরনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আমাদের কাছে আসলে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেব। সিলিণ্ডারের সংকট বিবেচনা করে, আমরা আগে থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি, যাতে আরো বেশী এজেন্সি দিতে পারি, আরো বেশী ভোক্তা যাতে সুযোগ পান।

মিঃ স্পীকার :-- উল্লেখ্য বিষয়ের দ্বিতীয়টি গত ২০.৭.৯৩ ইং তারিখে মাননীয়

সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর মাননীয় গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।
বিষয়বস্তু হলো :—

"৯২-৯৩ ইং আর্থিক বছরে পাচরা ক্রয় করা ও বিতরণ করার উদ্দেশ্যে আর, ডি. দপ্তর থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক-এর মাধ্যমে কৈলাসহরের রাঙাউটি প্যাক্স-এর লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া সম্পর্কে।

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, ১৯৯২-৯৩ ইং আর্থিক বছরে দূর্গাপূজার প্রাক্কালে গ্রামীণ এলাকায় কাজের বিনিময়ে এস, আর, ই, পি, এর মাধ্যমে গরীব অংশের মানুষের জন্য ধুতি, শাড়ী ও পাচরা বিতরণের বিশেষ পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছিলেন। সেই কর্মসূচী অনুযায়ী ১৭টি ব্লক এবং ১টি সাব-ব্লকে ডি, ডি ও গণ ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম হ্যাণ্ডিক্রাফ্টস কর্পোরেশন এবং ত্রিপুরা অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ লিমিটেড থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধুতি, শাড়ী ক্রয় করে কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বিলি বন্টন করেছেন। আর, ডি, দপ্তর থেকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, মনিপুরী ও উপজাতিদের পাচরা তিন জেলার জন্য ষ্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে এবং উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি থেকে নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে বি, ডি, ও, দের মাধ্যমে বিলি বন্টন করার জন্য। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক মোহনপুর, মেলাঘর, জম্পুইজলা ব্লকের জন্য পাচরা নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে বিতরণ করেছেন। আর, ডি, দপ্তরের আদেশ অনুযায়ী পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শসক কৈলাসহর রাঙাউটি প্যাক্স থেকে যে সমস্ত মনিপুরি এবং উপজাতিদের পাচরা ক্রয় করেছেন সেগুলির হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

পশ্চিম জেলা	উপজাতি পাচরা	মনিপুরি পাচরা
খোয়াই	১০১০টি	নিল
তেলিয়ামুড়া	১১৪৫টি	৫০০টি
জিরানীয়া	১৫০১টি	৫০০টি
বিশালগড়	১৮০৮টি	১৫০০টি

দক্ষিণ জেলা	উপজাতি পাছরা	মণিপুরি পাছরা
মাতাবাড়ী	৩৯৭৭টি	নিল
অমরপুর	১২৯৬টি	নিল
ডম্বুরনগর	১০১৯টি	নিল
রাজনগর	১৩৫১টি	নিল
বগাফা	১৬১৯টি	নিল
সাতচাঁদ	১৬০২টি	নিল

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— পানিসাগর— ৭৪৪ উপজাতিদের জন্য, ৯০০ মনিপুরীদের জন্য কুমারঘাট-৯.৪ উপজাতিদের জন্য ১২০০ মনিপুরীদের জন্য ছাওমনু- ১৩৮১ উপজাতিদের জন্য মনিপুরীদের জন্য ... কাঞ্চনপুর ২৫৬২ উপজাতিদের জন্য. মনিপুরীদের জন্য নেই কমলপুর —৫৭৩ উপজাতিদের জন্য, ১০০০ মনিপুরীদের জন্য। মোট ৬০৭৩টি উপজাতিদের জন্য এবং ৩১০০টি মনিপুরীদের জন্য।

তাছাড়া পূর্ব উল্লেখিত পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার তিনটি ব্লকে আগরতলা থেকে যে সমস্ত উপজাতিদের পাছড়া গ্রহণ করেছেন তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হল মোহনপুর - ১৭৪৫, বেলাবর - ৮৫৫, জম্পুইজলা - ৬৯০। মোট ৩২৯ টি

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক সকল বি, ডি, ও দিগকে অনুরোধ করেছিলেন যে পাছড়াগুলি গ্রহণ করার সময় সেগুলির কোয়ালিটি এবং সাইজ ভাল ভাবে পরীক্ষা করে দেখতে। বি. ডি. ওদের সন্তোষজনক পাছড়া প্রাপ্তি স্বীকারের পর পাছড়ার মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল। তাসত্বেও দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং উত্তর ত্রিপুরার জেলা শাসক থেকে পাছড়ার সাইজ এবং কোয়ালিটি সম্পর্কে অভিযোগ আসে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মোট ক্রয়কৃত পাছড়ার কিছু অংশ এখনও বিলি বন্টন করা হয়নি। উইভার্স কো-অপারেটিভ থেকে ক্রয় করা পাছড়ার কোন অভিযোগ ছিলনা। সেই জন্য পাছড়ার সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে পাছড়াগুলি বিলি বন্টন করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের বাইরে থেকে ক্রয় করা পাছড়ার মোট মূল্য ৮ লক্ষ ১ হাজার

৯১০ টাকা। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক মোট ৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯১০ টাকা পরিশোধ করেছেন। বাকী ২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার পাছড়ার কোয়ালিটি এবং সাইজ সম্পর্কে অভিযোগ থাকায় এখনও পরিশোধ করেননি। এই অভিযোগগুলি বর্তমানে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী:— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই পাছড়াগুলি কেনার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের আর, ডি, দপ্তর মোট কত টাকা খরচ করেছেন এবং কোন্ সময়ে এই পাছড়াগুলি কেনা হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীফয়জুর রহমান:— স্যার, এগুলি পূজার আগে ক্রয় করা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য এখানে যে রেফারেন্স এনেছেন আমি দপ্তরের মধ্যে বহু খোঁজ নিয়েছি বিগত ৫ বৎসরে আর ডি দপ্তর কোথায় কিভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ করেছে তার সঠিক হিসাব আমি এখনও সংগ্রহ করতে পারিনি। রাজাউঠির ঘটনা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গত পাঁচ বৎসরে আর, ডি, দপ্তর কোটি কোটি টাকা কিভাবে খরচ করেছে সেটা খতিয়ে দেখার জন্য আমরা ভিজিলেন্স দপ্তরকে নির্দেশ দেব।

শ্রীতপন চক্রবর্তী:— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আরও তথ্য থাকতে পারে, আর, ডি, দপ্তরে শুধু পাছড়া নয় অন্যান্য ব্যাপারেও আর্থিক অসঙ্গতি থাকতে পারে। আমি যে প্রস্তাবটি সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষন করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে রাজাউঠি প্যাক্স নামে একটা প্যাক্সের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে।

স্যার, আমি চ্যালেঞ্জ করছি রাজাউঠি প্যাকস্ নামে আদৌ কোন প্যাকস্ নেই এবং এখানে শুধু আর, ডি, দপ্তর নয় তার সাথে অন্যান্য দপ্তরও জড়িয়ে পড়েছেন। তার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ করব উচ্চ পর্য্যায়ে তদন্তক্রমে সি, বি, আইকে দিয়ে যেন এটার তদন্ত করা হয়। রাজাউঠি প্যাকস্ থেকে যে ৮/৯ লক্ষ টাকার জিনিস কেনা হয়েছে তার একাউন্ট নাম্বার হচ্ছে কৈলাশহর শাখার ব্যাংকের নামে। প্যাকসের কোন টাকা আদরস্ ব্যাংকে তাদের কোন একাউন্ট থাকে না কিন্তু রাজাউঠি প্যাকসের টাকা ব্যাংকের একাউন্টে করা হয়েছে। সেই ৮/৯ লক্ষ টাকা দিয়ে নাকি

ট্রাইবেল এবং মনিপুরীদের জন্য পাছরা কেনা হয়েছে বলা হয়েছে কিন্তু এই ধরনের কোন পাছরাই কেনা হয় নি। শুধু কিছু গামছা কেনা হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীর নিকট আত্মীয় থেকে। কতজন ট্রাইবেল এবং মনীপুরী ভদ্রমহিলাকে এই পাছরা দেওয়া হয়েছে এবং কোন সময় সেগুলি কেনা হয়েছিল। এখানে বলা হয়েছে এস. আর. ই পি কাজের জন্য এগুলি কেনা হয়েছিল কিন্তু এটা সত্য নয়। এই পাছরাগুলি কোন সময় বিতরণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলেছি। মাননীয় প্রাক্তনমন্ত্রী ইলেকশনের সময় জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে ভোটের আগে এই টাকাগুলি এনে ইলেকশানের জন্য খরচ করেছেন। রাজাউঠি প্যাক্স নামে কোন প্যাকস্ তখন ছিল না। কাজেই, এই দিক থেকে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ তিনি যেন এই ব্যাপারে উচ্চ পর্য্যায়ে সি. বি. আইকে দিয়ে তদন্ত যেন করেন এবং কৈলাশহর ব্যাংকে যে একাউন্ট আছে সেখানে নির্দেশ দিয়ে শীল করা উচিত তা না হলে যে টাকা এখনও আছে সে টাকাগুলি আত্মসাৎ করে নেওয়া হবে। রাজাউঠিতে কোন ট্রাইবেল মহিলাও নেই কাজেই এই যে পাছরাগুলি কেনা হ.লা সেগুলি কাদের জন্য কেনা হয়েছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী): স্যার মাননীয় সদস্য যে সমস্ত অভিযোগ করেছেন আমি কিছু কিছু খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলাম এবং দেখেছি সেই এলাকায় ট্রাইবেল এবং মনিপুরীদের বসবাস নেই এবং সেখানে কোন প্যাকস্ আছে কিনা সেটাও জানা নেই। মাননীয় সদস্য যে সমস্ত অভিযোগ এনেছেন সেগুলি উচ্চ পর্য্যায়ে তদন্তক্রমে ভিজিলেন্সের মাধ্যমে করা হয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী:— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার এখানে যে প্যাকসের কথা বলা হয়েছে এবং যে এলাকার কথা বলা হয়েছে সেটা একটা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা। সেখানে পাছরা এবং মনিপুরী গামছা তৈরী করার কেউ নেই কাজেই সেটা তদন্ত করে রাজাউঠি প্যাকসের নামে সেখানকার মিনিষ্টার যে লক্ষ লক্ষ টাকা নিজের নির্ব্বাচনী কেন্দ্রে খরচ করেছেন এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা এবং জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী):— স্যার, যে-হেতু এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে তাই ভিজিলেন্সের মাধ্যমে তদন্তের কথা আমি বলেছি।

শ্রীআনন্দমোহন রোয়াজা (রাইমাভ্যালী):— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এখানে যে প্রশ্ন উঠেছে সেখানে কোন ট্রাইবেল এবং মনিপুরী নেই কিন্তু এখানে বলা হয়েছে পাহুরা কিনে তাদের দেওয়া হয়েছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জানতে চাই এই পাহুরাগুলি কাদের দেওয়া হয়েছে?

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী):— স্যার এই কৈলাশহরের উত্তর অঞ্চলে মনিপুরী বা ট্রাইবেল কোন পরিবার নাই, সেখানে কিছু বাঙ্গালী এবং মুসলিম পরিবার আছে এই এলাকাতে।

মি: ডেপুটি স্পীকার –: উল্লেখ্য বিষয়ের তৃতীয়টি গত ২০/৭/৯৩ ইং তারিখে মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

বিষয়বস্তুটি হলো : – "গত ১৩ই জুলাই ৬ জন যুবক দৈনিক সংবাদের ছৈলাংটাস্থ সংবাদদাতা শ্রীগোপাল বনিককে একটি দর্জির দোকান থেকে টেনে বের করা এবং দৈহিক ভাবে প্রচণ্ড নির্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রীশ্রীদশরথ দেব (মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার "গত ১৩ই জুলাই ছয়জন যুবক দৈনিক সংবাদের ছৈলাংটস্থ সংবাদদাতা শ্রীগোপাল বনিককে একটি দর্জির থেকে টেনে বের করা এবং দৈহিকভাবে প্রচণ্ড নির্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে।"

স্যার, গত ১৩-৭-৯৩ ইং বিকাল আনুমানিক ৫ ঘটিকার সময় ছামনু নিবাসী শ্রীসুদীপ দেবনাথের নেতৃত্বে ৫ জনের একটি দল ছৈলেংটায় অবস্থিত গৌতম বনিকের দোকানে প্রবেশ করে ঐ দোকানে ছৈলেংটা নিবাসী শ্রীগোপাল বনিককে দেখে হঠাৎ কিল চড় ঘুসি মারতে থাকে। ফলে শ্রীগোপাল বনিক জখমপ্রাপ্ত হয়।

উপরোক্ত ঘটনাটি ঐ দিনই শ্রীগোপাল বনিকের অভিযোগ মূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/৪৪৮/৩২৫ ধারায় মোকদ্দমা নং ৮৭ ৯৩ মনু থানায় নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন। তদন্তকারী পুলিশ আহত শ্রীগোপাল বনিককে চিকিৎসার জন্য মনু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠান এবং সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর শ্রীবনিক ছাড়া পান।

উক্ত ঘটনার পুলিশ নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হন :— ১) শ্রীসুদীপ দেবনাথ, ২) শ্রীতপন শীল, ৩) শ্রীউত্তম বড়ুয়া, ৪ শ্রীপ্রিয়তোষ দাস ৫) শ্রীরনধীর চক্রবর্ত্তী এবং সুধাংশু বড়ুয়া।

তদন্তে ইহাও জানা যায় যে আহত শ্রীগোপাল বনিক পূর্বে ছামনুতে স্যান্দন পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে কাজ করিত এবং বর্ত্তমানে ত্রৈলোংটায় দৈনিক সংবাদের সংবাদদাতা হিসাবে কর্মরত। উক্ত ঘটনা পূর্ব শত্রুতার ফলে ঘটিয়াছে।

ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

CALLING ATTENTION.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরতনলাল নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে। উনি অনুপস্থিত। সুতরাং এইটা ফলস্ হয়ে গেল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো: "ওয়াকফ বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সংখ্যালঘু মুসলীম ছাত্রছাত্রীদের ষ্টাইপেণ্ড গত সাত মাস ধরে না দেওয়া সম্পর্কে." আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার আমি এ বিষয়ে আগামী ২৭ তারিখে বিবৃতি দেব।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ নাথ মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো : – "টি. এইচ. এইচ. ভি. সি ও অ্যাপেক্স উইভারস্ কো-অপারেটিভ থেকে গরীব তাঁতীদের সূতা বিলি এবং তাদের কাছ থেকে উৎপাদিত কাপড় ক্রয় করা বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ নাথ মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী:মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) : স্যার আমি এ বিষয়ে আগামী ২৭ তারিখে বিবৃতি দেব।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য ও শ্রীশহিদ চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"সাম্প্রতিক বন্যায় কৃষি জমিতে বালি পড়ে কৃষিজমি চাষের অযোগ্য হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীবাজুবাং রিয়াং (মন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, সাম্প্রতিক বন্যায় কৃষি জমিতে বালি পড়ে কৃষি জমি চাষের অযোগ্য হওয়া সম্পর্কে যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি দেওয়া হয়েছে তার সরকারী বক্তব্য আমি এখানে উপস্থিত করছি। স্যার, সাম্প্রতিক বন্যায় আনুমানিক ১২০০ হেক্টর জমিতে বালি পড়ে চাষের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :— উত্তর ত্রিপুরা জেলা—৫৭০ হেক্টর। দক্ষিন

ত্রিপুরা জেলা- ৪০৫ হেক্টর। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা—২২৫ হেক্টর। মোট ১২০০ হেক্টর।

দ্বিতীয়তঃ আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ :— ৯৪,০০ লক্ষ টাকা।

তৃতীয়তঃ এই জমিকে জরুরী ভিত্তিক চাষ যোগ্য করে তোলার জন্য গত জুন মাসের ১২ তারিখ ১৩'২৫ লক্ষ টাকা এবং জুলাই মাসের ২২ তারিখে ১৬'৪২ লক্ষ টাকা কৃষি জোতদারকে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে যে টাকা দেওয়া হয়েছে তার কৃষি মহকুমা ভিত্তিক প্রদত্ত টাকার হিসাব নিম্নরূপ :—

		জুন মাসে প্রদত্ত টাকা	জুলাই মাসে প্রদত্ত টাকা।
১।	বিশালগড়—	১,০০ লক্ষ,	১,৫০ লক্ষ টাকা।
২।	মোহনপুর—		১,৫০ লক্ষ টাকা।
৩।	জিরানীয়া —	১ ০০ লক্ষ,	১,৬২ লক্ষ টাকা।
৪।	খোয়াই—	০ ৭৫ লক্ষ,	১,০০ লক্ষ টাটা।
৫।	তেলিয়ামুড়া—	০ ৫০ লক্ষ,	০ ৬০ লক্ষ টাকা।
৬।	মেলাঘর—		০,৫০ লক্ষ টাকা।
৭।	পানিসাগর—	১,৫০ লক্ষ,	১,৫০ লক্ষ টাকা।
৮।	কাঞ্চনপুর --	১,৫০ লক্ষ,	১০০ লক্ষ টাকা।
৯।	কুমারঘাট —	১,৫০ লক্ষ,	১,৫৯ লক্ষ টাকা।
১০।	ছামনু—	২,৫০ লক্ষ	১,০০ লক্ষ টাকা।
১১।	সালেমা—	০ ৫০ লক্ষ,	১ ৫০ লক্ষ টাকা।

মাতাবাড়ী	এখানে কোন টাকা দেওয়া হয়নি।
অমরপুর	০,৭০ লক্ষ টাকা,
গণ্ডাছড়া	এখানে কোন টাকা দেওয়া হয়নি।
বগাফা	এখানেও কোন টাকা দেওয়া হয়নি।
রাজনগর	১,০০ লক্ষ, ১,৫০ লক্ষ টাকা,
সাওচাঁদ	১,৫০ লক্ষ, ১,০০ লক্ষ টাকা।

মোট টাকা দেওয়া হয়েছে— ১৩,২৫ লক্ষ, টাকা ১৬,৪২ লক্ষ টাকা।

উক্ত টাকায় চাষ যোগ্য জমি থেকে বালু সরান ও অন্যান্য জমি উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। এর ফলে প্রায় ৫০০ হেক্টর জমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

জুন মাসে ধার্য্য ১৩,২৫ লক্ষ টাকা থেকে ঐ মাসে মোট ১২,৭৫ লক্ষ টাকা ৭,১৬০ শ্রমদিবসের মাধ্যমে উক্ত কাজের জন্য ব্যয় করা হয়।

যেহেতু রাজ্য সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নাই, সেহেতু এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ভূমি সংরক্ষনের জন্য ৪৫ লক্ষ টাকা সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

শ্রীমাধনলাল চক্রবর্তী : — পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিলেন আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই সাম্প্রতিক গত ১৮ তারিখ থেকে যে পর পর বন্যা হয়েছে এইখানে এবং যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে সমস্ত তথ্য আসলে ক্ষতির পরিমান বেশীই হবে কম হবেনা। কিন্তু আমরা একটা জিনিস জানতে চেয়েছিলাম যে এই যে বন্যা হয়ে গেল সেজন্য কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে এই বিধানসভা থেকেও অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল যে কেন্দ্রিয় সরকার যেন অবিলম্বে এই বন্যার জন্য সাহায্য পাঠান। এখন সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তথ্য এসেছে কিনা যে কেন্দ্রিয় সরকার এখন পর্য্যন্ত কি ভেবেছেন এই রাজ্যের এই ভয়াবহ বন্যার দিকে লক্ষ্য রেখে সাহায্য দেবার জন্য বা সাহায্য পাঠিয়েছেন কিনা সে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : — মিঃ ডেপুটি স্পীকার, গত মে ও জুন মাসের বন্যায় ত্রিপুরার যে ক্ষতি হয়ে গেল তার হিসাব আমার দপ্তরের হিসাব আমি দিয়েছি। এবং গত কয়েকদিন ধরে যে বন্যা হলো তাতে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেটা নিরুপণ করতে পারেন। আমি আগেই বলেছি যে জমির উপর থেকে বালি সরাবার জন্য আমাদের বাজেটের ব্যয়বরাদ্দ সীমাবদ্ধ। সেজন্য আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে ৮৫ লক্ষ টাকা চেয়েছি। এবং গত কয়েকদিনের বন্যার সেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিশ্চয়ই আরো বেশী হবে এবং সেজন্য আমরা আরো বেশী টাকা চাইতে পারি। তবে এখন পর্য্যন্ত

কেন্দ্রিয় সরকার থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যায়নি।

শ্রীসুধন দাস :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, আমরা কেন্দ্রিয় সরকারের কৃষিমন্ত্রী ত্রিপুরায় এই বন্যা পরিস্থিতি নিজে এসে পরিদর্শন করে গেলেন, সে সময় রাজ্যের মানুষ আশা করেছিলেন যে কেন্দ্রিয়স রকার থেকে সাহায্য পাব। কেন্দ্রিয় কৃষিমন্ত্রী পরিদর্শন করে যাবার পরেই আবার বন্যার এই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রিয় সরকার কোন সাহায্য দিয়েছেন কিনা?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, এইখানে এই কয়েকদিন ধরে পর পর বন্যার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে কেন্দ্রিয় সরকারের কাছে আমরা টাকা পাঠানোর জন্য দাবী করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার দপ্তর থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি কোন টাকা আসেনি।

মিঃ ডেপুটি স্পিকার :— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। এখন আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই ও শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "সাম্প্রতিক অতি বর্ষনে কাঞ্চনপুর ব্লকসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধ্বস নেমে জুম ফসলের ক্ষতি হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, উল্লেখিত দৃষ্টি আর্কষণী নোটিশের উপর সরকারী বক্তব্য হচ্ছে — সম্প্রতি মে এবং জুন, ১৯৯৩ সালে অতি বর্ষনের ফলে কাঞ্চনপুর কৃষি মহকুমা এলাকা সমেত রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাত্রাধিক্য ভূমিক্ষয় ও ধ্বংস নামার ফলে ৪ ১৭৪ হেক্টর জুম ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২৩৭ হেক্টর জুমচাষের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেছে। বিনষ্ট ফসলের হিসাব-মোট ৮৩২ মে-ট্রিকটন চাল বিনষ্ট হয়েছে। টাকার অংকে যার আনুমানিক মূল্য ৩৪-০৪ লক্ষ টাকা হবে। তন্মধ্যে কাঞ্চনপুর কৃষি মহকুমা এলাকায় অতি বর্ষনের

ফলে ধ্বস নামার কারণে ১৫২০ হেক্টর জুম চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারমধ্যে ৩৯১ হেক্টর সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। উৎপাদন ক্ষেত্র তথা টাকার অংকে কাঞ্চনপুর মহকুমা এলাকায় ক্ষতির পরিমাণ যথাক্রমে-ফসলের হিসেবে-২৪৬ মেঃ টন চাল এবং টাকার অংকে ক্ষতির পরিমান হচ্ছে— ১০,৬৪,০০০ টাকা।

উৎপাদন ক্ষেত্র ও টাকার ক্ষেত্রে কাঞ্চনপুর এলাকায় ক্ষতির পরিমান যথাক্রমে ফসল হিসাবে ২৬৬ মেট্রিক টন, চাল টাকার হিসাবে ১০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। রাজ্যের সর্বমোট ক্ষতিগ্রস্ত জুম এলাকার ৩৬ অংশ কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত। কাঞ্চনপুর সহ বিভিন্ন মহকুমার জুম ফসলের রিভাইবেলের জন্য সার কীটনাশক ঔষধ সহ ধানের মিনিকীট বিতরনের ব্যবস্থা কৃষি বিভাগ করেছে। যে জায়গায় নূতন ভাবে ধান লাগানো সম্ভব নয় সেখানে বর্ধিষ্ণু জুম ধানে ইউরিয়া সার ও কীটনাশক ঔষধ স্প্রে করার বন্দোবস্ত হয়েছে।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে চার হাজার পরিবার-এর জমি ধ্বস পরে জুম চাষ ধ্বংস হয়ে পড়েছে। সমস্ত ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তাদেরকে কোন সাহায্য সহযোগিতা করার উদ্যোগ আছে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, সেটা এরিয়া-হেক্টার। পরিবারের সংখ্যা নয়। ৪১৭৪ হেক্টর সারা ত্রিপুরাতে। আমার দপ্তরে এই স্কীমে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে আর্থিক সহায়তার কোন ব্যবস্থা নেই। তবে যা ক্ষতি হয় নাই সেটাতে কিছু সার-টার ছিটিয়ে দেওয়া আর পোকা-টুকা যে আক্রমন করে সেটা রক্ষা করা এই কাজটা করছে।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—স্যার, যেখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা লক্ষ করেছেন কিনা যে জুম জমিতে ধ্বস পড়ে গেল, সেখানে বীজও নাই-ধানও নাই, সেখানে ঔষধপত্র দিয়ে কি করবেন ? তাদের জন্য কোন সাহায্য করার উদ্যোগ আছে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার দপ্তর থেকে তাদেরকে সাহায্য করার অন্য কোন উপায় নেই।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা বিশেষ করে কাঞ্চনপুর এলাকায় কোথায় কোথায় কোন কোন গাঁও পঞ্চায়েত ধ্বস পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাংড়াই গাঁও পঞ্চায়েত নামে সেখানে একটি গাঁও সভা রয়েছে সেখানে বামফ্রন্ট আমলে পুনর্বাসন হিসাবে বাগানের একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল। সেখানে ২৪৪টা পরিবার ছিল। তারা কোন জুম চাষ করে না। করলেও অল্প-স্বল্প করে। তারা আনারস বাগান করে এবং সম্পূর্ণভাবে আনারস বাগানের উপর তারা নির্ভরশীল। এবারেও তারা জুম চাষ করে নাই। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে এবার প্রচুর বৃষ্টির ফলে ২৪৪টি পরিবারের মধ্যে ১৩৬টি পরিবারের জমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। ধ্বস পড়ে আনারস বাগানও শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন তারা নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে যে জায়গায় কথা বলেছেন সেটা নির্দিষ্টভাবে আমার কাছে উল্লেখ নেই। তবে ঐ এলাকায় ক্ষতি হয়েছে সেটা আমরা জানি। এবং উনি ঐ এলাকায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের সাহায্যের কথা বলেছেন-এই সম্পর্কে আমি ব্যাপারটা রাজস্ব দপ্তরের নজরে আনব যাতে তাদের ক্ষয় ক্ষতির আংশিক হলেও সাহায্য দেওয়া যায়। সেই চেষ্টাই আমরা করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই সভা বেলা দুইটা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—

"Laying of a copy of the Tripura Co-operative Societies (Second Amendment) Rules, 1993, as required under Sub-section

(4) of section 165 of the Tripura Co-operative Societies Act, 1974.'

এখন আমি সমবায় দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌টি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Aghore DebBarma (Minister) :— Mr. Speaker sir, I beg to lay on the table of the House a copy of "The Tripura Co-operative Societies (Second Amendment) Rules, 1993, as required under Sub-section (4) of section 165 of the Tripura Co-operative Societies Act, 1974."

মিঃ স্পীকার :— আজকে সভায় পেশ করা নোটিশটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILL.

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— গভর্ণমেন্ট বিজনেস্‌ (লেজিস্‌লেশান) সরকারী বিল উত্থাপন।

"The Tripura Pancheyat Bill, 1993 (Tripura Bill No. 8 of 1993)," উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

Shri Sobodh Das (Minister) : — Mr. Speaker sir, I beg to move for leave to introduce. The Tripura Pancheyat Bill, 1993 (Tripura Bill No. 8 of 1993), in the House.

মিঃ স্পীকার :- এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো :—

"The Tripura Pancheyat Bill, 1993 (Tripura Bill, No. 8 of 1993)."

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের

বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন, আমি মনে করি যারা 'হ্যাঁ" বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ অতএব সর্বসম্মতিক্রমে এই বিলটি উত্থাপিত হলো।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় উত্থাপিত বিলের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION.

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :– "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান"। আজকের কার্য্যসূচীতে দুটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান আছে। রিজিউলিউশান এর প্রাইয়রিটি অনুযায়ী প্রথমটি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয় এবং দ্বিতীয়টি উৎথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমিতাভ দত্ত মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত (ধর্মনগর) : — মাননীয় স্পীকার স্যার, "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, অবিলম্বে খাদ্যশষ্য লবন, কেরোসিন ও চিনি মজুত ভাণ্ডার রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ তিন জেলাতেই গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হউক।"

মিঃ স্পীকার :—আপনার বিষয়টি উৎথাপন করেছেন, অন্যান্যরাও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন, এখন তাহলে প্রথম আপনার আলোচনা শুরু করুন।

শ্রীঅমিতাভ দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা অধিবাসী আছি, এই পার্বত্য রাজ্যের তিনদিক আন্তর্জাতিক সীমান্তে ঘেরা। এই রাজ্যের লাইফ লাইন বলতে যা বুঝায় দেশের অন্যান্য অংশের সাথে রাজ্যের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যমে হচ্ছে আসাম-আগরতলা রোড। ত্রিপুরা রাজ্য তথা উত্তর পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার ফলে আজও উপেক্ষিত। আজও উত্তর পূর্বাঞ্চল

সহ ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ঠিক সেইভাবে গড়ে উঠেনি। যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা হেতু শুধুমাত্র শীতের মরশুম বাদ দিলে বছরের আর অধিকাংশ সময় আমাদের রাজ্যের জনগনকে একটা অজানা আশংকায় ভুগতে হয়। কখন ত্রিপুরা রাজ্যের একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে দেখি রাজ্যের জনগণ নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিসপত্র যেমন চাউল, চিনি, লবন সহ অন্যান্য যে সমস্ত সামগ্রী আছে তার মাসিক যে চাহিদা আমরা দেখি যে রাজ্যে চাউলের ক্ষেত্রে যে চাহিদা সেটা মাসে প্রায় ১৫ হাজার টন। শুধু চাউলের ক্ষেত্রেই ১৫ হাজার টন চাহিদা অথচ রাজ্যের যে মজুত ভাণ্ডার আছে তার যে ক্ষমতা আমরা দেখি সে ক্ষেত্রে মাত্র ২৫ হাজার টন, সেই সমস্ত মজুত ভাণ্ডারে মজুত রাখার ব্যবস্থা আছে। সারা রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত মাত্র ৪২টি মজুত ভাণ্ডার আছে। যার মধ্যে প্রায় ১৭/১৮টি আছে এ, ডি, সি এলাকাতে। এই ৪২টির মধ্যে ১০ থেকে ১২টি আছে গুদাম যেখানে ২০ থেকে ২৫ দিনের বেশী খাদ্য মজুত করা যায় না। আমরা দেখি উত্তর জেলার জেলা সদর উদয়পুর, উত্তর জেলার যে চাহিদা শুধু চাউলের চাহিদা আছে মাসে প্রায় চার হাজার টনের মত, কিন্তু উত্তর জেলা সদরে যে ভাণ্ডারটি আছে সেখানে ঐ মজুত ভাণ্ডারের ক্ষমতা মাত্র ১ হাজার টন। এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি এবারকার যে বন্যা অমরপুর উদয়পুরের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে অমরপুরে যে খাদ্য সংকট সৃষ্টি হয় এখান থেকে রাজ্য সরকার অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে ৬ গাড়ী চাউল পাঠালেও কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্য্যস্ত হয়ে পরায় সে ক্ষেত্রে হেড লোডিং এর মাধ্যমে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে এবং প্রচুর সময় নষ্ট করে সেখানে চাউল পাঠাতে হয়। এক্ষেত্রে আমরা মনে করি রাজ্যের মানুষ যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে রাজ্যের মানুষ বিভিন্ন সময়ে খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয়। আমাদের জনপ্রিয় সরকার এই সরকার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিগত জোট জমানায় যেমন আমরা দেখেছি এই রাজ্যে মৃত্যুর মিছিল ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। আমরা মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি অন্তত এই রাজ্যের মানুষকে আমরা অনাহারে মৃত্যুর মিছিলে কোন দিন যেতে দেবনা। সে ক্ষেত্রে রাজ্যের জনগনের স্বার্থে রাজ্যে যাতে অন্ততপক্ষে ৩ মাসের খাদ্যশষ্য মজুত করে রাখা যায় সেজন্য রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ তিনটি জেলাতেই মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আমরা

দাবী রাখছি. পাশাপাশি বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে এফ, সি, আই কর্তৃপক্ষের একটা চুক্তি হয় সেই চুক্তি অনুযায়ী রাজ্যের ৭টি জায়গাতে এফ, সি, আই কর্তৃপক্ষকে নিজ উদ্যোগে ৭টি গোদাম তৈরী করার অর্থাৎ খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার তৈরী করার জন্য চুক্তি হয়। সেক্ষেত্রে ধর্মনগর. কুমারঘাট, আমবাসা, আগরতলা, উদয়পুর, অমরপুর, বগাফাতে এই ৭টি কেন্দ্রে এফ, সি, আই কর্তৃপক্ষের নিজ উদ্যোগে ৭টি মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার কথা ছিল।

আমরা জানি যে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এফ.সি, আইর একটি চুক্তি হয়েছিল যে চুক্তিতে বলা হয়েছে যে এফ, সি, আই কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৭টি গুদাম ঘর করবে, যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য একটা মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়। কিন্তু একমাত্র ধর্মনগর ছাড়া, অন্য কোথাও এফ.সি, আই মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য একটি গুদাম ঘরও তৈরী করে নি। কাজেই, এফ সি, আই যাতে এই রাজ্যে আরও ৬টি গুদাম ঘর গড়ে তোলে, তারজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্যে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন, এই প্রস্তাবের মধ্যে আমি সেই দাবীই জানাচ্ছি এবং তিন জেলাতেই যাতে খাদ্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে উঠে, তার জন্য সচেষ্ট হন। আমি আশা করছি যে হাউসের সব সদস্যই আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীহাসমাই রিয়াং।

শ্রীহাসমাই রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যে খাদ্য শস্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত মহোদয় যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রেখেছেন, তার আলোচনায় অংশ গ্রহন করে আমি বলছি যে বিগত ৫ বছরের জোট সরকারের আমলে এই রাজ্যের বিভিন্ন নায্যমূল্যের দোকানগুলিতে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ ও গরীব মানুষেরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যেমন চাউল, চিনি, কেরোসিন এবং লবণ পাওয়ার কথা, সেগুলি পায় নি, এর প্রধান কারণ হল বিগত সরকার এই সব সামগ্রীর কোন মজুত ভাণ্ডারই গড়ে তোলেননি। অথচ, রাজ্যের গরীব মানুষদের সব সামগ্রী পাওয়া একান্ত প্রয়োজন, একমাত্র উত্তর ত্রিপুরা

জেলাতেই ৬০ হাজার টন চাউলের প্রয়োজন আছে, তারমধ্যে কমলপুর মহকুমার জন্যই প্রয়োজন ২৬ হাজার টন, কেন না কমলপুর শহর ও শহর সংলগ্ন অঞ্চলেই রয়েছে ৪১টি রেশন সপ, আমবাসাতে রয়েছে ৫৫টি রেশন সপ এবং এ.ডি.সি এলাকাতে রয়েছে ২০টি রেশন সপ। মোট আসলে ত্রিপুরা রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলে তো রেশনের এই সব সামগ্রী কোন দিনই পৌছায়নি, ফলে দুর্গম অঞ্চলের সেই গরীব মানুষ গুলি ৮/৯ টাকা কিলো প্রতি কিনে নিজেদের ক্ষুধা নিবারন করতে হয়েছে, নায্য মূল্যের দোকানে কবে চাউল আসবে, তারপর তারা সেই চাউল নিয়ে খাবে. এই আশা নিয়ে বসে থাকলে তাদের না খেয়েই মরে যেতে হত।

ঠিক তেমনি কিভাবে বিভিন্ন দুর্গম এলাকাতে কেরোসিন,চাল,ডাল জিনিষপত্র পৌছানো যায় তার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। গত ৬ই জুন বৃষ্টির ফলে সমস্ত পাহাড়ে প্রায় এক হাজার পরিবার তাদের জুম ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। ছোট লুঙ্গা যেখানে কিছু কৃষক ছিল তাদের ধান, চাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই রকম দুই হাজার পরিবারের বেশী। সেখানে যাতে খাদ্য শস্য পৌছানো যায় সেইজন্য মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। চিনি,লবণ,কেরোসিন বিগত পাঁচ বছরে দুর্গম এলাকার মানুষ পায় নি। তাদেরকে খোলা বাজার থেকে লবণ কিনতে হয়েছে সাড়ে তিনটাকা চার টাকা কেজি হিসাবে। কেরোসিন ১০ টাকা থেকে ১২ টাকা লিটার করে কিনতে হয়েছে। এই কেরোসিন লবণ এগুলি কিভাবে মজুত করা যায় এবং কিভাবে উপজাতি ও অউপজাতিদের মধ্যে বন্টন করা যায় সেই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা (ছাওমনু) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেটা সময়োপযোগী। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এই বাফার স্টক না থাকায় প্রত্যন্ত এলাকাতে চিনি,চাল,গম, কেরোসিন পৌছানো দুঃহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে উপজাতি এলাকা যেমন থাল ছড়া, গোবিন্দবাড়ী, দশদা, অমরপুর সেখানে এই সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয়

জিনিষ ঠিকমত পৌঁছে না। বাফার সটক করতে গেলে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতা দরকার। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কোন উদ্যোগ নেয়নি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য মাসে লাগে।

স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে ১৫ হাজার মেট্রিক টন মাসিক লাগে। যদি বাফার স্টক না থাকে, তাহলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। অমরপুরে চাল নেই। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গাড়ী যেতে পারছে না। সাব্রুম, কাঞ্চনপুর সহ সমগ্র গ্রামাঞ্চলে একই অবস্থা। কোথাও চাল নিয়ে গাড়ী যেতে পারছে না। স্যার, ধাল ছড়াতে ৩২ মেট্রিক টন চাল লাগে মাসে। আগে বামফ্রন্ট আমলে মাস দেড়েকের চাল মজুত থাকত। কিন্তু জোট সরকার আসার পর তা আর রাখেন নি। কাজেই, আবার সেখানে ৩/৪ মাসের স্টক থাকলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলেও অসুবিধে হবে না। চালই যেখানে নেই, সেখানে চিনি-লবণের আশা করাও বাতুলতা হবে। এই সব এলাকার চিনি, লবণ পাওয়াই যায় না। পাওয়ার সুযোগ নেই। স্যার, স্বাধীনতা লাভের ৪২ বছর পরও আজ পর্যান্ত ত্রিপুরার দিকে কোন নজর দেওয়া হয় নি। আজ পর্যন্ত কোন বাফার গড়ে উঠেনি। কাজেই আমি আশা রাখব, এখানে যে প্রস্তাব এসেছে তা সর্ব্ব সম্মত ভাবে গ্রহণ করা হবে, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব সাহা।

শ্রীমাধব সাহা (মাতারবাড়ী) : মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীআনন্দমোহন রওয়াজা।

শ্রীআনন্দমোহন রওয়াজা (রাইমাভ্যালী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, খাদ্য সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেটার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। স্যার, আমরা জানি, ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে গরীব রাজ্য হিসাবে চিহ্নিত। এখানে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রায় ১২ মাসই এখানে খাদ্য মজুত থাকেনা। এই যে এখানে হঠাৎ

বন্যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিয়েছে, তার ফলে খাদ্য সঙ্কটেরও আশা দেখা দিয়েছে। এফ, সি, আই, থেকে চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য-শস্য সরবরাহ করছেনা, এ আমরা লক্ষ্য করেছি। ত্রিপুরার বন্যাক্লিষ্ট মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এখানে থেকে বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জোরাল আবেদন করতে হচ্ছে। এজন্য আমাদের আন্দোলনে যেতে হচ্ছে। কিন্তু ওরা পাঠাননি। স্টেট থেকে আমরা ২০ লক্ষ টাকা ত্রান সাহায্য চেয়েছিলাম। কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন মাত্র ১ লক্ষ টাকা। কাজেই আমরা জানি এই নরসীমা রাও সরকার আমাদেরকে কিছু দেবেননা, মুনাফাখোরদের হাতে সব তুলে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে সর্বনাশ করার চেষ্টা করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে ২৮ লক্ষ লোক বাস করে। সুতরাং এই ২৮ লক্ষ লোকের জীবন জীবিকা নির্বাহ করা, তাদের খাদ্য সংস্থানের মতো জমি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। তার উপর আছে কমিউনিকেশানের অভাব। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে কমিউনিকেশানের কোন ব্যবস্থা নেই। আগরতলা সহ রাজ্যের কয়েকটি জায়গা ছাড়া বাকী সব জায়গাতেই কমিউনিকেশানের অবস্থা খারাপ। আজকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যেমন দশদা, কাঞ্চনপুর, সাব্রুম কোন কাজ নেই, খাদ্য নেই, তাদের কোন লেখা পড়া নেই। এই সমস্ত এলাকার অধিবাসীরা মানুষের মতো বাস করতে পারছেন না। সুতরাং আজকে এখানে যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হয়েছে সেটা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আজকে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে যোগাযোগ করার মতো কোন রাস্তাঘাট নেই। তদুপরি আজকে এই বন্যার ফলে রাজ্যের মানুষ অনাহারে দিন যাপন করছে। আজকে গণ্ডাছড়া মহকুমাতে কোন খাদ্য নেই, কাজ নেই। এক সপ্তাহের মধ্যে সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি কোন খোঁজ নিতে পারলাম না। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও বলেছেন যে ৩/৪ দিন পরে খবর এসেছে। আজকে সকালে এসেছে এবং মহকুমা শাসককে খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য বলা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার প্রতিটি অঞ্চলেই এই অবস্থা। ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ লোকের মধ্যে ১০ লক্ষ লোক বাস করেন টাউনে আর বাকী ১৮ লক্ষ লোকই গ্রামেগঞ্জে অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন। শুধু খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাবই নয়, আজকে কৃষিতেও সার, বীজ ইত্যাদি সব রকম জিনিষেরই মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। স্যার, এখানে লবন, চিনি সহ সমস্ত

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রেরই ১২ মাসের জন্য মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রের নরসীমা রাও সরকার যদি আমাদের দাবী মেনে না নেন তাহলে আমাদেরকে আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন এটা হয়ে জরুরী ভিত্তিতে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য। কারণ, আমরা এমন একটা জায়গায় বাস করি সেটা হচ্ছে একটা বিচ্ছিন্ন এলাকা ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে রাস্তাঘাট প্রায় নাই বললেই চলে। যাও আছে সেটা সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যায় স্যার, গত বন্যার সময় সাব্রুমের সহিত আগরতলার ৭ দিন যোগাযোগ বন্ধ ছিল। আর এবার যে বন্যা হয়েছে তাতে কত দিনে সাব্রুমের সাথে যোগাযোগ হবে সেটা বলা সম্ভব নয়। একটা কথা এখানে বলা দরকার যে দক্ষিণ জেলায় আমাদের যে চাহিদা সেটা হচ্ছে সাড়ে চার হাজার মেট্রিক টন। এটা হচ্ছে স্বাভাবিক।

এর উপর আছে শরনার্থী ৫০ থেকে ৬০ হাজার তাদের চাহিদা যোগ করলে আরও অনেক বেশী কাজেই এই রকম অবস্থার মধ্যে রাস্তাঘাটের যে অবস্থা সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন একটা কথা আমি বলতে পারি সাব্রুমে সৌভাগ্যই হোক আর দুর্ভাগ্যই হোক আমরা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার শরনার্থী নিয়ে চলছি কাজেই তাদের খাদ্যের যোগানও আমাদের রাখতে হয়। গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে আমরা বাফার ষ্টক রাখতে পেরেছিলাম যেটা বিগত ৫ বছরে জোট সরকারের রাজত্বে বন্ধ হয়ে গেছে। শিলাছড়ি, মনুবাজার এবং সাব্রুমে ৩টি গো-ডাউন আছে আর একটা গো-ডাউন শ্রীনগরে করা দরকার কারণ, সেখানে প্রায় ২৫ হাজার লোক বাস করে। কিন্তু সেখানে যোগাযোগের রাস্তা যেটা আছে সেটা হচ্ছে পর্বত পথ ফলে একটু বৃষ্টি হলেই ধ্বস নামে এবং ব্রীজগুলি উড়িয়ে নিয়ে যায়। কাজেই আমার বক্তব্য, হচ্ছে প্রায়রিটির ভিত্তিতে ঘোড়াথাপ্পায় একটা বাফার ষ্টক রাখা দরকার এবং শ্রীনগরেও

একটা বাকার ইক রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ এইবার বন্যার সময়ে সাক্রমে বনার্তদের আত্ম চিৎকার শোনা গেছে এবং সেই সঙ্গে সেখানকার এস, ডি, ও মহাশয়েরও আত্ম চিৎকার শোনা গেছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। সেখানে আত্ম চিৎকার কেন? কারণ কিছুই নেই গুদাম শূন্য, তেল নেই, লবণ নেই, আর চিনির কথা তো বাদই দিলাম কারণ চিনি বড় লোকেরা খায়। আমি এইটুকু বলতে পারি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ৪৬ বৎসর হয়েছে এই ৪৬ বৎসরের মধ্যে কাপগুলি, বাগমারা এই রকম কয়েকটি জায়গায় মানুষরা ১৫ কি ১৬ বার চিনি চোখে দেখেছেন। তাঁরা যদি প্রশ্ন করেন আপনারাতো অনেক কিছু পেয়েছেন কিন্তু আমরা কি পেলাম? কারণ, তাদের জন্য খাদ্য নেই, রাস্তা নেই এবং এখন যেটা দরকার কেরোসিন সেই কেরোসিনের যেখানে ৭৬ কিলো লিটারের দরকার সেখানে মাত্র ১০ কিলো লিটার দেওয়া হচ্ছে কাজেই এইটুকু পরিমান দিয়ে কি হবে। যদি মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা না হয় তাহলে কথা কথাতেই থেকে যাবে আমরা তো আছি। তাই বলছি কথা বলে রাখার কথাই থেকে যাবে।

কাজেই, এইটা করতে হবে। আর একটা জিনিস এইখানে বলা দরকার আপনারা দেখেছেন পত্র পত্রিকায় গোবিন্দ মাঠ একটি বিরাট মাঠ। এইটা প্রায় ৫ হাজার কানি খানি জমি। এই জমিটা বন্যার জলে ভেসে গেছে। বাঁধ ভেঙ্গে জল ঢুকে সমস্ত জমি জলে ডুবে গেছে। এইটাতে যা ফসল ছিল সব নষ্ট হয়েছে। যা লাগিয়েছিল আমন ধান সেগুলি সবটাই পচে যাবে। কাজেই এই যে ঘাটতি ৫ হাজার কানির জমির ফসল সেইটাকে দেখতে হবে। কাজেই স্টকটা কত বেশী প্রয়োজন সেটা মাননীয় মন্ত্রী নিশ্চয়ই দেখবেন। কারণ এই কথা বলছি এই কারণে যে, সঠিক হিসাব না করলে পরে, আমরা যে কোন পরিকল্পনা নেই না কেন সেটা রাজ্যে রূপায়ন করা যাবেনা। যে কথাটা আমি বলছি ৩০ হাজার শরনার্থী আমাদের এখানে আর এর মধ্যে অতিরিক্ত বোঝা আছে সেই বোঝাকে মিট আপ করার জন্য কোন গো-ডাউন তৈরী করা হয়নি। আমাদের কাঁধের উপরেই সব বোঁঝা চেপে বসেছে। আমাদের যে বোঁঝা তার উপরে শাকের আটি চাপিয়ে দিয়েছে। এই শাকের আঁটির ফলে আমাদের এখন দূর্বিষহ অবস্থা। এমন অবস্থা হয়েছে তার. এস. ডি, ও পর্য্যন্ত চিৎকার করছে, আমার কাছে যতটুকু খবর আছে ১ দানা শস্য

পর্যন্ত পৌঁছায়নি, ১ কোটা কেরোসিন পৌঁছায়নি, লবন নেই। গ্রামে গ্রামে কোন যোগাযোগ করতে পারিনি। পুলিশের টাওয়ার ভেঙে গেছে। কিছু নেই। কোন ভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছেনা। ফোন নেই, টেলিফোনেও যোগাযোগ করা যাচ্ছেনা। একমাত্র পায়ে হেঁটে যাওয়া যায়। পায়ে হেঁটে গেলেও ৩ দিন লাগবে ৩ দিনের কমে সাক্রুম যাওয়া যাবেনা। এই হচ্ছে অবস্থা। আমি আশা করব যে বামফ্রন্ট সরকার এইটার ক্ষেত্রে শুধু কথার মধ্যে কথা রাখবেন না। গত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে দেখেছি এই সাক্রুমে এই অবস্থার ফলে এয়ারড্রপিং হয়েছিল। হেলিকপটার থেকে এয়ারড্রপিং হয়েছিল, সেখানকার লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তাই এইবারও দাবী থাকবে, সেখানকার মানুষ একটু আহারের জন্য চিৎকার করছে, সেই চিৎকারকে প্রশমিত করার জন্য সেখানে অ্যায়ারড্রপিং করা হোক। আর মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী ডঃ ব্রজগোপাল রায়।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) : মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমানে পরিস্থিতির বিবেচনায় মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত এইখানে যে প্রস্তাব এনেছেন, 'এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, অবিলম্বে খাদ্যশস্য, লবণ, কেরোসিন ও চিনির মজুত ভাণ্ডার (বাফারস্টক) রাজ্যে প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ তিন জেলাতেই গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হোক।" স্যার, এই প্রস্তাবকে আমি স্বাগত জানাই। আমরা ক্ষমতার যে হিসাব নিয়েছি তাতে এইটা লক্ষ্য করা গেছে বিগত ৫ বৎসরে আমাদের যে সরকারটা ছিল তারা রাজ্যের জন্য যে খাদ্য বরাদ্দ ছিল সেই বরাদ্দ খাদ্যও পুরা তোলেনি। যার ফলে এফ,সি,আই এর কাছে অতিরিক্ত খাদ্য দাবী করতে গেলে তাদের বক্তব্য আপনারা ত আপনাদের বরাদ্দ করা খাদ্যই সংগ্রহ করতে পারছেন না, আর অতিরিক্ত কি দেওয়া যাবে। এই ধরনের কথা শুনতে হয়।

আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর দেখেছি কথা উঠেছে, যে টাকা দেওয়া হয় ৫/৬ কোটি টাকা যেটা বরাদ্দ করা হত তা দিয়ে সবটা হত না। আমাদের মাসের খাদ্য সংগ্রহ করতে গেলে ৯ কোটি টাকার প্রয়োজন, বামফ্রন্ট সরকার এই ৯ কোটি টাকা মাসে

মাসে বরাদ্দ করেছেন, তার জন্য আমরা মাসের পুরো কোটা তুলে এনেছি। সামনে বর্ষা এবং বর্ষায় ত্রিপুরার একমাত্র যোগাযোগ রাস্তা হচ্ছে আসাম আগরতলা রোড, এই রাস্তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের খাদ্য সামগ্রি আনা অসুবিধা হবে। এইটা বিবেচনা করেই বন্যার আগেই আমি দিল্লীতে খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং আমাদের খাদ্য বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তার কাছে আবেদন করি। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এফ,সি,আইর চেয়ারম্যানের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি এবং তাকে আমাদের অসুবিধা গুলি বুঝিয়ে বলেছি। তিনিও নীতিগত ভাবে সম্মত হয়েছেন যে, আমাদের খাদ্য যাতে নাকি অসুবিধায় না পরি সেই দিকটা তারা দেখবেন। কিন্তু বস্তুত আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের রাজ্যের এফ,সি,আই তার যতটুকু খাদ্য মজুত রাখার ক্ষমতা আছে সেইটুকুও সে মজুত রাখছে না। যেমন এই ত্রিপুরা রাজ্যে ২৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য তারা মজুত রাখতে পারে। কিন্তু কোন সময়ই তারা তিন চার হাজার মেট্রিক টনের বেশী খাদ্য মজুত রাখছে না। আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যটাকে হেড থেকেই দিয়ে দেয়, কিন্তু তাদের ভাণ্ডারে তারা মজুত রাখে না। তাতে সমস্ত টা আমাদের এখন এই মুহুর্তে তিন তিনবার যে বন্যা হয়ে গেছে ত্রিপুরায় তাতে প্রচুর রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে গাড়ী চলেনি কিছু দিন, এদিকে ট্রেনের যোগাযোগও কিছু দিন নষ্ট করেছিল, এই অবস্থা আমরা যদি রাজ্যের ভিতরে খাদ্য কোথায়ও মজুত না রাখি তাহলে কোথায় খাদ্য পাব। এইটা যখন বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল তখন আমরা হন্য হয়ে ছুটে গেছি গৌহাটিতে, সেখানে আমাদের লোকরা গেছেন এবং গিয়ে এফ,সি,আই-এর কর্তৃপক্ষকে বলেছে যে ভাবেই হোক রেলেহোক ট্রাকে হোক আমাদের মাল পাঠাতে হবে। তোমাদের যদি পাঠানোর ক্ষেত্রে কোন অবিধাস্থ থাকে তাহলে আমরা কেরী করব। আমরা নিয়ে আসব এবং আমরা এনেছি, গৌহাটি থেকে তিন হাজার মেট্রিক টন খাদ্য আমরা কেরী করে নিয়ে এসেছি এবং এফ,সি,আইকে বলেছি তারা যেন এইটা পেমেণ্ট করে কিন্তু এফ,সি,আই গুদাম করছে না। কনডিশান ছিল প্রতিটি ডিষ্টিবিউশান সেণ্টারে তারা একটা করে গুদাম অন্তত রাখবে। সেই দিক দিয়ে আমাদের ত্রিপুরায় ৭টি জায়গ য় ৭টি গুদাম করা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু এফ,সি,আই তা করছে না। আজকে যদি সেই গুদাম গুলি থাকত তাহলে আমরা এখানে খাদ্য মজুত রাখতে পারতাম, কিন্তু সেটা নেই। তাদের নিজস্ব গুদাম ধর্মনগর

আছে, আর এই অংগরতলায় আমাদের সেন্ট্রাল গো-ডাউনের পাশে একটা জায়গা তারা নিয়েছে, আমাদেরই গুদাম সেই গুদামটাকে তারা ব্যবহার করছে। তার ফলে আমাদের খাদ্য সামগ্রি রাখার অসুবিধা হচ্ছে। এই দিক দিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার জন্য এবং তাদের গুদাম তোলার জন্য আমরা দুই রকমের প্রস্তাব দিয়েছি, একটা হলো লং টার্ম প্রস্তাব, আর একটা হলো সর্ট টার্ম প্রস্তাব। লং টার্মে আমরা বলেছি প্রতিটি ডিস্ট্রিবিউশান সেন্টারে একটা করে গুদাম এফ সি,আইকে করতে হবে। সর্ট টার্মে বলেছি কুমার ঘাটে আমবাসা এবং উদয়পুরে যেন একটা করে গুদাম তারা নির্মাণ করার ব্যবস্থা করেন এবং তাতে আমাদের খাদ্য সামগ্রি যাতে আমরা রাখতে পারি তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হোক। সেই প্রস্তাবের ভাগ্য কি হয়েছে এখনও আমরা জানি কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি তাতে আমাদের হাতে যে খাদ্য সামগ্রি আছে তাতে ১৩, ১৪ মাস চলতে পারে। চাতের খাদ্যও সব জায়গায় পৌঁছানো অসুবিধা হচ্ছে। যেমন অপরপুর সাব্রুমে ইত্যাদি এলাকায় যাবার পথে এই সাম্প্রতিক বন্যায় কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় লোডেড গাড়ী যাওয়া খুব কষ্টকর। আমরা এইটাও বলে দিয়েছি যে যেখানে গিয়ে গাড়ী আটকাবে সেখান থেকে মাল নেওয়ার ব্যবস্থা যেন করা হয়। শুনেছি ব্রীজ নষ্ট হয়ে গেছে সেই ব্রীজের একপাশে আমাদের গাড়ী দাঁড়াবে অপর পাশে গাড়ীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং হেঁটে পথে মাল নিয়ে সেখানে তুলতে হবে এবং সেখানে পাঠাতে হবে। এই ব্যবস্থা আমরা করবার জন্য এর মধ্যেই নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যদি এই অবস্থাটা দীর্ঘদিন চলে তাহলে আমাদের সামনে পুরাপুরি একটা সঙ্কট উপস্থিত হবে সেই দিক থেকে আমরা এয়ার ড্রপিং করা যায় কিনা বিবেচনা করব এবং প্রয়োজন হলে সেটা করতেই হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এয়ার ড্রপিং এর বিরাট খরচ। সেই খরচটা এক্ষনি করতে চাই না। দেখা যাক্ এরমধ্যে অবস্থার উন্নতি হয় কিনা। আর যেসব জায়গায় খাদ্য নেই সে সব জায়গায় খাদ্য পাঠাবার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এছাড়া অন্যান্য জিনিস যেমন লবন, কেরোসিন, চিনি এইগুলি সম্পর্কে কিছু কিছু বক্তব্য আমার আছে লবন সম্পর্কে সমস্যা হয়তো থাকতো না। এইটাও আমরা বলতে পারি যে আমাদের পূর্ববর্তী সরকার আমাদের জন্য একটা ঝামেলা সৃষ্টি করে গেছেন। সেই ঝামেলাটা হচ্ছে লবন নিয়ে। এইটা সাধারনতঃ টেণ্ডার দিয়ে

হয়। আমি বলছি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য যে, কেন্দ্রিয় সরকার এর মাসিক বরাদ্দ অনুযায়ী ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থিত গান্ধীগ্রাম এবং চিরাই থেকে প্রতি মাসে এই রাজ্যে লবন আমদানী করতে হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত লবন সারা বছর আনার জন্য দরপত্রের মাধ্যমে সরকারী ঠিকাদার নিযুক্ত করা হয়। এই বছরের জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের সল্ট কমিশন কর্তৃক ৯ থেকে আনুমানিক ১৭ হাজার মেট্রিক টন লবন বরাদ্দ করা হয়। এই সম্পর্কে এইখানে উল্লেখ করা যায় বিগত রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন ঘোষিত হওয়ার দরুন উক্ত দরপত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় ছিল। যার ফলে ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ মাসের জন্য দুই রেক-আনুমানিক ২৫০০ মেট্রিক টন লবন আমদানী করার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হয়নি। তাছাড়া এপ্রিল মাসের বরাদ্দকৃত এক রেক লবন দায়িত্বপ্রাপ্ত এম, সি, সি. এফ. লিমিটেড কর্তৃক আমদানী করতে ব্যর্থ হয়। তবে অন্য আরেকটি সংস্থা মে মাসের বরাদ্দকৃত এক রেক লবন আনুমানিক ১৭৫০ মেট্রিক টন ইতিমধ্যে রেল যোগে বুক করেছেন- যা বর্তমানে ধর্মনগরের উদ্দেশ্য গৌহাটী পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে। আবার সরকারী গোদামে এক হাজার মেট্রিক টন লবন মজুত আছে। আশা করা যায় রাস্তায় অবস্থানরত ১৭৫০ মেট্রিক টন লবন এর মধ্যেই রাজ্যে এসে পৌছুবে এবং আগামী মাসের বরাদ্দকৃত লবনও এসে পৌঁছে যাবে এবং রাজ্যের সমস্ত গোদামগুলি লবনের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে। এছাড়া আগষ্ট মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসে এক রেক লবন রাজ্যের জন্য বরাদ্দ আছে।

কেরোসিন :– কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক রাজ্যের জন্য কেরোসিনের মাসিক বরাদ্দ ২২২৫ কিলো লিটার। উক্ত বরাদ্দকৃত তেল রাজ্যে আই. ও, সি, এবং আই ও. ডি, এর নিযুক্ত এজেন্টগণ কর্তৃক তাদের নিজস্ব এজেন্সীগুলির মাধ্যমে সরবরাহ করছে। যা রাজ্য সরকার নির্দিষ্ট গণ বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিতরণ করা হয়ে থাকে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত বরাদ্দকৃত কেরোসিন তেল আই, ও, সি, এবং আই, ও, ডি, কর্তৃক যথারীতি সরবরাহ করা হচ্ছে যেহেতু মাসিক বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহ হচ্ছে সেহেতু সরকারী উদ্যোগে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার সুযোগ নেই। তবে আই ও, সি, এবং আই, ও, ডি এবং আই, ও, সি, এম ডি, লিমিটেড অথোরিটিকে তাদের ধর্মনগর এবং আগরতলায় অবস্থিত প্রধান ডিপোগুলিতে মজুত ভাণ্ডার সব সময় তৈরী রাখার জন্য

বলা হয়েছে যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট অস্থায়ী সংকটের মোকাবিলা করা যায়।

উক্ত কোম্পানীর ধর্মনগর এবং আগরতলার কুঞ্জবনে মজুত ভাণ্ডার রয়েছে নিম্নরূপ :—

১। আই, ও, সি—এ, ও, ভি ধর্মনগর—২,৫৮০ কিলো লিটার,
আগরতলা—৬৬০ কিলো লিটার,

২। আই, ও, সি—এস, ভি ধর্মনগর—৮৩০ কিলো লিটার,
আগরতলা—নেই।

বর্তমানে তাদের মজুত নিম্নরূপ :—

১। আই, ও, সি,—এ, ও, ভি ধর্মনগর—২,০৮৯ কিলো লিটার,
আগরতলায়—৬৫৬ কিলো লিটার,

২। আই, ও, সি, এস, ভি ধর্মনগর—৫৩০ কিলো লিটার,

দক্ষিণ জেলায় একটি মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রশ্নে প্রয়োজনীয় ডিপো স্থাপন করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

চিনি

রাজ্যে গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে গণবণ্টনের জন্য লেভি চিনির মাসিক বরাদ্দ ১০৫১ মেট্রিক টন। এছাড়া ২৫ মেট্রিক টন সি, আর, পি, এফ, এবং বি, এস, এফ-এর জন্য বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। উক্ত মাসিক বরাদ্দকৃত চিনি ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃক রাজ্য সরকারকে সরবরাহ করা হয়। যা রাজ্যের পক্ষে নিযুক্ত টি, এফ, সি, সি, এফ লিমিটেড এফ, সি, আই, ডিপো থেকে সরকারের নিয়ম নির্দেশ অনুসারে গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসম্ভরন দপ্তর কর্তৃক বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যায়, যেহেতু এফ, সি, আই, মাসিক বরাদ্দ অনুযায়ী লেভি চিনি রেশন দোকানের মাধ্যমে সরবরাহ করে সেহেতু সরকারী উদ্যোগে লেভি চিনির মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলার সুযোগ নেই। তবে এফ, সি, আই, তাদের নিজস্ব মজুত ভাণ্ডার গড়ে রাখার জন্য

সরকারী চাপ অব্যাহত আছে। বর্তমানে তাদের মজুত ভাণ্ডারে মজুতের পরিমান হচ্ছে :- আগরতলায় ২,০৮৬ মেট্রিক টন, ধর্মনগরে ১,০৪৮ মেট্রিক টন সর্বমোট ৩ ১৩৪ মেট্রিক টন।
সেদিক থেকে চিনির ব্যাপারে কোন সংকট হবে বলে মনে করি না। কিন্তু সবচেয়ে বড় যে অসুবিধা হওয়ার কথা সেটা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কোন জায়গায়, তাহলে সেই সব এক্ষুনি খাওয়ার পাঠানো মারাত্মক অসুবিধা হবে। তবুও যতই অসুবিধা থাকুক না কেন আমরা চেষ্টা করব তাদেরকে খাওয়ার পাঠাবার জন্য অন্তত যাতে হেড লোডেও খাওয়ার পাঠানো যায় সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পরিশেষে বলব, আমরা আমাদের নিজস্ব গোদাম বাড়ানোর পরিকল্পনাও নিয়েছি। আরো পাঁচটি জায়গায় গোদাম করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এফ, সি, আই এর উপর চাপ সৃষ্টি করছি। মাননীয় সদস্যদের কাছে এই আবেদন রাখব যে এফ, সি, আই কে ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে মজুত ভাণ্ডার শক্তিশালী করে গড়ে তুলার জন্যে আমাদের সার্বিক চাপ সৃষ্টি করা একান্ত দরকার। সেদিক থেকে মাননীয় সদস্য আজকে হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছেন, সেটাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করি। ধন্যবাদ।

মি: স্পীকার :— এই প্রাইভেট মেম্বার রিজিলিউশানের উপর আলোচনা শেষ। আমি মাননীয় সদস্য অমিতাভ দত্ত কর্তৃক উত্থাপিত রিজিলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিলিউশানটি হলো : — "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, অবিলম্বে খাদ্য শষ্য, লবন, কেরোসিন ও চিনির মজুত ভাণ্ডার (বাফার স্টক) রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ তিন জেলাতেই গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হউক।"

(ধ্বনী ভোটে সর্বসম্মত ভাবে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হল।) আর একটি প্রাইভেট মেম্বার রিজিলিউশান এনেছেন মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয়। উনাকে অনুরোধ করছি রিজিলিউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করছি যে — "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, পাবলিক হেলথ্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের

অচল ডিপ্ টিউবওয়েল গুলি অবিলম্বে সারাই করিয়া পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হউক।"

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত এই রিজিলিউশানটির উপর আলোচনা শুরু করার জন্য আমি আহ্বান করছি। যদিও নাম পেয়েছি। মাননীয় সদস্য পবিত্র কুমার করকে অনুরোধ করছি উনার আলোচনা আরম্ভ করার জন্য।

শ্রীপবিত্র কর :— জলের অপর নাম জীবন। এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছেন দুই হাজার সালের মধ্যে পৃথিবীর সকলের জন্য স্বাস্থ্য নিয়ে আসা হবে এই ব্যবস্থা নিয়ে এগুচ্ছেন। এই সময়েতে এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এবং এই প্রত্যন্ত রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা এখানে জলের তীব্র সঙ্কট রয়েছে। সেই দিক দিয়ে পরিশুদ্ধ পানীয় জল সেটা আধুনিক যে প্রযুক্তি যদিও তার পুরাপুরি সম্প্রসারণ আমাদের এই রাজ্যে এখনও হয়নি। তার জন্য পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর করে বিশেষ করে সমতল এলাকাগুলিতে এবং উচু পাহাড়ী এলাকাগুলিতেও সেখানে এই পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা করে থাকেন। আমরা দেখেছি আমাদের এই রাজ্যে বিগত দশ বছরের সময় যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিলেন শুধু শহর অঞ্চলে না প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও যেখানে যেখানে এই ধরনের ডিপ টিউবওয়েল হতে পারে এবং পাহাড়ী এলাকাগুলিতেও সেখানে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। অনেক টিউবওয়েল, ডিপ টিউবওয়েলগুলি চালু ছিল। এবং পাইপ লাইনের মাধ্যমে সেই পানীয় জল সরবরাহ করা হয়েছিল। এখানে বিরোধী সদস্যরা নেই, এত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছে, তাঁরা আজকেও বেরিয়ে গেছেন সামান্য একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে। তার পরেও আমি বলতে চাই এই ধরনের ইস্যুতে সকলে মিলে, এখানে রাজনৈতিকের প্রশ্ন না, দল বাজীর প্রশ্ন না, অত্যন্ত এই বিধানসভায় যদি আমরা এক মত হয়ে সরকারের কাছে বলতে পারি আমরা প্রস্তাব দিতে পারি তাহলে এই কাজগুলি আরও বেশী ত্বরান্বিত হতে পারে। এবং এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাই শুধু আমাদের মত গরীব রাজ্য যে রাজ্য কেন্দ্রের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল, শুধু এই রাজ্যের পক্ষে সমস্ত সমস্যা সমাধান করা একা সম্ভব না। এই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের যে দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন করার প্রশ্ন আছে তাদের। সেই জায়গায় এই বিধানসভার প্রস্তাব

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই দিক থেকে আমি আপনার মাধ্যমে আমি যে প্রস্তাব এনেছি আমি আমার প্রস্তাব সম্পর্কে যে কথাটা বলতে চাই যে, গত পাঁচ বছরে নতুন ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে আমার জানা নেই। অত্যন্ত আমি যে এলাকায় আছি যেখানে সবচেয়ে বেশী টিউবওয়েল প্রয়োজন সেখানে একটিও হয়েছে বলে আমার জানা নেই। নতুন করে হয়নি। আমি এখানে তথ্য দিয়ে বলতে পারি আমি গিয়েছিলাম কয় দিন আগে অমরপুরে, অমরপুর শহরে একটা ডিপ টিউবওয়েল আছে, সেটায় জল মানুষ পায়না। সেই দিন সাব্রুমের এম, এল, এ, বলেছেন এখানে দাঁড়িয়ে সেখানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই। আগরতলা শহর বা তার আশপাশ-এর জায়গাগুলিতে যে ডিপ-টিউবওয়েলগুলি আছে, সেখানে গত পাঁচ বছরে এক ইঞ্চি পাইপ লাইন নতুন করে বসানো হয়েছে বলে কেউ বলতে পারবেন? আমার মনে হয় না। সেই জায়গায় আমরা দেখেছি কি? যে পাইপ লাইনগুলি খারাপ হয়েছিল গত পাঁচ বছরের আগে আজকেও সেটা সেই খারাপ অবস্থায় আছে। যে পাইপ লাইন ফোটা হয়ে গেছে, জল গড় গড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে, আজকেও সেটা সেই ভাবে আছে। আমি নিজে সেখানে দপ্তরের যারা উচ্চ কর্তা বা মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি, নিজে ছুটে গিয়েছি। অফিসারদের নিয়ে মিটিং করেছি। তারা বলেছেন যে আমাদেরতো এক ইঞ্চি পাইপ লাইন করার ক্ষমতা সেখানে ছিলনা। কি কারণ? আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে বিগত যে সরকার কয়েক কোটি টাকার পি, বি, সি, পাইপ আমি নিজে ভিজিট করতে গিয়েছিলাম আমাদের ত্রিপুরা সরকারের টাকা দিয়ে ইনভাষ্টি করেছিল। কিন্তু দেখা গেল তার কাছ থেকে পাইপ কেনা হয়নি। পাইপ কিনতে হবে দিল্লী থেকে পাইপ কিনতে হবে কলকাতা থেকে, কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারী, চোরগুলি খালি কাকে বলব। আমি প্রেসের বন্ধুদের কাছে বলব যাতে খবরটা ঠিকমত পৌঁছানো হয় সবাইর কাছে। যে কারণে আজকে আমাদেরকে এই দুরবস্থার মধ্যে পরতে হচ্ছে। আমি কিছু দিন আগে শুনেছি, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে জিক পাইপ কেনার জন্য আমাদের একেবারে টাকা নেই, প্রচুর বাকী ফেলে গেছেন। আমি এই বিধানসভায় এই জন্যই এই বিষয়টি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই। আজকে যখন বিধ্বংসি বন্যা আমাদের রাজ্যের মধ্যে হয়েছে বিশেষ করে যেখানে যেখানে

আমাদের পাবলিক হেল্‌থ ইঞ্জিনিয়ারিংগুলির ডিপ-টিউবওয়েল আছে সেই জায়গাতে মূলত বন্যা হয়েছে। বন্যার ফলে সমস্ত পানীয় জলের যে উৎসগুলি আমাদের ছিল যে উৎসগুলি থেকে এখনো মানুষ জল খায় যেমন ছড়া থেকে জল খায়, পুকুর থেকে জল খায়, কুয়া থেকে খায়, এই সমস্ত উৎসগুলি বন্যার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই জায়গায় খুব জরুরী ভিত্তিতে যদি এই বিষয়টিকে আনা না হয় তাহলে মহামারী দেখা দিতে বাধ্য। এই জায়গায় আমি এই বিষয়টিকে বলতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা এই বিধানসভাতে গত পরশু দিন সর্বসম্মত প্রস্তাব নিয়ে পাঠিয়েছিলাম যে ত্রিপুরার এই বন্যার জন্য যাতে আমাদের সাহায্য করা হয়। ইমিডিয়েট রিলিফের জন্য এবং কেন্দ্র থেকে একটা টিম এসে যাতে আমাদের দেখে যান। পূর্বে এসেছিলেন দেখে গেছেন সেটা প্রশ্ন না। সবচেয়ে বড় বন্যা হয়েছে গত তিন চার দিনে। এই জায়গায় যদি সেখান থেকে সেই ধরনের সাহায্য না আসে তাহলে আমাদের সরকারের পক্ষে তা সম্ভব না। আমি বলতে চাই যদি সেখানে খুব তাড়াতাড়ি প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাব যেতে পারেন, হরিয়ানাতে চলে যেতে পারেন, সেখানে এরিয়াল সার্ভে করেছে, সার্ভে করে সেখানে সঙ্গে সঙ্গে অফিসারদের সঙ্গে মিটিং করে সেখানে জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সাহয্যের জন্য অনুমোদন দিয়ে এসেছেন পাঞ্জাব, হরিয়ানার তাদের তো নিজস্ব আয় আছে, তাদের নিজস্ব উৎস আছে তারা অনেক কিছু নিজেরাও করতে পারেন। সেই জায়গায় যেখানে মাত্র শতকরা ৭ টাকা আমাদের আয় বাকী ৯৩ টাকাই কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর নির্ভর করে আমাদের চলতে হয়। সেই জায়গায় এই অবস্থাকে আমাদের পানীয় জলের সমস্ত উৎস আজকে নষ্ট হয়ে গেছে, তাতে যদি কেন্দ্রীয় সরকার সেই সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে দেন তা হলে আমাদের খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। আমি এই প্রস্তাবের সঙ্গে এটাও যুক্ত করছি যাতে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে এসে আমাদের এই পানীয় জলের যে সঙ্কট তৈরী হয়েছে সে সঙ্কট থেকে যাতে আমাদের সাহায্য করেন। আমি বলতে চাই এখানে আজকে যাঁরা যারা চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ আছেন তাদের কি অভিমত ত্রিপুরার পানীয় জলে প্রচণ্ড ভাবে আয়রন যুক্ত এবং তার ফলেই আমাদের ত্রিপুরায় পেটের রোগ অনেক বেশী পরিমানে আছে। তাই এই জলকে বিশুদ্ধ করার জন্য সেখানে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান খুবই জরুরী।

স্যার, আমার মনে আছে যে একবার দিল্লী থেকে একটা বিশেষজ্ঞের দল এসেছিল, তারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে মাটির নীচের জলের স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষা করে একটা রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে দিয়েছেন এবং তাদের সেই রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যের মানুষকে পানীয় জল সরবরাহের জন্য ট্রিটমেন্ট প্লেন্টের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সেই ট্রিটমেন্ট প্লেন্ট কোথায় কয়টা বসানো হয়েছে, তা আমার জানা নাই। তাই, আমি আমার এই প্রস্তাবের সঙ্গে এটাও যুক্ত করছি যে আমাদের এই রাজ্যে যেখানে যেখানে ডিপ-টিউবওয়েল বসানো হয়েছে, সেগুলির মধ্যে যেগুলি অকেজো হয়ে আছে, বা যে সমস্ত পাইপ লাইন আছে, সেগুলির যেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে বা জাম হয়ে আছে, সেগুলিকে নতুন ভাবে সারাই করে এবং পাইপ লাইনগুলিকে আরও দীর্ঘায়িত করে ট্রিটমেন্ট প্লেন্টের মাধ্যমে যাতে বিশুদ্ধ পানীয় জল সাধারন মানুষ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করা হউক। আমি, আশা করছি এই সভার সব সদস্যই আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন, এই বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীরদেব সরকার।

শ্রীসমীরদেব সরকার (খোয়াই) :— স্যার, মাননীয় সদস্য পবিত্র কর এই সভায় পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের অচল ডিপ ওয়েলগুলি অবিলম্বে সারাই করে পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জল সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অতি সামান্য অঞ্চলে বিশেষ করে শহর অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, অন্যান্য অঞ্চলে যা কিছু আছে, তা খুবই নগণ্য, অন্তত: চোখে পড়ার মত নয়। তাছাড়া, যেসব ডিপ টিউবওয়েল বা অন্যান্য টিউবওয়েল আছে, সেগুলির অধিকাংশই অকেজো হয়ে আছে বা নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ফলে শহর বা গ্রামের মানুষদের পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে আমাদের যা কিছু করার প্রয়োজন, তা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না। কাজেই, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন, তা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে, বলে আমি মনে করছি। স্যার, আমরা এই শহরে, এমন কি এই বিধানসভার আশে পাশেও পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা প্রয়োজনের

তুলনায় অতি নগণ্য স্যার, আমার নিজের এলাকায় সিঙ্গীচড়াতে ৩/৪ বছর আগে একটা ডিব-ওয়েল বসানো হয়েছিল, সেই ডিপ টিউবওয়েল দিয়ে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে আসছে, যাকে বলা যায় জলের অপচয়, অথচ সেখানে নতুন করে পাইপ লাইন বসিয়ে আরও বেশী পরিমাণ এলাকাতে যাতে জল সরবরাহ করা যায়, তার কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। সেখানে বেশ একটা লোকালয় আছে এবং একটা বি, এস, এফ ক্যাম্পও আছে, এত কাছাকাছি জায়গায় পাইপ টেনে দিলে যেখানে এ এলাকাটা কভার করতে পারে সেটাও গত ৩/৪ বছরে করা সম্ভব হয়নি। স্যার, খোয়াই শহর একটা নোটিফাইড এরিয়া, যার লোকসংখ্যা ১৬ হাজারের কিছু বেশী হবে, সেই শহরের তিন ভাগের এক ভাগ এলাকাতেও পানীয় জল সরবরাহ করা যাচ্ছেনা, কেন না, নতুন করে সেখানে পাইপ লাইন এ্যাকটেনশু করার কোন উদ্যোগই নেই। এইসব কাজগুলি না করার পিছনে কি কারণ আছে, তাও আমার জানা নেই।

বার বার বলা সত্বেও কি উদ্দেশ্যে কি অসুবিধা আছে, কি টেকনিকেল ডিফিকাল-টিস আছে জানিনা। খোয়াই শহরের উত্তরাঞ্চলে যে টিউবওয়েল আছে সেটা থেকে গত ৪/৫ বছরে জল সরবরাহ হচ্ছে না। দুর্গানগরের এই অঞ্চলটাকে কোন অবস্থাতেই পরিশোধীত পানীয় জলের আওতায় আনা যাচ্ছেনা। অফিসটিলাতে দুইটি ডিপ-টিউবওয়েল আছে কিন্তু জল সরবরাহ হচ্ছেনা। কিন্তু এই দুইটি ডিপ টিউবওয়েল থেকে কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রীর বাড়ীতে পাইপ লাইন টেনে জল সরবরাহ করা হচ্ছে। গত পাঁচ বছরে প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতারা ইমার্জেন্সী পাইপ লাইন টেনে নিজেদের বাড়ীতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। অপর দিকে এই পাইপ লাইন থেকে যে পাইপ টানা হয়েছে সেগুলি লিক হয়ে গেছে অফিসটিলা থেকে আরম্ভ করে সুভাষ পার্ক পিডব্লিউডি রাস্তার উপর পাইপ ছিদ্র হয়ে জল বেরিয়ে আসছে, রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ গত দুই তিন বছর এগুলো মেরামত করেনি। শহরের ডিপ টিউবওয়েলগুলির প্রয়োজন আছে। আমাদের শহরের উত্তরাঞ্চলে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর প্রয়োজনীয়তা আছে। এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই ছিদ্রগুলি বন্ধ করে পানীয় জল সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। গত ৫ বছরে আমরা লক্ষ্য করেছি ডিপ-টিউবওয়েলের যে পাইপগুলি সেগুলি ঘোলা হয়ে যাচ্ছে পিলারগুলি দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু এক ইঞ্চি কোয়ার্টার ইঞ্চি পাইপগুলি চলে গেছে। আগরতলা শহরেও একই অবস্থা। আগরতলা রবীন্দ্র পল্লীতে একটা ডিপ টিউবওয়েল আছে সেটার দেড় ইঞ্চি পাইপ সেগুলি উদাও ডিপ টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে আছে। যোগেন্দ্রনগর কলোনীতে একটা ডিপ টিউবওয়েল হয়েছিল কিন্তু সেটি থেকে একজন লোকও পানীয় জল পাচ্ছেনা। গণকী মহাদেব টিলার পাশে একটা ডিপ টিউবওয়েল কিন্তু মাস্টার প্ল্যান এর অভাবে জল সরবরাহ করা যাচ্ছেনা। কাজেই এই ব্যাপারে সরকার থেকে উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

স্যার, গত ৫ বছর ধরে আমরা দেখেছি, ডিপ টিউবওয়েল আছে, ট্যাংকও আছে, জলও উঠছে, পাইপ লাইনও সরবরাহ করা হয়েছে, ১ কি মিঃ পর্যন্ত মাটির নীচ দিয়ে। কিন্তু জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ডিপ টিউবওয়েলের জল নষ্ট হচ্ছে। যোগেন্দ্রনগরেও এ অবস্থা। শুধু যোগেন্দ্রনগরই নয়, গণকী (মহাদেব টিলা) শহরের সন্নিকটে, সেখানে জলের প্রচণ্ড সঙ্কট। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, এল, আই, সি, থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন, যাতে জল পেতে পারে। স্যার, একজন খোয়াই মোটিফাইড থেকে যেমন উদ্যোগ নেবেন, ঠিক তেমনি সরকারকেও এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যদি এ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে এ সমস্যা থেকে খোয়াইবাসী মুক্তি পেতে পারে। স্যার, মহাদেব টিলার কাছে, মধ্যগণকীতে ডিপ টিউবওয়েল চালু আছে। জল উপচে পড়ছে লোকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু সে জলকে কাজে লাগান যাচ্ছেনা। এই জল যদি কাজে লাগান যেত, তাহলে খোয়াই এলাকার ব্যাপক অংশের মানুষ-এর কাছে এসে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হত। ডিপ-টিউবওয়েলগুলিকে কাজে লাগানোর অভাবে সরকারী অর্থের প্রচুর অপচয় হচ্ছে। এ জিনিসগুলি আমার নজরে এসেছে বলে, আমি এখানে তার উল্লেখ করেছি। স্যার, আমার মনে হয়, ডিপ-টিউবওয়েল-গুলি যাতে সঠিক ভাবে চালু করতে দপ্তরের স্টাফদের মধ্যে একটি অংশের অনিহা আছে। তা নাহলে, দপ্তর আছে, স্টাফ আছে, পাইপ আছে, তাহলে সেগুলি চালু হচ্ছেনা কেন? এটাও সামান্য ব্যাপার। স্যার, সিংহীছড়াতে একটি ডিপ টিউবওয়েল নষ্ট হয়ে আছে সেখানে ২টি ছিল। স্যার, গত পাঁচ বছর ধরে বে-আইনী লাইন

গেছে। এসব মানুষ দেখেছে। এগুলি বর্তমানে কেটে দেওয়া উচিত। পাইপের জন্য লক্ষ টাকা গত পাঁচ বছরে লোপাট হয়েছে। স্যার, আমি বলব, দপ্তরের কর্ম কর্তারা যাতে সঠিক ভাবে এ ব্যাপারে নজর দেন সেটা যেন দেখা হয়। আমি বিশ্বাস করি, ডিপ-টিউবওয়েলগুলি সারাই করলে, সমস্যার যা উদ্ভব হয়েছে তা থেকে রক্ষা পেতে পারে। আমি স্যার, আমার খোয়াই এলাকার কথা বললাম। সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই এই অবস্থা। বামফ্রন্ট সরকারকে অভিনন্দন, এখানে তারা এ বিষয়টির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে নজর দিয়েছেন। এবং ইতিমধ্যেই পশ্চিম লক্ষীছড়াতে কাজ শুরু হয়ে গেছে, ডিপ-টিউবওয়েল করার জন্য। সাথে সাথে আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব, নতুন পরিকল্পনার সাথে সাথে যে ডিপ-টিউবওয়েলগুলি অকেজো, অচল অবস্থায় পড়ে আছে সেগুলি সারাই করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। শহরাঞ্চলে সরকারের ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু করলে মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা সার্থক হবে বলে মনে করি। তর বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে আন্তরিক বলেই সেটা যথার্থ হবে বলে আমি মনে করি।

তর বামফ্রন্ট সরকার আন্তরিক ভাবে এই শহরের আশপাশ এলাকা সহ সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য ডিপ টিউবওয়েলগুলি সারাই নূতন ডিপ টিউবওয়েল খনন করে পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন। মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় আজকে হাউসে প্রস্তাব এনেছেন এই প্রস্তাব সর্ব সম্মত ভাবে গৃহীত হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকার এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে এগিয়ে আসবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে যে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের অচল ডিপ টিউবওয়েলগুলি অবিলম্বে সারাই করিয়া পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হউক এই প্রস্তাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী। স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি বিগত দিনে পানীয় জল নিয়ে অনেক রাজনীতি হয়েছে। জল জীবন ধারনের পক্ষে

অত্যন্ত উপযোগী। কিন্তু দেখা গেছে বিগত দিনে মানুষ নদী নালার জল খেয়ে মানুষ আন্ত্রিকের কবলে পড়েছে আন্ত্রিক মহামারী রূপে দেখা দিয়েছে এবং অনেক মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। কাজেই এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি বলতে চাই এই অচল ডিপ টিউবওয়েলগুলিকে অবিলম্বে সারাই করা প্রয়োজন। পাশাপাশি টিউব-ওয়েলগুলির কথাও বলতে হয়। সে টিউবওয়েল নিয়েও রাজনীতি হয়েছে। স্যার, ডিপ টিউবওয়েলগুলির ক্ষেত্রে দেখেছি যে অতীতে এক নেতার বাড়ীতে হয়তো জলের লাইন গেছে কিন্তু তার পরেই লাইনে আর এগোচ্ছে না। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই জায়গা থেকে লাইনটা কয়েকটা বাড়ী ক্রস করে ঘুর পথে আরেক নেতার বাড়ীতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাইনটা যদি সোজা যেত তাহলে আরও ২০/২৫ টা বাড়ী জল পেতো। কিন্তু তা করা হয়নি। এইভাবে জল নিয়ে বিগত পাঁচ বৎসরে দুর্নীতি হয়েছে। স্যার, মাননীয় সদস্য পবিত্র কর মহোদয় বলেছেন এবং পত্র-পত্রিকাতেও আমরা দেখেছি যে জোট সরকারের অমলে পাইপ নিয়ে কেলেঙ্কারী হয়েছে। বিগত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করে পানীয় জলের যে ব্যবস্থা করেছিলেন সমতল এবং পার্বত্য এলাকাতে, সেগুলিতে পাইপ সারাইয়ের নাম করে জোট সরকারের আমলেশুধু দুর্নীতি হয়েছে। অত্যন্ত নিম্ন মানের পাইপ সেখানে বসানো হয়েছে। যে কনট্রাকটরদের পাইপ বসানোর কাজ দেওয়া হয়েছিল, তার সাথে বিভাগীয় মন্ত্রীর যোগসাজস থাকায় অত্যন্ত নিম্ন মানের পাইপ বসানো হয়েছে। যার ফলে এখন সমস্ত পাইপ গুলি অচল। টিউব-ওয়েল গুলিতে গত পাঁচ বৎসরে কোন হাত দেওয়া হয় নি। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর ধর্মনগরে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করে আমরা ডিপ টিউবওয়েল গুলি সারাই করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। সেখানে হাসপাতালে রোগীদের জন্য জলের দরকার। হাসপাতালের জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ধর্মনগরের ডিপ টিউবওয়েল অচল হওয়ায় অতি সত্বর আমরা হস্তক্ষেপ করে ধর্মনগরের এস,ডি ও মহোদয়ের নিকট থেকে একটা মেশিন চেয়ে হাসপাতালে জরুরী ভিত্তিতে জল সরবরাহ করা হয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। আমরা লক্ষ্য করেছি বামফ্রন্ট সরকার থেকে চলে যাওয়ার পর রাজ্যে যত ডিপ টিউবওয়েল এবং টিউবওয়েল ছিল সেগুলিরও

যেন স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে গেছে। সেগুলিও আর পুনর্জীবন ফিরে পাই নি।

কাজেই এই প্রস্তাবের মধ্যে বর্ত্তমানে যে প্রস্তাব এসেছে সে সম্পর্কে আমি দীর্ঘায়িত না করে এই টুকু বলতে চাই সেই প্রস্তাবকে সর্ব্ব সম্মত ভাবে গ্রহণ করে এই হাউসে যদি উদ্যোগ নেওয়া হয় তাহলে পানীয় জলের অসুবিধা অতি সত্বর দূর হয়ে যাবে। সেই দিক থেকে আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা সর্ব্ব সম্মত ভাবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন এবং এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সুধন দাস।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর) : - মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য পবিত্র কর যে প্রস্তাব আজকে এই হাউসে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় সদস্য সঠিক সময়ে এই প্রস্তাব এনেছেন। কারণ এটা আমরা সবাই জানি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসের এবং অনেক কিছুর বিকল্প হয় কিন্তু জলের কোন বিকল্প নেই। সে দিক থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে পানীয় জলের একটা তীব্র সংকট চলছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডিপ টিউবওয়েল যে সমস্ত জায়গায় অচল হয়ে আছে সেগুলিকে সারাই করে পরিস্কার জলের ব্যবস্থা করার বন্দোবস্ত করা। এই সুযোগটা যেখানে এত দিন ছিল কিন্তু সে জায়গায় বিগত সরকারের ৫ বছর রাজত্বকালে তার জন্য তারা কোন কাজই করেন নি তারই ফলশ্রুতি হিসাবে সাধারণ মানুষকে এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। সেই দিক থেকে এখানে ৩ জন মাননীয় সদস্য আলোচনা করেছেন তাই সেই আলোচনা দ্বিতীয় বার করে আর সময় নষ্ট করতে চাই না। আমি শুধু এখানে কয়েকটি জায়গায় কথা উল্লেখ করতে চাই যেমন নীহার নগর হাসপাতালে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল কিন্তু বিগত দুই বছর ধরে সেই ডিপ টিউবওয়েলটা অচল অবস্থায় আছে তাই টিউবওয়েলের মাধ্যমে হাসপাতালের কাজকর্ম চলছে, এই হচ্ছে পরিস্থিতি। একটা হাসপাতালে পানীয় জলের সংকট সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু সেই সংকট দূর করার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। রাজনগরে আমরা লক্ষ্য করেছি ডিপ টিউবওয়েলের পাইপ লিক হয়ে রাস্তা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সেই এলাকার যে সমস্ত জনসাধারণ এই ডিপ টিউব-

ওয়েলের মাধ্যমে জল পেতেম সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় না। সেই সমস্ত সমস্যার বিভিন্ন দিক মাননীয় সদস্যরা উল্লেখ করেছেন। বিগত সরকারের এই দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাজের জন্য এবং পরিচালনার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে মধ্যে এই ধরনের সংকট সৃষ্টি হয়েছে। শুধু এটাই নয় আমরা লক্ষ্য করছি আজকে বিধান সভায় যখন দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর প্রস্তাব এসেছে একটা হলো খাদ্যের জন্য বাফার স্টক গড়ে তোলার প্রস্তাব এবং আর একটা হলো পানীয় জলের তীব্র সংকট সম্পর্কে কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় মাননীয় বিরোধী সদস্যরা হাউসে উপস্থিত নেই। অবশ্য তাঁরা বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন কারণ বিগত ৫ বছরের তাদের কাজের জন্য এই সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং পানীয় জলেরও তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বিগত জোট রাজত্বকালে পাইপ কেলেংকারী করে লক্ষ লক্ষ টাকা কারচুপি করা হয়েছে কাজেই উনারা যদি হাউসে থাকেন তাহলে গালমন্দ শুনতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন ৪(চার) ৪(চার) বার বন্যা হয়েছে এবং মানুষ যখন হাবুডুবু করছে কোন রকমে রক্ষা পাবার জন্য তখন আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সাহায্যের জন্য আবেন জানিয়েছি

সেইসময়ে আমরা বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও এমনকি বিধানসভা থেকে সর্বসম্মতি ক্রমে একটা প্রস্তাব পাঠিয়েও তাদের তরফ থেকে কোন-রকমের ভরসা পাচ্ছি না, তাদের কাছ থেকে সাহায্যের কোনরকমের আশ্বাস পাচ্ছিনা এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের ভূমিকা যেটা আছে, একই ভূমিকা। মানুষের জন্য, জনগণের জন্য তাদের ন্যূনতম দায়িত্ববোধ নাই। এইটাই আজকে প্রমাণিত হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরা রাজ্যে একটা বিরাট সমস্যা. একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গুরুত্ব-পুর্ণ বিষয় নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি সেইসময়ে বিরোধী বেনচের সদস্যরা পশ্চিমবাংলার ব্যাপার নিয়ে একটা ইস্যু তুলে তারা বিধানসভা থেকে ওয়াক আউট করলেন। পশ্চিমবাংলায় একটা দীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যমণ্ডিত সরকারকে অগণতান্ত্রিকভাবে ভাঙ্গার জন্য তারা চক্রান্ত করে সেখানে ধ্বংসলীলা স্থাপন করার জন্য কাজ করছে, সেই ঘটনাকে ইস্যু করে আজকে বিরোধীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এড়িয়ে বিধানসভা থেকে ওয়াক্-আউট করলেন। যেখানে মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন. সেখানেই আমরা লক্ষ্য করেছি তাদের উপর কংগ্রেস তাদের বর্বর আক্রমণ সংঘটিত করে, যে জিনিসটা আজকে পশ্চিমবাংলায় হচ্ছে।

তারই পুনরাবৃত্তি এখানে ঘটানোর জন্য বিভিন্ন চক্রান্ত চালাচ্ছে। এইজন্য আজকে বিরোধীরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এড়িয়ে সভা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের অভাবী মানুষ, ত্রিপুরা রাজ্যের যারা আমাদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তাদের প্রতি চরম অবহেলা এবং বিশ্বাসঘাতকতা যারা করতে চাইছেন তাদের চিহ্নিত করা উচিত। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, বিরোধীরা সভায় নেই। স্যার, আমি এই প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি সঙ্গে এই প্রস্তাবের মধ্যে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা মোটামুটি পানীয় জলের সংকট সমাধানের একটা নিরসন হবে, এর জন্য এইটা জরুরী করা দরকার সঙ্গে সঙ্গে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আরো যে পানীয় জলের সংকট আছে সরকারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য মানুষকেও যাতে পানীয় জলের সুযোগ করে দেওয়া যায় সেই দিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এই ত্রিপুরা রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে দারিদ্র, কাজেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সামঞ্জস্য রেখেই ত্রিপুরার রাজ্যের জনগণের সমস্যা সমাধানের দিকে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে যাবে। স্যার, পানীয় জল থেকে বিভিন্ন রোগ ব্যাধি হচ্ছে, সেই থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের অভাবী মানুষের রোগগ্রস্ততার হাত থেকে বিশুদ্ধ পানীয় জলের মধ্য দিয়ে আমরা কিছুটা রক্ষা করতে পারব।

সেজন্য যে প্রস্তাব এসেছে, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যানপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য পবিত্র কর যে রিজলিউশান এনেছেন, পাবলিক হেলথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের অচল ডিপ টিউবওয়েলগুলি অবিলম্বে সারাই করিয়া পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হউক।" এই প্রস্তাব খুব সময়োপযোগী এতে সন্দেহ নেই। তবে আমি স্যার, এইখানে যে প্রস্তাবটা এনেছেন তিনি বলেছেন জলের অপর নাম জীবন। ঠিকই স্যার, যে জল আমরা খেতাম স্যার, ছোট সময়ে আমরা দেখতাম নদীর জল, খালের জল, বিলের জল, পুকুরের জল এইগুলি ছিল আমাদের পানীয় জল। এবং বিজ্ঞান

যেহেতু অগ্রগতি, মানুষের বৈজ্ঞানিক যুগে তার অগ্রগতি ঘটছে। সেই অগ্রগতিতো স্যার, ত্রিপুরাতেও। আমরা এই রাজ্যে আসার পর ছড়ার জল ছিল আমাদের পুঁজি য'ই হোক এখানে একটা সরকার ছিল, দীর্ঘ দিন পরে মধ্যে মধ্যে আগরতলায় আসলে এখানে দেখতাম যে টেপের থেকে জল পড়ে, কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ যারা রাজ্যের গ্রামের মানুষ আমরা যেখানে আছি যেমন কল্যানপুর এলাকায় আমরা জানতাম না যে এইভাবে বিশুদ্ধ জল পান করার সুযোগ আছে। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর আমি যে ব্লকে আছি তেলিয়ামুড়া ব্লকে, কল্যানপুর শহরে সেখানে আমরা এই পানীয় জলের জন্য প্রথম টিউবওয়েল রিং ওয়েল এইগুলি ছিল আমাদের মূল ভিত্তি পানীয় জলের। দেখা গেল কিছু দিন পর সেখানে পাবলিক হ্যাল্থ-এর একটা অফিস হয় এবং সেখান থেকেই শুরু হয় ডিপটিউবওয়েল বসিয়ে জল সাপ্লাই করা তাতে আমরা দেখেছি স্যার ঘনবসতি এলাকা যেগুলি আছে যেমন তেলিয়ামুড়াতে প্রথম চালু হয় তারপর কল্যানপুর যায় তারপর আস্তে আস্তে এই দশটা বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্যন্ত তেলিয়া-মুড়া হইতে কল্যানপুর পর্যন্ত যে সমস্ত এলাকা তাতে মোটামুটি এই ওয়াটার সাপ্লাই একটা জয়েন্ট করে নিয়েছিল। আমি বলতে পারি যে ৯টা স্কীম সেখানে চালু করা হয়েছিল তেলিয়ামুড়া থেকে পূর্ব মহারানী দিয়ে চাকমাঘাট পর্যন্ত। এদিকে উত্তর দক্ষিনেও ঘনবসতি এলাকাগুলিতে চালু হয়েছিল। তেলিয়ামুড়া থেকে একেবারে কল্যা-নপুর পর্যন্ত এই রাস্তার দুইধারেই সেটা চালু হয়েছিল এবং সেটাতে আমি হিসাব করে দেখেছি তাতে প্রায় লক্ষাধিক সেখানে এই পানীয় জলের সুযোগ পেয়েছিল এবং সেটাকে আস্তে আস্তে পরিবর্তিত করে কাছাকাছি গ্রাম অনেকগুলিতে নিয়ে সেই স্কীম চালু করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর পরে সেখানে আরও স্কীম ছিল, কিন্তু গত ৫টা বছর সেখানে তো কোন নূতন স্কীমতো হয়ই নি, বরং যে স্কীমের কথা আমি বল-লাম ঐ এলাকাতে রাস্তা দিয়ে যারা আসা যাওয়া করেন তারা দেখবেন গত ৫টা বছরে এই যে স্কীমগুলি চালু করা হয়েছিল সেগুলির জন্য কোন মেন্টেনেন্স করা হয়নি। মেন্টে-নেন্সতো দূরের কথা দেখবেন সেখানে অনেকগুলি টেপের পাইপও নাই, টেপও নাই, কিছুই নাই। এইভাবে গত ৫টা বছর এইগুলির কোন মেন্টেনেন্স না করে এইগুলিকে নষ্ট করে ফেলেছে। এগুলি থেকে এখন ঘোলা জল উঠে। এই ব্যাপারে আমরা যখন পাবলিক হ্যাল্থকে বলেছি তখন তারা বলেছে এখানে পাইপ নষ্ট হয়ে গেছে,

সেগুলি বদলাতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি করে গত ৫টা বছরের মধ্যে তারা কোন মেন্টেনেন্স করতে আমরা দেখিনি। কল্যানপুরের ওয়াটার সাপ্লাইটা ছিল একেবারে হাসপাতালের নীচে, রাস্তাটার পাশে, কিন্তু গত ৫টা বছর যাবত এই ওয়াটার সাপ্লাই থেকে হাসপাতালের জল একটা দিনও পাওয়া যায় নি। গত ৫টা বছর সেখানে জল গেল না, অথচ বিরাট তার জলের উৎস, সেই উৎস দিয়ে সারা কল্যানপুরকে জল দেওয়া যায়। এখন তার লাইনকে একসটেনশান করে তারপর এই যে পাইপ নষ্ট হয়ে আছে সেইগুলিকে তুলে মেরামত করে সেখানে জল দিয়েছে। তারপর আছে আরও নূতন দুইটা স্কীম-হাওরাই বাড়ী একটা স্কীম ছিল তারও বামফ্রন্ট সরকার সবকিছু ঠিক করে গিয়েছিল কেবল বিদ্যুতের লাইনটা বাকী ছিল যাওয়া বিদ্যুৎ গেলেই সেখানে জল যাবে। গত ৫টা বছর শুধুমাত্র বিদ্যুতের অভাবে সেটা হ না, সেই হাওরাই বাড়ীর মানুষ জল পেল না। এইভাবে স্যার, তারা মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে যে কিভাবে তা আর ভাবায় বলা যায় না। কোন রোগ সৃষ্টি হলে পরে আমরা যদি ডাক্তারকে বলতাম যে এত রোগ হচ্ছে কেন, তখন ডাক্তার বলতেন পানীয় জলের কারণে পানীয় জলের কারণেই শিশুদের এত রোগ হত, ৫টা বছর ধরে রাজত্ব করে আমাদেরকে এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়ে গেছে। তারপর দ্বিতীয়টা ছিল দ্বারিকাপুরে। দ্বারিকাপুরে মানে কল্যানপুরের সঙ্গে এইটা জয়েন্ট করতে গেলে দ্বারিকাপুরে আর একটা বসানো যাই হোক, দুইটা নতুন বসানো হয়েছিল দুই বছর আগে। একটি দ্বারিকাপুরে কারণ কল্যানপুরের সঙ্গে এইটা জয়েন্ট করতে গেলে দ্বারিকাপুরে আরেকটা বসাতে হয়। এইটা আমাদের প্রোপোজাল ছিল এইটা সেখানকার অফিসাররা যারা বসিয়েছেন তারা আমাকে বলেছেন যে — এইটার প্রোপোজাল তো আপনাদের আমলের — আমরা এখন বসালাম। কিন্তু স্যার, দুইটা বছর যাবৎ কোন কাজ আর হয়নি, শুধু দাণ্ডাগুলি খাঁড়া হয়ে আছে তাকে যে পাইপ বসিয়ে লাইন করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া — এইটার কিছুই হয়নি।

আরেকটা আছে স্যার, এই পূর্ব্ব কল্যানপুরে। সেখানে দুই বছর আগে এইটা বসানো হয়েছিল, কিন্তু পাইপ লাইন নাই এক সময় দেখা যায় গাড়ী ভর্ত্তি করে পাইপ যায় এবং সেটা নামানোও হয় কিন্তু এরপরে সেটা কোথায় যায় এইটার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না। এই গত পাঁচ বছরে। কাজেই আজকে এই আলো-

চনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছি এইজন্য, স্যার, আমাদের এলাকার কথা বলছি না, এই হাসনু. এলাকাতে মাননীয় সদস্য শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা বলেছেন যে সেখানেও ঠিক এই অবস্থা। হস্পিটালের সামনে একটা বসানো হয়েছিল কিন্তু এখন পর্যান্ত সেটা চালু হয় নি। ঠিক এইভাবে সারা রাজ্যের একই অবস্থা। অন্যান্য সদস্যরাও বলেছেন, আমিও বললাম। এইটা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। তবে দেখলাম বামফ্রণ্ট সরকার আসার পরে তার যে বাজেট সে বাজেটে পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্ট ৬০টি গ্রামকে চিহ্নিত করেছেন যেখানে নতুন লাইন বসানো হবে। এবং পুরানো যেসবগুলি নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলির মেরামত করবেন। কাজেই এইখানে একটু আশার আলো দেখা যায়।

স্যার, বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর তিন মাস হয়েছে। এরমধ্যে জলের সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। কারণ গত তিনমাস যাবৎ চার পাঁচ বার পর পর বন্যা হয়ে গেছে এখানে। এই বন্যার ফলে সমস্ত জলের লাইন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, রাস্তাঘাট ভেঙ্গে নিয়ে গেছে। খোয়াই কল্যানপুরে খবর পেলাম যে রাস্তাঘাট বন্যায় ভেঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ফলে রাস্তার পাশে যে সমস্ত পাইপ লাইন ছিল সব লাইন ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এইটাকে মেরামত করতে গেলে স্যার মুখের কথায় হবে না তার জন্য অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থ স্যার, আমরা দেখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট ভাষণে বলেছেন যে ত্রিপুরার যে অর্থনৈতিক অবস্থা সে অবস্থায় কেন্দ্রের অর্থের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। সেই অর্থ না হলে পরে কোন উন্নয়ন-মূলক কাজই এখানে হবেনা। অন্তত: ৯০ শতাংশ অর্থের জন্যই কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয় আমাদের রাজ্যকে। আজকে খাদ্য বলুন বা অন্যান্য সব কিছুই কেন্দ্র থেকে না এলে আমাদের পক্ষে কোন উন্নয়নমূলক কাজ করাই সম্ভব হয় না। সেই অবস্থায় স্যার, আজকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় আজকে বিধানসভা চলছে, এতবড় বড় রাজ্যের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে আজকে মন্ত্রীদের কাছে খবর আসতে আমরা বিধায়করাও এলাকায় যাচ্ছি মানুষ আজকে বিপন্ন বিপন্ন মানুষকে বাঁচানোর জন্য আমরা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে একটা প্রস্তাব এনেছিলাম এবং আমাদের কাজকর্ম একদিন বন্ধ রেখেছিলাম তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য। আমরা সাধ্যমত-মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে তথ্য দিয়েছে আমাদের সাধ্যমত আমাদের প্রশাসনিক যা কিছু তা দিয়েই আমরা বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। তাদের সাহায্য করছি।

এবং আমাদের মানুষ বলেছেন যে-বামফ্রন্ট মানুষের বিপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন বিধানসভার কাজ বন্ধ রেখেও। কারণ বামফ্রন্টের কাছে বিধানসভা বড় নয়, মানুষ বড়। কাজেই মানুষ আজকে অনেকটা সাহস পেয়েছে। বামফ্রন্ট মানুষের দুঃখে দুঃখী, বিপন্ন মানুষের সহযোগী হয়ে আজকে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন। আজকে যারা শরণার্থী হয়ে এসেছেন তাদের যথাসাধ্য সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু স্যার, আমি একটা জানতে চেয়েছিলাম যে, কেন্দ্রের খবর কি? আমরা খুবই উদ্বিগ্ন যে-এই বিপন্ন মানুষদের সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন ভূমিকাই পালন করছেনা। গত জুন জুলাই দুইটা মাস ধরে রাজ্যে চার পাঁচ বার বন্যায় রাজ্যের সমস্ত কিছু ভেঙ্গে দিয়েছে, মানুষ আজ বিপন্ন, অথচ কেন্দ্রের মনটা একটু গললো না যে আমরা কিছুটা একটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই।

সেদিন মন্ত্রী বলেছেন যে একলক্ষ টাকা কেন্দ্র দিয়েছে। একলক্ষ টাকাতো সেদিন এখানে বল খেলেই দেওয়া হয়েছে। আজকে স্যার, আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ২০ লক্ষ টাকা জমা করতে পেরেছি। সেখানে একলক্ষ টাকা কি? এটা একটা প্রহসন। ভারতের মন্ত্রীরা চেহেরায় বড়, শুনেও বড় এই ধরনের গর্ব দেখায়। এই বামফ্রন্ট সরকার এখানে মানুষের অধিকারের জন্য যখন লড়াই করছে তখন যারা গণতন্ত্র বিরোধী শক্তি যারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায় যারা নাকি দাঙ্গা হাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা নিয়েছে আজকে-যাদের নাম চুরি খাতায় উঠে রয়েছে তারা মনে করেছে আমাদের রাজ্যের এই গরীব মানুষকে পিষেয়ে মেরে ফেলবে। কিন্তু সেটা আমরা হতে দেবনা। আমরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। ত্রিপুরা ও সমগ্র ভারতের মানুষ আজকে আমাদের পক্ষে। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়ে বলেছেন যে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা আমাদের রাজ্যকে সাহায্য করেছেন। আমাদের রাজ্যেও শিক্ষক-কর্মচারী থেকে শুরু করে বল খেলার প্রয়াস পর্যন্ত সাহায্য তুলে দিয়েছে। আজকে আমরা স্যার, লোক সঙ্গীত বানিয়ে ভিক্ষা করছি যে, বিপন্ন মানুষকে বাঁচাইতে প্রাণ-মুখ্যমন্ত্রী ত্রান তহবিলে করেন অর্থ দান। গান গেয়ে গেয়ে আমরা সেই সাহায্য এনেছি। তবে স্যার, একটা হুশিয়ারী দিতে চাই যে-তুমি মনে করেছ তুমি হাতি। ঐ হাতি যে চলার সময় মশার কামড় নাকি তার শরীরে লাগেনা। সে নাকি

মশাকে পাত্তাই দেয়না। কিন্তু আমরা মশা নই। কিন্তু এই হাতিকে কিভাবে ফাঁদে ফেলা যায় আমরা ত্রিপুরার মানুষ জানি। ঐ উই পোকার যখন কামড়ানো শুরু করে তখন হাতি কিন্তু পাগল হয়ে যায়। হাতি তখন লেজ গুটিয়ে দৌড়ে পালায়। আমাদের মনে করেছে-আমরা ক্ষুদ্র। আমাদের অর্থকরী নাই। কিন্তু আমরা হচ্ছি সেই উই পোকার জাত। এই হাতিকে কামড়িয়ে ভারতবর্ষের গদি থেকে নামিয়ে দিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, বিপন্ন মানুষকে বাঁচানোর জন্য যে নীতি সেই ব্যাপারে তারা আর্থিক সহযোগিতা করবে। এই বাম গণতান্ত্রিক শক্তি আমাদের পিছনে রয়েছে। সরকারের পূর্ণ শক্তি এবং আমাদের যা যা করণীয় সব মিলে যে শক্তি হবে সেটা দিয়েই আমরা জনগনকে বাঁচাব। ঐ কেন্দ্রের নরসীমা সরকারকে ১৯শে আগষ্ট জেল ভরো আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা দেখিয়ে দেব। এবং ১২ই আগষ্ট কৃষক দিবস হিসাবে পালন করে তার জবাব দেব। আমাদের তারা মানুষ বলেই গণ্য করে না। আমাদের দুঃখে তারা দুঃখিত হয়না। এই জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে নিয়ে আমরা অগ্রসর হব। বর্তমানে বামফ্রণ্ট সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে এই বিপন্ন লোকদের সাহায্যে বা নির্দেশ দিবেন আমরা করতে প্রস্তুত রয়েছি। নতুন করে কিছু করার কথা বলছিনা। আগেরগুলিকে মেরামত করে যাতে ঠিক করে আনা যায় সেটার জন্য অনুরোধ রইল। ১০ বছর আগে বামফ্রণ্ট যেটা করে দিয়ে ছিলেন গত পাঁচটি বছরে তা ধ্বংস হয়েছে। মেরামতের জন্য আমাদের দাবী। আশা করি মন্ত্রী মহোদয় আমাদের সেই দাবী সমর্থন করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন এবং এই প্রস্তাবটাকেও আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা মহোদয়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা (আশারামবাড়ী) : — মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের মধ্যে মাননীয় সদস্য পবিত্র কর যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবটা হচ্ছে অকেজো যে সমস্ত টিউবওয়েল আছে সেগুলি সারাই করার সেটা আমি বহু দিন আগে থেকে চেষ্টা করছি এগুলিকে সারাই করার জন্য। বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে

বিভিন্ন সাবডিভিশনে গিয়েছি এবং আমাদের খোয়াই সাব-ডিভিশন সদর সাব-ডিভিশন ছাড়াও অনেক সাব-ডিভিশনে আমি গিয়েছি। দেখা গেল যে, গ্রামের সমস্ত ডিপ টিউবওয়েলগুলি অকেজো। সদর থেকে যদি বলি দেখবেন শহরের নিকটবর্তী রাণীর বাজারের কাছাকাছি ললিতবাজার থেকে শুরু করে বোয়াখা কলোনীর দিক থেকে মান্দাই পর্যন্ত একটা ডিপ টিউবওয়েলও কোন রকম মেরামত করা প্রয়োজন বোধ করেননি। ঠিক তেমনি খোয়াই-এর মধ্যে জল পায়না মানুষ তকচাইয়া, নালিয়াবাড়ী ডিপ টিউবওয়েল আছে। নির্বাচনের সময়তে স্টাফ দিয়েছে নির্বাচনের জন্য। দেড় কিলোমিটার দূর থেকে জল এনে তাদের জল পান করাতে হয়েছে। বলেছিলাম এই ডিপ টিউবগুলি সংস্কার করার জন্য কিন্তু আর, ডি দপ্তর নাকি টাকা দেননি ব্লকগুলিতে। কালকেও একজন বি, ডি. ও, সাহেব জিয়ানীয়ার বলেছেন আর, ডি. দপ্তর থেকে কোন টাকা যায় না, তার জন্য মেরামত হচ্ছেনা। যেখানে যেখানে ডিপ টিউবওয়েল আছে, সেখানকার লোকদের আমরা সাধারণ পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারব না? এছাড়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকে ভোট দিয়ে আসছে বহুলোক লক্ষ লক্ষ লোক তাছাড়া শহরের কাছাকাছি আসাম আগরতলা রোডগুলির পাশে দেখবেন পানীয় জলের কোথায়ও ব্যবস্থা আছে, কোথাও নেই। চিন্তা করতে পারেন গ্রামের লোকদের অবস্থা? তারাও তো স্বাধীন ভারতের নাগরিক। তারাও চায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা যাতে হয়, এক ফোটা ঔষধ যাতে পায়, খাদ্যের ব্যবস্থা যাতে হয়, কাজ যাতে পায় ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে তাদের এই সমস্ত অধিকার আছে, বাঁচার অধিকারের প্রশ্নে, তাদের সেই অধিকার আছে।

চিন্তা করতে পারেন, বড়মুড়া, আঠারমুড়া ও লংতরাই পাহাড়ের মধ্যে যারা বসবাস করেন, সেখানে না আছে রাস্তা, না আছে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা, না আছে এক ফোটা ঔষধের ব্যবস্থা, না আছে কোন রেশনের ব্যবস্থা, তারা কি ভারতবর্ষের নাগরিক নয়? কিন্তু দেখা গেল বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কিছু ডিপ টিউবওয়েল হয়েছে, টিউবওয়েল হয়েছে, রিং ওয়েল হয়েছে কিছু কিছু জায়গায়

কিন্তু ঐ অবহেলিত গ্রামের জন্য একটা রাস্তা পাওয়া যাবে না, খাদ্য পৌঁছাতে পারে তার জন্য রাস্তা পাব না, পানীয় জলের সুব্যবস্থা হবে না? আঠারমুড়া,

লংতরাই পাহাড়, বড়মুড়ার উপর যারা বাস করেন তাদের ওখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে না ?

ঐ অবহেলিত গ্রামে রাস্তা হচ্ছে পারে না ? খাদ্য যাতে পৌঁছতে পারে তার জন্য রাস্তা পাবে না ? পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য পাইপ তো আমাকে নিতে হবে। তার কি কোন ব্যবস্থা হবে না। বড়মুড়া, আঠারমুড়া, লংতরাই এর উপর যারা বাস করে সেই খানে কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে না ? এমনকি মেলেটারী, বি, এস, এফ যারা আছে তাদেরকে পর্যাপ্ত সমতল এলাকার ডিপ-টিউবওয়েল থেকে জল বহন করে নিয়ে যেতে হয় তাদের কেম্পে। মানুষ, পথিক অনেক আছে যারা কেম্পে গিয়ে জল চায় কিন্তু তারা জল দিতে পারছে না। সাধারণ ভাবে জলটুকু পর্যাপ্ত আমরা দিতে পারছি না। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার এত বৎসর পরও এটা আশ্চর্যের ব্যাপার। শহরের মধ্যে মানুষ ভীড় করে কেন ? কারণ শহরে তারা কাজ পায়, সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা, পানীয় জলের সুবিধা, ব্যবসায় সুবিধা, সমস্ত ধরনের সুবিধা তারা শহরে পায়। কিন্তু গ্রামে কি সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা আছে ? যার জন্য যাদের কিছু সম্বল আছে তা নিয়ে তারা অনেকেই শহরে বাড়ী করে কারণ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা, লেখাপড়া থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য সব ধরনের সুযোগ সুবিধা তারা পায়। কাজেই আমার বক্তব্য এখানেই এই গুলিকে অবশ্যই সারাই করতে হবে এবং এছাড়া সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে যতটুকু সম্ভব, যেখানে যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা, ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করতে হবে, কেন না সেখানে হয় না মার্ক টু টিউবওয়েল, সেখানে হয় না ডিপ-টিউবওয়েল, সেখানে হয় না টিউবওয়েল। কাজেই সেই দিক থেকে চিন্তা করলে পাথরে কিছু আসে যায় না, সেই পাথর কেটে ডিপ টিউবওয়েল বসানো যায়। কাজেই, এইসব দিক দিয়ে ঐ সমস্ত জায়গা গুলিতে কেন আমরা করব না। আগামী দিনে নিশ্চয়ই এই গুলিকে সারাতে হবে। যেখানে যেখানে জল সংকট সেই সমস্ত জায়গায় অবশ্যই ডিপ টিউবওয়েলের মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার। এখন যে গুলি অচল অবস্থায় আছে সেই গুলি অতি সত্বর সারাই করে অন্তত হাসপাতাল যেখানে যেখানে আছে সেখানে জল সরবরাহ করতে হবে। যেমন ধরুন এখনো হাসপাতাল ওপেন করা হয়নি যোরাখা কলোনীর কাছে, যোরাখা বাজারের

কাছে সেখানে জলের ব্যবস্থা করা। সেখানে কেন জলের ব্যবস্থা হবে না। সেখানে তো ডিপ-টিউবওয়েল আছে, মার্ক টু টিউবওয়েল আছে। অধিকাংশ জায়গায় দেখা যাবে যেখানে যেখানে মার্ক টু টিউবওয়েল আছে সেখানে মাটির তলা থেকে যে জলটা আসে সেটা সাপ্লাই করা হয়, সেটাকে বিশুদ্ধ করার কোন ব্যবস্থা নেই। এই বেহালাবাড়ীতে গিয়ে দেখুন একই অবস্থা। সিজি ছড়াতে যেটা আছে সেটারও কোন বিশুদ্ধ করনের কোন ব্যবস্থা নেই। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে মাটির নীচে কি জিনিষ আছে তা আমাদের বুঝার কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই, সেই দিক থেকে রোগসোগ হবে না কেন? হবেই। বিশুদ্ধ পানীয় জল করতে হলে প্রথমে জলটাকে শোধন করতে হয়, সেই শোধনের ব্যবস্থা নাই। কাজেই, এখানে মাননীয় সদস্য পবিত্র কর ডিপ-টিউবওয়েল মেরামত করার জন্য যে প্রস্তাবটা এনেছেন সেটাকে আমি পূর্ণসমর্থন করি এবং আমি আশা রাখব কিছু দিনের মধ্যে যতগুলি ডি-টিউবওয়েল আছে সেইগুলিকে সংস্কার করে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :-- মাননীয় মন্ত্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) : মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার আজকে এখানে যে প্রস্তাবটি এসেছে, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দুই হাজার সালে সকলের জন্য স্বাস্থ্য, এই যে স্লোগান, সেই স্লোগানকে কার্য্যকরী করার সম্ভবনা কতটুকু, পানীয় জল যখন আমাদের সব মানুষের জন্যই অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার 88 বছর পরেও আমাদের রাজ্যের সব মানুষকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে উঠে নি, আজও মানুষ ছড়া'র জল খাচ্ছে, কুয়ার জল খাচ্ছে পানীয় জল হিসাবেই। আমাদের এই রাজ্যে এই পানীয় জল সরবরাহের কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে দুইটি দপ্তর রয়েছে, একটা হচ্ছে আমাদের রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই দপ্তর, আর একটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর। রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই দপ্তর আমাদের গ্রামে গঞ্জে টিউবওয়েল মার্ক টু টিউবওয়েল এবং শেলো টিউবওয়েল বসিয়ে সেখানকার

মানুষদের পানীয় জলের যোগান দেয়, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তর, তারা শহর ও শহর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ডিপ-ওয়েল বসিয়ে মাটির নীচ থেকে জল তুলে পানীয় জল হিসাবে, মানুষদের সরবরাহ করে এবং তাদের আর একটি কাজ হচ্ছে ডিপ-ওয়েল বসিয়ে মাটির নীচ থেকে জল তুলে চাষের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেয়। স্যার, আমাদের এই রাজ্যে পাইপ লাইন বসিয়ে জল সরবরাহ করার জন্য প্রথম টাকা পাই ১৯৭৪ সনে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হওয়ার ২৭ বছর পরে। আমরা ১৯৭৮ সনে বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসি, আমরা দেখলাম যে সবাইকে যদি বিশুদ্ধ পানীয় জল দিতে হয়, তাহলে অনেক বেশী টাকার প্রয়োজন, তার জন্য আমাদের হাতে যে সমস্ত ঋণের টাকা ছিল, সেগুলি আগের সরকার বিভিন্ন কাজের জন্য পেয়েছিল, অথচ খরচ করে নি, আমরা সেই টাকা দিয়ে আমরা ৭টা নুতন রিগ কিনলাম, এর আগে পুরানো রিগ ছিল ২টি যেগুলি আমরা যখন ১৯৮৮ সালে চলে যাই তখন এগুলি রেখে যাই। ১৯৭৪ সালে আমরা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কিছু টাকা এই স্কীমে পাই, কিন্তু তারপরেই কেন্দ্রীয় সরকার এই স্কীমে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং ১৯৭৭-৭৮ সালে সেই স্কীম আবার চালু হয় আমরা এসে দেখলাম কেন্দ্রীয় সরকার বলছে যে আমরা এই স্কীমের জন্য কিছু টাকা দেব বটে কিন্তু কর্মচারীদের বেতন বাবদ আমরা কিছু দেব না। তখন আমরা বামফ্রন্ট সরকার রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই নাম দিয়ে নতুন একটা স্কীম খুললাম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে টাকাটা আসছে, সে ঐ রুর‍্যাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমে খরচ করেছি, আর পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরের মাধ্যমে যাতে কিছু করা যায়, তারজন্য রাজ্য সরকার থেকে কিছু টাকা বরাদ্দ করে বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপায়ণ করতে শুরু করেছি। আমরা হিসাব করে দেখেছি যে ১৯৭৪ সাল থেকে ১৯৯২-৯৩ এই সময়ে সবশুদ্ধ আমরা কেন্দ্র থেকে এই স্কীমের জন্য পেয়েছি ২৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা এবং রাজ্য সরকার ১৯৮১ সাল থেকে রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এই স্কীমে খরচ করেছে ২৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং এটাকে মিনিমাম নিড প্রোগ্রাম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২৮৯টি স্কীম চালু আছে। তার মধ্যে বিকলও আছে। জন সমর্থনে আমরা সরকার গঠন করেছি তার পরবর্তী অবস্থায় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা চলছে, অর্থ সঙ্কট চলছে। তার মধ্যেও এম, আই অ্যাণ্ড এফ, সি এই প্রকল্পের আওতায় আমরা ১২ লক্ষ লোককে কাভারেজ

করা হয়েছে। গ্রামীণ পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করার জন্য বিগত ৫ বছরে কিছু করা হয় নাই। এখানে মাননীয় সদস্যরা তথ্য দিয়েছেন যে পাইপ ফুটো হয়ে আছে কোথাও পাইপ নাই, অচল আছে। আমার কাছে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যায় খুব বেশী অচল নেই। তিন চারটা অচল আছে। আমরা যাওয়ার আগে ১৯৮৭-৮৮ সালে কিছু ডিপ টিউবওয়েল কমিশন করে যেতে পারিনি। তার কারণ কমিশন করতে হলে তার পাম্প হাউস লাগে, এবং এটা ডেভেলাপ করতে কিছু সময় লাগে। এই রকম ৮০টি টিউবওয়েল্ করা আছে, যেগুলি চালু করার কোন ব্যবস্থা বিগত ৫ বছরে করা হয়নি। চালু না হলে টিউব ওয়েল নষ্ট হয়ে যায়, তার থেকে জল বাহির হয় না। গত ৫ বছরে যে সমস্ত ক্ষেত্রে পাইপ কেনার প্রয়োজন ছিল কিছু করা হয় নি। এই যে কেনা হয়নি টাকাগুলি কোথায় গেল? গত পাঁচ বছরের এলোকেশন আমি এক্স-পেণ্ডিচার দেখেছি সেগুলি দেখলে মনে হয় টাকাগুলি কিভাবে নয় ছয় করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে এই বছর কি করে?

স্বাভাবিক কারণে এ প্রশ্ন আসে, এ বছর কি করে? এ বছর আমরা রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই স্কীমে ৮ কোটি টাকা ধরেছি। ভারত সরকার এক সঙ্গে টাকা রিলিজ করেন না। কিছু কিছু করে করেন। সব টাকা পাব কিনা প্রশ্ন আছে। আমরা বাজেটে ধরেছি ৩ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা চলে যায় কর্মচারীদের বেতনে। কেন্দ্র থেকে যে টাকা পাওয়া যায় তা যথাসময়ে পেতে হবে। তারমধ্যে আবার ফ্লাডে ক্ষয়ক্ষতি হল। সব টাকা যদি পেয়েও যাই তাহলেও অসুবিধা আছে। তবে আমাদের রিং কিনতে হবে। পাঁচ বছরে কোন রিং কেনা হয়নি। শুনেছি একটা রিং কেনা নিয়ে দপ্তরের এমন ঘটনা ঘটেছিল, একজন ইঞ্জিনী-য়ারকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হল। স্যার, এই অবস্থায় ডিপ টিউব-ওয়েল নুতন যেগুলি করা হবে, আর যেগুলি পুরাণ আছে সেগুলি দেখতে হবে। পাইপ পাওয়া যায় নি। তার উপর আছে দেনা। কাজেই খুব সঙ্গত কারণে মাননীয় সদস্যরা তাঁদের ক্ষোভের কথা, জনগণের অসুবিধার কথা তুলেছেন। কিন্তু আমরা এ বছরের বাজেটে যে টাকা ধরেছি সে টাকা যথাযথ ভাবে খরচ হয়ে যাবে এবং নুতন ডিপ-টিউব ওয়েলগুলি খনন করার পরিকল্পনা আছে সেগুলি বন্ধ রাখব না। তবে সেগুলি

করার জন্য যে কোটি কোটি টাকার দরকার, আমরা আরো বেশী যদি টাকা না পাই, তাহলে মুশকিল হবে। স্যার এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। আমাদের কমিটমেন্ট আছে। মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। মাননীয় বিধায়কদের এ আশ্বাস আমি দিতে পারি, আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না। আমাদের নজর আছে, পরিকল্পনা আছে, আগামীতেও চেষ্টা করে যাব। কোন ত্রুটি হবে না। স্যার, আগরতলা শহরের কথা একটু বলি। ১৯৯১ সালের লোক গণনা অনুযায়ী ১ লক্ষ ৫৮ হাজার অধিবাসী আছেন আগরতলা শহরে। এখানে প্রয়োজন প্রতিদিন ৫৫ লক্ষ গ্যালন। আমাদের এখানে ওয়াটার ট্রীটমেন্ট প্ল্যান্ট যা ছিল তাতে ১৫ লক্ষ গ্যালন জল আমরা পরিশোধিত করতে পারি।

সবশুদ্ধ আমরা ৩৮ লক্ষ গ্যালন জল পরিশোধন করতে পারি। ১৫ লক্ষ গ্যালন জল বাদ দিয়ে বাকী ২৩ লক্ষ গ্যালন জল ডাইরেক্ট পাম্প করে দেওয়া হয়। ২৪টা ডিপ টিউব ওয়েল আছে, কিন্তু সব জায়গাতেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করা যায় নি। এটা খুব ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার। শুধু করলায়ও ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করা হয় সেটারও খরচ কম নয়। কাজেই কোন কোন জায়গায় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করা হয়েছে, কোন জায়গায় করা যায় নি। গ্রামাঞ্চলে কোন জায়গাতেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নেই। এই অবস্থায় আগরতলাতে আমরা দ্বিতীয় ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিলাম সেই সঙ্গে সোনামূড়া, উদয়পুর, ধর্মনগর এবং কৈলাশহরেও নিয়েছিলাম আমরা ক্ষমতায় থাকা কালীন। এল. আই. সি থেকে আমরা যখন নিয়েছিলাম টাকার পরিমানটা আমার মনে নেই, সম্ভবত: ৪০-৫০ লক্ষ টাকার মত হবে। টাকাটা আমরা ব্যাংকে রেখেছিলাম ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করব বলে এবং টেণ্ডারও কল করা হয়েছিল এবং টেণ্ডার নিয়ে একটা ঝামেলাও হয়েছিল। এবার এসে আমরা শুনি সেই সমস্ত টাকা পয়সা ব্যাংক থেকে তাঁরা তোলে অন্যদিকে খরচ করে ফেলেছে। তেমনি করে ধর্মনগর এবং কৈলাশহর ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট করার জন্য নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি টাকাও তোলে রেখেছিল, কিন্তু জোট জমানায় সেই টাকার একটা বড় অংশই অন্যদিকে খরচ করে ফেলেছে। উদয়পুর এবং সোনামুড়াতে আমরা কাজ শুরু করেছি। কিন্তু মুস্কিল যেটা হচ্ছে যে ৮ম পরি-

কল্পনা কমিশন আরবান ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য টাকা দিতে রাজী হচ্ছে না ফলে আম কাভারড শহর যেগুলি আছে সেগুলিতে জল দেওয়া যাচ্ছে না। কাজেই নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি এবং মিউনিসিপ্যালিটিকে টাকা সংগ্রহ করে দিতে হবে তবে এই সমস্ত কাজ হবে। এই সমস্ত প্রবলেম নূতন করে তৈরী হয়েছে। স্যার ১২টা জায়গায় যেখানে নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি আছে সে সমস্ত জায়গায় ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে জল দেওয়া হচ্ছে। দুইটা বিভাগে সোনামুড়া এবং উদয়পুরে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের কাজ চলছে এবং আশা করছি ৯৪ইং সালের মধ্যে এগুলি চালু করা যাবে। আর ধর্মনগর এবং কৈলাশহরে ওরা যে টাকা তুলে রেখেছিল সেখানে নূতন করে কিছু করা যায় কিনা চেষ্টা নেওয়া হবে। এই অবস্থায় এই বছর আমাদের কাজকর্ম পরিচালনা করতে হচ্ছে। আমাদের রিয়েল যে অসুবিধাগুলি আছে সেগুলি প্রতি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষন করবার জন্যই একথাগুলি আমি এখানে উল্লেখ করলাম। স্যার, আমাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি হবেনা। এই বছর আমরা ২০ টা নূতন ডিপ টিউবওয়েল করব। আমরা জানি ৩/৪ বৎসর ধরে ৮০ টা ডিপ টিউবওয়েল পরে আছে এগুলি নষ্ট হয়ে যাবে তাই আমরা এগুলি হাতে নিয়েছি ব্যয় বরাদ্দও ধরা হয়েছে। পুরানো যেগুলি কমিশন করা যায়নি অকেজো আছে এবং নূতন যেগুলি করা হবে এগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। ফিনান্সিয়াল কনষ্ট্রেইনের জন্য সবগুলি কাজ এক সঙ্গে করা যাবে না। কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল। হাউসে আজকে যে প্রস্তাব এসেছে, স প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, সে প্রস্তাবের প্রতি যদি কেন্দ্রীয় সরকারে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, আমাদের বাজেটে যে টাকা ধরা আছে সে টাকাগুলি যদি আমরা পেয়ে যাই এবং তার অতিরিক্ত টাকা পয়সার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে আগরতলা সম্পর্কে এগুলি যদি আমরা পাই তাহলে বিভিন্ন এলাকার কাজকর্মগুলি আমরা সুষ্ঠ ভাবে করতে পারি। এই অর্থ সঙ্কটের মধ্যেই আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। এগুলি পারফেক্টলী যাতে ইমপ্লিমেন্টেড হয় সেই চেষ্টাই আমরা করে যাব। এই কথাগুলি বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত

রিজিলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিলিউশানটি হলো, "এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং দপ্তরের অচল ডিপ টিউবওয়েলগুলি অবিলম্বে সারাই করিয়া পানীয় জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হউক"।

(রিজিলিউশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

এই সভা আগামী ২৬শে জুলাই সোমবার, ১৯৯৩ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Questicn No. 121.

Name of the Member :— Shri Makhan lal Chakraborty M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister In-charge Social Education Department Minister of Smt. Kartik kanya Debbarma.

QUESTION

১। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি অঙ্গনোয়াদী কেন্দ্রে স্থায়ী ঘর নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২। শিক্ষিত অঙ্গনোয়াদী ওয়ার্কারদের রাজ্য সরকারের স্থায়ী চাকুরীতে নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা? এবং

৩। নিয়ে থাকলে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন তার বিবরণ?

ANSWER

১। পর্যায়ক্রমে সবগুলি কেন্দ্রেই স্থায়ী ঘর করার পরিকল্পনা আছে।

২। হঁ্যা।

৩। শিক্ষিত অজনোয়াদী ওয়ার্কারদের রাজ্য সরকারের স্থায়ী চাকুরিতে সিনিওরিটির ভিত্তিতে জুনিয়র সমাজ শিক্ষা সংগঠক হিসাবে মোট পদের শতকরা ৩০ ভাগ পদে নিয়োগ করার ব্যবস্থা রয়েছে।

Admitted Starred Question No. 137

Name of Member :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, বিগত জোট সরকারের Codification of Customory Law's এর জন্য One Man কমিটি গঠিত হইয়াছিল এবং পরে TTAADC কে হস্তান্তর করার জন্য মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়,

২। সত্য হইলে এ,ডি,সির নিকট উহা হস্তান্তর করা হইয়াছে কিনা,

৩। না হইলে কারণ,

৪। এ বাবদে বার্ষিক যোজনা বরাদ্দ কত টাকা রয়েছে।

উত্তর

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। হ্যাঁ, হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। বার্ষিক যোজনা বরাদ্দ ৫ লক্ষ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No 139

Name of Member ;— Shri Rati Mohan Jamatia,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে তপশীলভুক্ত উপজাতি প্রার্থীদের স্বার্থ সংক্রান্ত হানড্রেড পয়েন্ট রোস্টার-এর নিয়মনীতি এল, এস, জি, (আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি) এবং খাদি বোর্ড পাবলিক আণ্ডার টেকিং যেমন জুটমিল; টি, আর, টি, সি; টি, এস, আই; সি, টি, টি, এ, ডি, সি সংস্থাগুলোতে অনুসরন করছেন না,

২। সত্য হলে এর কারণ এবং কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question 167

Name of M. L. A. :— Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Education Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য্য নিয়োগের ব্যাপারে সরকার কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বর্তমান অস্থায়ী উপাচার্য্য আরও কতদিন চালাবেন ?

Answer

১। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট অনুযায়ী স্থায়ী উপাচার্য্য নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বর্তমান অস্থায়ী উপাচার্য ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ পর্য্যন্ত কাজ চালাতে পারবেন।

Admitted Starred Question No. 181

Name of M. L. A. :— Shri Sudhan Das,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ১৯৯২ ইং শিক্ষা বছরে মহারানী তুলসীবতী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবাসের ছাত্রীরা সবাই সরকারী স্টাইপেণ্ড পায় নি,

২) সত্য হইলে তার কারণ কি,

৩) চলতি বছরে এ ধরনের ছাত্রীরা যারা পূর্ববর্তী বৎসরে স্টাইপেণ্ড পায় নি তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্টাইপেণ্ডের টাকা দেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 210

Name of M. L. A. : — Shri Subal Rudra.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state : —

১) ইহা কি সত্য যে গত জোট সরকারের আমলে কোন কোন বিদ্যালয়ে বিশেষ করে সদর মহকুমা এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন ?

২) ইহা কি সত্য যে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোন কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে

পঠন পাঠন বন্ধ হয়ে আছে এবং

৩) যদি সত্য হয়ে থাকে তবে উক্ত সমস্যাগুলি দূরীকরনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১) হ্যাঁ সত্য।

২) আংশিক সত্য।

৩) যে সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা আছেন সেই সমস্ত বিদ্যালয় হইতে বদলি করে এবং নিয়োগের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক/শিক্ষিকার অভাব আছে তা দূর করার চেষ্টা চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 211
Name of M. L. A. :-- Sahid Choudhury
Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে, গত পাঁচ বৎসর রাজ্যের বিভিন্ন জে, বি এবং এস, বি স্কুল-গুলোতে প্রয়োজনীয় বসার টেবিল, বেঞ্চের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ী থেকে পাটের চট, পলিথিন ইত্যাদি স্কুলে নিয়ে গিয়ে বসতে হয়, এবং

২) যদি সত্য হয় তবে উক্ত সমস্যাগুলি সমাধানে বর্তমান সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১) হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

২) শিক্ষা বিভাগ ফার্নিচার মেকিং স্কিম (Furniture Making Scheme) নামে একটি পরিকল্পনা রূপায়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

Admitted Starred Question No. 221

Name of M.L.A :— Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিগত জোট সরকারের আমল হইতে বর্তমান সময় পর্যান্ত সারা ত্রিপুরায় কয়টা স্কুলঘর পোড়া গিয়েছে।

২। আজ পর্যান্ত ভস্মীভূত কয়টি ঘর মেরামত করা হয়েছে,

৩। ইহা কি সত্য তেলিয়ামুড়া টি, এস অন্তরগর্ত সুশান্ত হাইস্কুলটি (মাইগঙ্গা) আগুনে পোড়া গিয়াছে ?

উত্তর

১। মোট ৬৯ (উনসত্তর) টি স্কুলঘর পোড়া গিয়েছে ;

২। মোট ৬৪ (চৌষট্টি) টি স্কুলঘর মেরামত করা হয়েছে ;

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 227.

Name of the Member :— Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমায় অন্তর্গত পশ্চিম বটরশীতে কয়েক বৎসর ব... অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের কোন ঘর নেই ?

২। যদি সত্য হয় তবে উক্ত অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ঘর নির্মানের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নহে। পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম বটরশী অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে একটি ঘর ছিল।

২। সম্প্রতি বন্যার উক্ত ঘরটি দেওয়াল সহ নষ্ট হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করে পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে।

Admitted Starred Question No. 232.

Name of M.L.A :— Shri Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্য সরকার ' Provident Fund and Retirement" of the Employees of the Government aided private school in Tripura. সংক্রান্ত নিয়মবিধি সর্বশেষ কবে সংশোধন করেছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে, ১-১-১৯৯১ ইং এর পরে অবসর প্রাপ্ত সকল বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীগণ নূতন আইনের আওতায় সুযোগ ভোগ করতে পারবেন ? এবং

৩। সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারির পূর্বে কিন্তু ১-১-১৯৯১ ইং এর পর যারা অবসর নিয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে নূতন আইনের আওতায় আসার জন্য Option জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

উত্তর

১। রাজ্য সরকার — "Provident Fund and Retirement benefit of the employees of the government Aided private School in Tripura." সংক্রান্ত নিয়মবিধি ৭ই এপ্রিল ১৯৯২ ইং তারিখে সর্বশেষ সংশোধন করেছেন।

২। হঁ্যা। এবং

৩। হঁ্যা Option দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. :— 233

Name of member :— Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Scheduled Caste Welfare Department be pleased to State :—

QUESTION

1. If it a fact that people belonging to O. B C in Tripura have been deprived of financial assistance ?

2. Is so, is it because of non establishm ent of O. B C. Corporation ?

ANSWER

1, No Community in Tripura has yet been identified as O, B, C, As such the Question of deprivation of O. B, C, Community does not arise.

2. Question does not arise.

Admitted Starred Question No. 234

Name of Member :— Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Departments pleased to state ;—

১। তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ বিদ্যালয় ও বিবেকানন্দ দ্বাদশ বিদ্যালয়ে এস, সি, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল খোলার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

২। যদি পরিকল্পনা থাকে, কবে নাগাদ হোস্টেল নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১। আছে।

২। নির্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 235.

Name of M. L. A. :— Shri Khagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়াতে একটি ডিগ্রী কলেজ খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ;

২। যদি থাকে তবে নাগাদ উক্ত কলেজের জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। না থাকিলে তাহার কারণ ?

Answer

১। না।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। তেলিয়ামুড়াতে নতুন কলেজ স্থাপনের পরিকাঠামো এখনও গড়ে উঠেনি।

Admitted Starred Question No :— 238

Name of Member ;— Shri Arun Bhowmik

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Scheduled Caste Welfare Department be pleased to state.

QUESTION

1. Whether the Government has any plan to identify the Communities which fall under the other Backwared Communities.
2. If not, the reasons, there of ?

ANSWER

1. Yes. The matter is under active consideration of the government.
2. Question does not arise.

ANNEXURE "B"

Admitted Unstarred Question No. 26.

Name of the members :— Shri Makhan lal Chakraborty and Sudhan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Welfare & Social Education Department be pleased to state.

QUESTION.

১। বার্ধক্য ভাতা প্রকল্প চালু হবার পর ১৯৭৭ ইং থেকে ১৯৮৭ ইং এই ১০ বৎসরে সরকার মোট কতজন বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে ভাতা প্রদান করেছিলেন, মোট সংখ্যা।

২। এবং জোট সরকার গত পাঁচ বৎসরে কতজনকে ভাতা প্রদান করেছেন (মৃত্যুর পর যাহাদের দেওয়া হয়েছে তাহা নতুন সংখ্যা।)

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে তৃতীয় বামফ্রণ্ট রাজ্যের আরো কতজন বৃদ্ধা, বৃদ্ধকে এই প্রকল্পের আওতায় আনিবেন ?

৪। ভাতার হার বাড়ানোর কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১। ১৯৮৭ ইং সনের জুলাই মাসের হিসাব অনুযায়ী ১০ বৎসরে মোট ২৪,৮৫৮ জন বৃদ্ধ, বৃদ্ধাকে ভাতা প্রদান করা হয়েছিল।

২। ১৯৯২ ইং ১লা এপ্রিল হইতে প্রতি গাঁওসভাতে অতিরিক্ত আরো ২ জন করিয়া শুধু বার্ধক্য ভাতা প্রাপকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

৩। এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নাই।

৪। বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No, 36.

Name of the Hon'ble member :— Shri Khagendra Jamatia, M, L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION

১। বর্তমানে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতজনকে বার্দ্ধক্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে কতজনকে বিগত কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকারের আমলে নতুন দেওয়া হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১। তথ্যাবলী সংগ্রহাধীনে আছে।

২। ঐ